আত-তাক্বসীম ওয়াত-তাক্ব'ঈদ লিল ক্বওয়িলল মুফীদ

শাইখ হাইছাম বিন জামীল সারহান

শিক্ষক: মা'হাদুল হারাম, মাসজিদ নাববী- সৌদী আরব।

http://attaseel-alelmi.com

অনুবাদক: ড. কাওসার এরশাদ মুহাম্মাদ

পি.এইচ.ডি, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ইবনু উছাইমিন (রহঃ) রচিত 'কাওলুল মুফীদ' গ্রন্থের

তাকসীম ও

তাকঈদ

মূলঃ

রবের ক্ষমার মুখাপেক্ষী

হায়ছাম বিন মুহাম্মদ জামিল সারহান

প্রাক্তন শিক্ষকঃ মসজিদে নববীস্থ হারাম ইন্সটিটিউট

তত্ত্বাবধায়কঃ আত-তাসীল আল-ইলমী ওয়েবসাইট

মহান আল্লাহ তায়ালা সম্মানিত লেখক, লেখকের পিতা মহোদয় ও এই গ্রন্থ প্রকাশনায় সার্বিক সহায়তাকারী সকলকে মার্জনার বারিধারা বর্ষণ করুন। আমীন।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, তার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করি এবং সকল প্রকার আত্মিক অনিষ্টসমূহ ও মন্দ কর্মসমূহ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন, কেউ তাকে বিপথগামী করতে পারে না এবং তিনি যাকে বিপথগামী করেন, কেউ তাকে হিদায়াত দান করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশিদার নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

গ্রন্থ পাঠের পূর্বে যে বিষয়গুলি জানা বাঞ্চনীয়

[১] এই গ্রন্থ পাঠের পূর্বে শিক্ষার্থীদের কিতাবুত তাওহীদের মতন (মূল বই) মুখস্ত করা একান্ত জরুরী। (মুখস্ত করো, প্রত্যেক হাফেযই ইমাম ছিলেন)

[২] প্রত্যেক আয়াতের দলীল সাব্যস্ত হওয়ার কারণ এবং অধ্যায়ের মধ্যে তা উল্লেখিত হওয়ার কারণ সম্পর্কে অবগত হওয়া।

[৩] কিতাবুত তাওহীদের সাথে প্রত্যেক অধ্যায়ের সামঞ্জস্যতা ও গ্রন্থের মধ্যে অধ্যায়টি সংযুক্ত করণের কারন সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। যাতে করে সে গ্রন্থের সাথে ভালোভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে।

[৪] আমরা একটি ব্যাখ্যার উপর কেন্দ্রীভূত হবো। আর আমাদের নিকট নির্ভরশীল ব্যাখ্যা হচ্ছে: শায়খ ইবনু উছাইমিন (রহঃ) রচিত 'কওলুল মুফিদ' গ্রন্থটি। অতঃপর যখন এর ব্যাখ্যা থেকে গ্রহণ করা শেষ হবে, তখন আমরা অন্য ব্যাখ্যা গ্রহণ করব। এভাবেই আমরা এই গ্রন্থটি রচনার প্রয়াস চালাবো। যাতে করে মূল বিষয়গুলি ব্যাখ্যার মধ্যে অনুপ্রবেশ না ঘটে।

[১] কেননা আল্লাহওয়ালা ওলামায়ে কেরামরা এই গ্রন্থ পাঠের ব্যাপারে উপদেশ দিয়েছেন।

[২] কেননা এই প্রসঙ্গে রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠতর গ্রন্থ।

[৩] কেননা গ্রন্থ রচিয়তা (রহঃ) বিরোধীদের যুক্তিকে খুব সুন্দর ভাবে খন্ডন করেছেন এবং দলীলের মাধ্যমে সংশয়ের নিরসন করেছেন।

[৪] কেননা আল্লাহ তায়ালা তার জন্য যমীনে গ্রহনযোগ্যতা প্রনয়ণ করেছেন।

[৫] এটি মুখস্ত ও অনুধাবনের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের পরামর্শ বর্ণিত হয়েছে।

[৬] অধ্যায় সন্নিবেশ ও ক্রমধারা উৎকৃষ্টতা সমৃদ্ধ।

[৭] এটি পাঠদানের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের বিশেষ মনোযোগ পরিলক্ষিত হয়েছে ও এর ব্যখ্যা গ্রন্থের আধিক্যতাও রয়েছে।

[৮] কেননা এই গ্রন্থটি কুরআন ও হাদীসের দলীল দ্বারা সমৃদ্ধ।

[৯] এর এবারাত (অর্থপূর্ণ শব্দসমষ্টি) সহজসাধ্যতা।

[১০] গ্রন্থ প্রণেতা প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরাম সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি জ্ঞানের ব্যাপারে যথেষ্ঠ যোগ্য ও সঠিক আকিদাধারী।

[১১] কেননা এই গ্রন্থটি বিশেষ যত্নের সহিত তাওহীদুর উবুদিয়্যাহ (ইবাদাত সংক্রান্ত) এর আলোচনা ধারণ করেছে, যে তাওহীদের মধ্যে বড় ধরনের ত্রুটি/ বিকৃতি সংঘটিত হয়েছে। এর পাশাপাশি তাওহীদুল রুবুবিয়্যাহ এবং আসমা ওয়াস সিফাত এর আলোচনাও উল্লেখিত হয়েছে।

[১২] কেননা গ্রন্থ প্রণেতা (রহঃ) সালাফদের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এমনকি তিনি তার গ্রন্থে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর মতো স্বীয় মতামত উল্লেখ করেন নি।

কিতাবুত তাওহীদের অধ্যায়সমূহের সারসংক্ষেপ (৬৭টি অধ্যায়)

যে কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন আরম্ভ করার পূর্বে সেই গ্রন্থের ভূমিকা ও সূচীপত্র পাঠ করা বাঞ্চনীয়। যাতে সে গ্রন্থের বিষয়বস্তু, সংকলন পদ্ধতি ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের চিত্র সম্পর্কে অবগত হতে পারে। এর উপর ভিত্তি করে আমরা এই গ্রন্থটিকে ১০টি বিভাজনে বিভাজিত করার প্রয়াস পেয়েছি।

প্রথম:অবতরনিকা (৫টি অধ্যায়)

[১] (এই অধ্যায়ের শিরোনাম দেওয়া হয়নি, আর এটি হচ্ছে তাওহীদের অপরিহার্যতা প্রাসঙ্গিক অধ্যায়)

এই অধ্যায়টি এটি বর্ণনার জন্য উল্লেখিত হয়েছে যে, নিশ্চয়ই তাওহীদ প্রথম ও ওয়াজিবসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ববহ ওয়াজিব। আর এটিই ছিল নবীগণের (আঃ) দাওয়াতের বিষয়বস্তু।

[২] তাওহীদের মর্যাদা ও তাওহীদের ফলে যে সকল পাপ মোচন হয়

আগ্রহান্বিতকরণের জন্য এই অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে, আর এটিও বর্ণনার জন্য এই অধ্যায়টি উল্লেখিত হয়েছে যে, কোন বিষয়ের ফযীলত উল্লেখ করা সে বিষয়ের ওয়াজিবের অস্তিত্বহীনতার প্রমাণ বহন করেনা।

[৩] যে ব্যক্তি তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করবে সে বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে

এই অধ্যায়টি শিরক, বিদআত ও অবাধ্যতা থেকে তাওহীদকে রক্ষা করার নিমিত্তে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং তাওহীদের অপরিহার্যতা ও তার ফযীলতের অধ্যায়দ্বয়ের পর এ অধ্যায়টি উল্লেখ করা যথোপযুক্ত হয়েছে।

[৪] শিরক সম্পর্কীয় ভীতি

এই অধ্যায়টি এই জন্যই বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে, তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে, সে স্বয়ং ও অপরের ক্ষেত্রে শিরক থেকে ভয় করবে। কেননা সে হয়ত ধারণা করবে যে, সে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে, কিন্তু প্রকৃতার্থে সে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করে নি। আর এই অধ্যায়ের পরে আগত সকল অধ্যায়ে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আলোচনা উল্লেখিত হয়েছে। যেমন, শিরক সম্পর্কীয় ভীতি অধ্যায়টি তাওহীদ প্রতিষ্ঠার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

[৫] লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর প্রতি সাক্ষ্যদানের আহ্বান

এই অধ্যায়টি ২ টি কারণে বর্ণিত হয়েছে (আল্লাহ তায়ালাই সর্বাধিক জ্ঞাত):

১। যে ব্যক্তি তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে, তার জন্য অবশ্য করণীয় হচ্ছে, সে রাসূল (সাঃ) এর কার্য ও তার ধারা অনুসারে মানুষদেরকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করবে।

২। এবং যে ব্যক্তি বলে যে প্রথম আহুত বিষয় ছিল সালাত (নামাজ), তার উক্তি প্রত্যাখানের জন্য।

দ্বিতীয়: তাওহীদের ব্যাখ্যা (৯টি অধ্যায়)

[৬] তাওহীদ এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষ্য দানের ব্যাখ্যা

তাওহীদের অপরিহার্যতা, তাওহীদের দিকে মানুষদেরকে আগ্রহী করা, তাওহীদ প্রতিষ্টাকরণের আবশ্যকতা, তাওহীদ এর বিবপরীত বিষয় (শিরক) থেকে ভয় করা, তাওহীদের দিকে মানুষদেরকে আহ্বান করা- এ সমস্ত বিষয়গুলি আলোচনা করার পর আমাদের জন্য যথাযোগ্য হচ্ছে, এই অধ্যায়ের শুরু থেকে কিতাবের শেষ পর্যন্ত তাওহীদের প্রকৃতার্থ প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করা।

[৭] বালা মসিবত দূর করা অথবা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে রিং, সূতা প্রভৃতি ব্যবহার করা শিরক

এই অধ্যায় তাওহীদের বিপরীত বিষয় (শিরক) জানার মাধ্যমে তাওহীদকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এই অধ্যায়টি তাওহীদ বিরোধী শিরকি ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ কবজের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

[৯] যে ব্যক্তি গাছ, পাথর প্রভৃতির দ্বারা বরকত অর্জন করতে চায়

উল্লেখিত অধ্যায়টি তাওহীদের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নিষিদ্ধ বরকত হাসিলের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হয়েছে।

[১০] আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে যবেহ করা প্রসঙ্গে

সম্মানিত গ্রন্থ প্রণেতা আলোচ্য অধ্যায়ে তাওহীদ বিরোধী, ভালবাসা ও সম্মানের সহিত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে যবেহ সম্পাদিত হওয়ার বিশ্লেষণের মনস্থ করেছেন।

[১১] যে স্থানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা হয়, সে স্থানে আল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা যাবেনা

কতিপয় মূর্খ লোক মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য ও তাদের শিরকি কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের নিমিত্তে তাদের উৎসবে ও তাদের ইবাদাতস্থলে পশু যবেহ করে থাকে, যা তাওহীদের সাথে পূর্ণাঙ্গরুপে অসঙ্গতিপূর্ণ। সম্মানিত লেখক এই অধ্যায়ে এই সকল কর্মকান্ডের বিশ্লেষণের ইচ্ছা করেছেন।

[১২] আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে মানত করা শিরক

তাওহীদ বিরোধী নিষিদ্ধ মানতের ব্যাখ্যার জন্য উল্লেখিত অধ্যায়টি আনিত হয়েছে।

[১৩] আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা শিরক

সম্মানীত গ্রন্থ রচয়িতা এই অধ্যায়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট আশ্রয় প্রার্থনা প্রসঙ্গে বিশ্লেষণের মনস্থ করেছেন, আর যেটি আল্লাহ ছাড়া কেউ প্রদান করতে সক্ষম নন এবং তা তাওহীদের বিপরীত।

[১৪] আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া অথবা দুআ করা শিরক

সম্মানীত গ্রন্থ প্রণেতা আলোচ্য অধ্যায়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া ও দুআ করা প্রসঙ্গে বিশ্লেষণের মনস্থ করেছেন, আর যেটি আল্লাহ ব্যতীত কেউ প্রদান করতে সক্ষম নন এবং তা তাওহীদের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ।

তৃতীয়ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত বাতিল (৪ অধ্যায়)

[১৫] আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ ﴿তারা কি আল্লাহর সাথে এমন সব বস্তুকে শরীক করে যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনা। বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট হয়।﴾

উল্লেখিত অধ্যায়টির অবতারণা হয়েছে এই জন্য যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত নিষিদ্ধ, হোক না সে নবী অথবা প্রতিমা অথবা অন্য কেউ।

[১৬] আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ ﴿এমনকি শেষ পর্যন্ত যখন লোকদের অন্তর থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে তখন তারা সুপারিশকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের রব কি জবাব দিয়েছেন? তারা বলবে, সঠিক জবাবই পাওয়া গিয়েছে আর তিনিই মহান ও শ্রেষ্ঠ।﴾

সম্মানীত ফেরেশতামন্ডলীর জন্য ইবাদাত নিষিদ্ধ প্রসঙ্গে আলোচ্য অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[১৭] শাফা‘আত (সুপারিশ)

শাফায়াতের ক্ষেত্রে কাফেরদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ইলাহ বাতিল প্রসঙ্গে আলোচ্য অধ্যায়ের অবতারণা হয়েছে।

[১৮] আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ ﴿আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে হেদায়াত করতে পারবেন না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন।﴾

আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ হেদায়াতের তাওফীকদাতা বিশ্বাস সম্পূর্ণরুপে বাতিল প্রসঙ্গে এই অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ: বনী আদমের কুফরীর কারন (৪টি অধ্যায়)

তাওহীদের ব্যাখ্যা ও আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত বাতিল মর্মে আলোচনা উপস্থাপন করার পর মানুষদের কুফুরীতে পতিত হওয়ার কারণ ও ফলাফল প্রসঙ্গে আলোচনা উল্লেখ করা উপযোগী হয়েছে।

[১৯] নেককার পীর-বুযুর্গ লোকদের ব্যাপারে সীমালজ্ঘন করা বনী আদমের কুফরী এবং তাদের দ্বীন পরিত্যাগ করার অন্যতম কারণ

বনী আদমের কুফুরীতে পতিত হওয়ার সর্বাধিক বিপজ্জনক কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম; আর তা হলো,জমীনে সংঘটিত প্রথম শিরক প্রসঙ্গে আলোচ্য অধ্যায়টি বর্নিত হয়েছে।

[২০] নেককার বুযুর্গ ব্যক্তির কবরের পাশে ইবাদাত করার ব্যাপারে যেখানে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেখানে ঐ নেককার ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ইবাদাত কিভাবে জায়েজ হতে পারে?

শিরকে পতিত হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে আরো উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে, সাদৃশ্য স্থাপন করা, চিত্রাঙ্কন/ ভাস্কর্য ও কবরকে মসজিদরূপে গ্রহণ করা।

[২১] নেককার বুযুর্গ ব্যক্তিদের কবরের ব্যাপারে সীমালজ্ঘন করলে তা তাকে মূর্তি পূজা তথা গাইরুল্লাহর ইবাদাতে পরিণত করে

কুফরীর কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, নেককার বুযুর্গ ব্যক্তিদের কবরের ব্যাপারে সীমালজ্ঘন করা।

[২২] তাওহীদের সংরক্ষণ ও শিরকের সকল পথ রুদ্ধ করার ক্ষেত্রে মহানবী (সাঃ) এর অবদান

বিশ্বাস ও কর্মে শিরক সংঘটিত হওয়ার পদ্ধতিসমূহে রাসূল (সাঃ) এর প্রতিবন্ধকতা। এবং শিরকের নিকট পৌঁছে দেয় এমন কথা যা হতে রাসূল (সাঃ) বাঁধা দিয়েছেন মর্মে অধ্যায় সামনে উল্লেখিত হবে।

পঞ্চম: যে বলে এই উম্মাতের মধ্যে অথবা আরব ভূখন্ডে শিরক প্রবেশ করবে না, তার যুক্তির খন্ডন (১টি অধ্যায়)

[২৩] এই উম্মাতের কিছু সংখ্যক লোক মূর্তিপূজা করবে

ষষ্ঠ: শয়তানী আমলসমূহ (৭টি অধ্যায়)

[২৪] যাদু

নিশ্চয়ই যাদু আল্লাহর সাথে কুফুরী ছাড়া অন্য কোন উপায়ে উদ্ভূত হয়না। আর এটিই হচ্ছে মানুষদেরকে কুফুরীর দিকে আহ্বান করার অন্যতম বৃহত্তর পন্থা মর্মে আলোচ্য অধ্যায়টির অবতারণা হয়েছে।

[২৫] যাদুর শ্রেণীভুক্ত বিষয়

'নিশ্চয়ই যাদুর বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ রয়েছে, যার সবগুলি থেকে এড়িয়ে চলা আবশ্যক' নির্দেশনাটি আমাদেরকে জ্ঞাত করার জন্য আলোচ্য অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[২৬] গণক ও ভবিষ্যতদ্বক্তাদের বিবরণ

তাদের (গণক ও ভবিষ্যতদ্বক্তাদের) বিবরণ আমাদের নিকট উপস্থাপন করার জন্য ও তাদের নিকট যাওয়ার বিধান এবং তাদের নিকট যাওয়ার চিত্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে এই অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[২৭] নুশরাহ বা প্রতিরোধমূলক যাদু

আলোচ্য অধ্যায়টি নুশরাহ বা প্রতিরোধমূলক যাদুর নিষেধাজ্ঞা ও অনুমতির ব্যাপারে জটিলতা নিরসনের জন্য উল্লেখিত হয়েছে।

[২৮] কুলক্ষণ সম্পর্কীয় বিবরণ

জাহেলীযুগর লোকেরা অশুভ লক্ষণের যে বিশ্বাসের উপর প্রবহমান ছিল, তার অবিদ্যমানতা বর্ণনার জন্য আলোচ্য অধ্যায়টির অবতারণা হয়েছে।

[২৯] জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কীয় শরীয়াতের বিধান

তথাকথিত জ্যোতিষশাস্ত্র বাতিল বর্ণনার জন্য এই অধ্যায়টি উল্লেখিত হয়েছে।

[৩০] নক্ষত্রের ওসীলায় বৃষ্টি কামনা করা

শিরকি কারণসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকান্ড বাতিলকরণের জন্য আলোচ্য অধ্যায়টি উপস্থাপিত হয়েছে।

সপ্তম: অন্তরের আমলসমূহ (৯টি অধ্যায়)

[৩১] আল্লাহ তায়ালার বাণী: ❮মানুষের মধ্যে এমনও মানুষ আছে যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে শরীক সাব্যস্ত করে, আল্লাহকে ভালবাসার মতই তাদেরকে ভালবাসে❯

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালবাসার মতো সৃষ্টিকুলকে ভালবাসবে বা তার চেয়ে বেশি ভালবাসবে, তার তাওহীদের অস্তিত্বহীনতা প্রসঙ্গে আলোচ্য অধ্যায়ের অবতারণা হয়েছে।

[৩২] আল্লাহ তায়ালার বাণী: ❮নিশ্চয়ই এরা হলো শয়তান, যারা তোমাদেরকে তার বন্ধুদের (কাফের বেঈমান) দ্বারা ভয় দেখায়❯

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করার মতো সৃষ্টিকুলকে ভয় করবে বা তার চেয়ে বেশি ভয় করবে, তার তাওহীদের অবিদ্যমানতা প্রসঙ্গে আলোচ্য অধ্যায় আনিত হয়েছে।

[৩৩] আল্লাহ তায়ালার বাণী: ❮আর আল্লাহর উপর ভরসা কর যদি তোমরা মুমিন হও❯

যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপর ভরসা করবে, তার তাওহীদের অনুপস্থিতি প্রসঙ্গে আলোচ্য অধ্যায়টি উল্লেখিত হয়েছে।

[৩৪] আল্লাহ তায়ালার বাণী: ❮তারা কি আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছে❯

তাওহীদপন্থী ব্যক্তি তার জীবন-চরিতে আল্লাহর দিকে ভয় ও প্রত্যাশার মাঝামাঝি অবস্থানের সন্নিবেশ ঘটাবে, এই মর্মে উক্ত অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[৩৫] তাকদীরের উপর ধৈর্যধারণ করা ঈমানের অঙ্গ

বালা-মসিবতের সময় তাওহীদপন্থী ব্যক্তির অবস্থা প্রসঙ্গে আলোচ্য অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[৩৬] রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা) প্রসঙ্গে শরীয়াতের বিধান

তাওহীদপন্থী ব্যক্তির উপর রিয়ার (প্রদর্শনেচ্ছা) বড় ভয়াবহতা বর্ণনা প্রসঙ্গে আলোচ্য অধ্যায়টি উল্লেখিত হয়েছে। আর সৎ ব্যক্তিদের উপর সর্বাধিক আশঙ্কিত বিষয় হচ্ছে রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা)।

[৩৭] নিছক পার্থিব স্বার্থে কোনো কাজ করা শিরক (ছোট শিরক)

যে ব্যক্তি দুনিয়া প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আখিরাতের আমল করবে, সে শিরক এর মধ্যে পতিত হবে প্রসঙ্গে এই অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে। আর এর বিশ্লেষণ হচ্ছে, সে দুনিয়া প্রাপ্তির জন্যই কোন কাজে সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হবে।

[৩৮] যে ব্যক্তি আল্লাহর হালালকৃত জিনিস হারাম এবং হারামকৃত জিনিসকে হালাল করার ব্যাপারে (অন্ধভাবে) আলেম বুযুর্গ ও নেতাদের আনুগত্য করল, সে মূলত তাদেরকে রব হিসেবে গ্রহন করল (আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিরক)

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিমিত্তে বিচারকার্য ফায়সালা করা তাওহীদকে বিনষ্ট করে প্রসঙ্গে আলোচ্য অধ্যায়টি উল্লেখিত হয়েছে।

[৩৮] আল্লাহ তায়ালার বাণী: ❮তারা বিরোধীয় বিষয়কে তাগুত (খোদাদ্রোহী শক্তি) এর দিকে নিয়ে ফয়সালা করতে চায়❯

তাওহীদপন্থী ব্যক্তিকে তাগুতের মাধ্যমে কুফুরের অর্থকে উপলব্ধি করতে সহায়তা করার জন্য আলোচ্য অধ্যায়টি বর্নিত হয়েছে এবং খাঁটি ও ভেজালযুক্ত ঈমানের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গেও আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

অষ্টম: তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত (১টি অধ্যায়)

[৪০] আল্লাহর 'আসমা ও সিফাত' (নাম ও গুনাবলী) অস্বীকারকারীর পরিনাম

যে ব্যক্তি আল্লাহর আসমা ও সিফাতের মধ্য থেকে কোন কিছুকে অস্বীকার করবে, তার তাওহীদের অস্তিত্বহীনতা প্রসঙ্গে আলোচ্য অধ্যায়টি উল্লেখিত হয়েছে।

নবম: শাব্দিকী ও শিরকি নিষেধসমূহ (২৯টি অধ্যায়)

[৪১] আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴾তারা আল্লাহর নিয়ামত চিনতে পেরেছে, অতঃপর তা অস্বীকার করে﴿

নিয়ামতরাজীর বিপরীতে একজন তাওহীদপন্থী ব্যক্তির উপর যা ওয়াজিব, তা বর্ণনার জন্য আলোচ্য অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[৪২] আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴾অতএব জেনে শুনে তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না﴿

আল্লাহর নামে শপথ করা, অন্য কারো নামে শপথ করা নয় প্রসঙ্গিক তাওহীদপন্থী ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনার জন্য আলোচ্য অধ্যায়টির অবতারণা হয়েছে এবং 'ওয়াও' ও 'ছুম্মার' মাঝে পার্থক্য প্রসঙ্গে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

[৪৩] আল্লাহর নামে কসম করে সন্তুষ্ট না থাকার পরিণাম

আল্লাহর নামে শপথ করার সময় তাওহীদপন্থী ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর মর্যাদা/মহত্ত্ব এর অবস্থানের বিবরণ প্রসঙ্গে আলোচ্য অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[৪৪] আল্লাহ ও আপনি যা চেয়েছেন বলার হুকুম

'মাশিয়াহ' (ইচ্ছা) এর ক্ষেত্রে অংশীদার স্থাপন থেকে তাওহীদপন্থী ব্যক্তিকে সতর্ক করার জন্য এই অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[৪৫] যে ব্যক্তি যামানাকে গালি দেয় সে আল্লাহকে কষ্ট দেয়

উল্লেখিত অধ্যায়টি তাওহীদপন্থী ব্যক্তিকে কোন কিছুকে গালি দেয়া থেকে সতর্ক করার জন্য বর্ণিত হয়েছে। কেননা যখন কোন কিছুকে গালি দেয়া হয়, তখন সেই গালিটা যিনি সেই বিষয়ের নির্দেশদাতা ও পরিচালক তার উপর আরোপিত হয়।

[৪৬] কাযীউল কুযাত (মহা বিচারক) প্রভৃতি নামকরণ প্রসঙ্গে

আলোচ্য অধ্যায়টি মুআহ্হিদ (আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী) ব্যক্তিকে রুবুবিয়্যাহ এর পারিপার্শ্বিক বিষয়ে সীমালঙ্ঘন থেকে সতর্ক করার জন্য উল্লেখিত হয়েছে।

[৪৭] আল্লাহর নামসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সম্মানার্থে নামের পরিবর্তন করা

আল্লাহ, তাঁর আসমা ও সিফাত, তাঁর দ্বীন ও তাঁর নবীদের সাথে আদব রক্ষার্থে মুআহ্হিদ ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখিত অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[৪৮] আল্লাহর যিকির, কুরআন এবং রাসূল সম্পর্কিত কোন বিষয় নিয়ে খেল তামাশা করা প্রসঙ্গে

বিদ্রুপকারী/ ঠাট্টাকারী ব্যক্তি তাওহীদের মূল বিষয় থেকে অস্তিত্বহীন হয়ে যায়, এবং এমন ব্যক্তির সাথে পারস্পরিক আচরণ পদ্ধতি ও জিহ্বাকে সংবরণ করার আবশ্যকতা প্রসঙ্গে আলোচ্য অধ্যায়ে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

[৪৯] আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴾দুঃখ-দুর্দশার পর যদি আমি মানুষকে আমার রহমতের আস্বাদ গ্রহণ করাই, তাহলে সে অবশ্যই বলে, এ নিয়ামত আমারই জন্য হয়েছে﴿

নিয়ামতপ্রাপ্তির পূর্বে ও পরে তাওহীদপন্থী ব্যক্তির উপর যা ওয়াজিব, সে প্রসঙ্গে আলোচ্য অধ্যায়ে উদ্ধৃত হয়েছে।

[৫০] আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴾অতঃপর আল্লাহ যখন উভয়কে একটি সুস্থ ও নিঁখুত সন্তান দান করলেন, তখন তারা তাঁর দানের ব্যাপারে অন্যকে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত গণ্য করতে শুরু করল﴿

নিয়ামতরাজি আসার পূর্বে তাওহীদপন্থী ব্যক্তির উপর যা ওয়াজিব ও আল্লাহ ছাড়া প্রত্যেক বশীভূত/অনুগত ব্যক্তির নাম নেওয়া হারাম।

[৫১] আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴾আল্লাহ তায়ালার সুন্দর সুন্দর অনেক নাম রয়েছে, তোমরা এসব নামে তাঁকে ডাক।﴿

আল্লাহ তায়ালার আসমা ও সিফাতের ক্ষেত্রে মুআহ্হিদ (তাওহীদপন্থী) ব্যক্তিকে অবিশ্বাস থেকে সতর্ক করার জন্য আলোচ্য অধ্যায়ের অবতারণা হয়েছে।

[৫২] আসসালামু আলাল্লাহ (আল্লাহর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলা যাবে না

আল্লাহর সাথে আদবের ক্ষেত্রে অসঙ্গতিপূর্ণ শব্দাবলী ব্যবহার থেকে সতর্ক করার জন্য আলোচ্য অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[৫৩] 'হে আল্লাহ তোমার মর্জি হলে আমাকে মাফ করো' বলা প্রসঙ্গে

মুআহ্হিদ ব্যক্তি দুআর ক্ষেত্রে ব্যত্যয় অবলম্বন করা, ও আল্লাহর ক্ষমতা অনুভব করা থেকে সতর্ক করার জন্য আলোচ্য অধ্যায়টি উল্লেখিত হয়েছে।

[৫৪] আমার দাস-দাসী ও আমার উম্মাত বলা যাবে না

উত্তম শব্দাবলী ব্যবহারের জন্য মুআহ্হিদ ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার নিমিত্তে আলোচ্য অধ্যায়ের অবতারণা হয়েছে।

[৫৫] আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য চাইলে বিমুখ না করা

মুআহ্হিদ ব্যক্তিকে যখন আল্লাহ প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা করা হবে, তখন সে আল্লাহর সম্মানার্থে উত্তর প্রদান করবে মর্মে এই অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[৫৬] 'বি ওয়াজহিল্লাহ' বলে একমাত্র জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করা যায়না

আল্লাহর সম্মান/মর্যাদা ও আল্লাহর সাথে পরিপূর্ণ আদবের ক্ষেত্রে মুআহ্হিদ ব্যক্তির অবস্থা প্রসঙ্গে আলোচ্য অধ্যায়টি উল্লেখিত হয়েছে।

[৫৭] বাক্যের মধ্যে 'যদি' শব্দ ব্যবহার সংক্রান্ত আলোচনা

সুন্দর বাক্যাবলী/কথা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মুআহ্হিদ ব্যক্তির আদব এবং শরীয়াত ও মর্যাদার ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিকতার অনুপস্থিতি বর্ণনার নিমিত্তে আলোচ্য অধ্যায়ের অবতারণা হয়েছে।

[৫৮] বাতাসকে গালি দেওয়া নিষেধ

অপছন্দনীয় কিছু দেখলে মুআহ্হিদ ব্যক্তিকে হিতকর কথা ব্যবহারের দিকে পথনির্দেশের জন্য আলোচ্য অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[৫৯] আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴾তারা জাহেলী যুগের ধারণার মতো আল্লাহ সম্পর্কে অবাস্তব ধারণা পোষণ করে﴿

জাহেলীযুগের ব্যক্তিদের মতো আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে মন্দ ধারণা থেকে মুআহ্হিদ ব্যক্তিকে সাবধান করার জন্য উল্লেখিত অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[৬০] তাকদীর অস্বীকারকারীদের পরিণতি

ফায়সালা ও তাকদীরের ক্ষেত্রে মুআহ্হিদ ব্যক্তির ঈমানের অবস্থা বর্ণনার জন্য আলোচ্য অধ্যায়টি উল্লেখিত হয়েছে।

[৬১] ছবি অঙ্কনকারী বা চিত্র শিল্পীদের পরিণাম

রুবুবিয়্যাতের সান্নিধের ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর সীমালঙ্ঘন থেকে মুআহ্হিদ ব্যক্তিকে সতর্ক করার জন্য আলোচ্য অধ্যায়টি উল্লেখিত হয়েছে।

[৬১] অধিক কসম সম্পর্কে শরীয়াতের বিধান

মুআহ্হিদ ব্যক্তিকে ঈমান সংরক্ষণ ও মানুষের সাথে পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার মর্যাদা রক্ষার উপদেশ প্রদানের জন্য আলোচ্য অধ্যায়ের অবতারণা হয়েছে।

[৬২] আল্লাহ ও তার রাসূলের জিম্মাদারী সম্পর্কিত বিবরণ

'সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর নবীর জিম্মার প্রতি মুআহ্হিদ ব্যক্তি যেন সম্মান প্রদর্শন করে' মর্মে আলোচ্য অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[৬৪] আল্লাহর ইচ্ছাধীন বিষয়ে কসম করার পরিণতি

বান্দার প্রতি রহমতের দরজা বন্ধের মাধ্যমে রুবুবিয়্যাতের সান্নিধ্যের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন থেকে মুআহ্হিদ ব্যক্তিকে সতর্ক করার জন্য আলোচ্য অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[৬৫] আল্লাহর মাধ্যমে তার সৃষ্টির নিকটে সুপারিশ কামনা করা যায় না

সৃষ্টির পদ/মান/মর্যাদা কে স্রষ্টার থেকে উচ্চতর স্থাপন করার ক্ষেত্রে মুআহ্হিদ ব্যক্তিকে সাবধান করার জন্য আলোচ্য অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে।

[৬৬] রাসূল (সাঃ) কর্তৃক তাওহীদ সংরক্ষণ এবং শিরকের মূলোৎপাটন

শিরকের দিকে পৌঁছে দেয় প্রত্যেক এমন কথা/বাক্যাবলী থেকে মুআহ্হিদ ব্যক্তিকে সতর্ক করার জন্য এই অধ্যায়টি আনিত হয়েছে।

দশম: পরিশিষ্ট (১টি অধ্যায়)

[৬৭] আল্লাহ তায়ালার বাণী:﴿তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা নিরুপণ করতে পারেনি।﴾

আলোচ্য অধ্যায়টি মুআহ্হিদ ব্যক্তিকে এটি অবগত করার জন্য বর্ণিত হয়েছে যে, নিশ্চয়ই মুশরিকরা যারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা নিরুপন করতে পারেনি, তারা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেনি। সুতরাং, হে মুআহ্হিদ! তাদের পথ ও পন্থা থেকে সতর্ক থাক।

প্রথম: কিতাবুত তাওহীদের ভূমিকা (৫টি অধ্যায়)

এই গ্রন্থের ভূমিকা কেন উল্লেখিত হয়নি?

[১] কতিপয় অনুলিপি লেখকের নিকট থেকে ছুটে গেছে। তবে কিছু কিছু অনুলিপিতে বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও রাসূলের প্রতি দরুদ দৃশ্যিত হয়েছে।

[২] শিরোনাম দ্বারা প্রারম্ভই যথেষ্ঠ মনে করা হয়েছে। কেননা গ্রন্থের বিষয়বস্তুর উপর শিরোনাম রচিত হয়েছে, আর তা হলো তাওহীদ।

[৩] ইমাম বুখারী (রহঃ) এর অনুসরণে কেননা তিনিও তার গ্রন্থে ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেননি, এবং তিনি মানুষদেরকে কুরআন ও হাদীসের সাথে সংযুক্ত করতে চেয়েছেন।

[৪] গ্রন্থের প্রথম ৫ অধ্যায় ভূমিকার সাথে সংশ্লিষ্টপূর্ণ।

তাওহীদের সংজ্ঞা

আভিধানিক:তাওহীদ শব্দটি শব্দমূল, অর্থ:কোন বস্তুকে একক করা যখন তা একক এর জন্যই সৃষ্ট হয়।

শারয়ী: রুবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত ও আসমা ও সিফাত এর ক্ষেত্রে যা আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট তা এককরূপে তার জন্য সাব্যস্ত করা।

[১] তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ:

সৃষ্টি, রাজত্ব ও কর্তৃত্ব পরিচালনায় আল্লাহকে একক হিসেবে বিশ্বাস করা অথবা কার্যাবলিতে আল্লাহকে একক হিসেবে বিশ্বাস করা।

[২] তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ (এবাদত):

এককভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা অথবা ইবাদাত জাতীয় কার্যাবলিতে আল্লাহকে একক হিসেবে সাব্যস্ত করা।

[৩] তাওহীদুল আসমা ও সিফাত:

আল্লাহ তার কিতাবে অথবা রাসূলের ভাষ্য দ্বারা নিজেকে যে সমস্ত নামে নামকরন করেছেন এবং সমস্ত গুণাবলিতে বিশেষিত করেছেন, সে সমস্ত নাম ও গুণাবলিতে আল্লাহকে একক ও অদ্বিতীয় হিসেবে মেনে নেওয়া। আর তা হলো আল্লাহ নিজের জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন তা কোন ধরনের পরিবর্তন,পরিবর্ধন, রুপদান, সাদৃশ্য ছাড়াই তার জন্য সাব্যস্ত করা এবং নিজের থেকে যা প্রত্যাখ্যান করেছেন তাকোন ধরনের পরিবর্তন,পরিবর্ধন, রুপদান, সাদৃশ্য ছাড়াই তার জন্য প্রত্যাখ্যান করা।

তাওহীদ ব্যতীত আমলসমূহ গৃহিত হবে না। এবং আমাদেরকে তাওহীদপন্থী হওয়ার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাওহীদপন্থী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর এটিই ছিল সকল নবীদের দাওয়াতের বিষয়বস্তু। তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকরণের অর্থ হচ্ছে, শিরকে পতিত হওয়া থেকে বাঁধা দেওয়া এবং এটিই হচ্ছে অধিক ছওয়াব অর্জনের অন্যতম কারণ।

ইবাদাত ২টি বিষয়ের উপর প্রায়গিক:

[১] আমেল (কর্তা):তাআব্বুদ (ইবাদাত করা) এর অর্থ হলো,ভালবাসা ও সম্মানের সহিত নির্দেশসমূহ পালন এবং নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট অবনত হওয়া।

[২] আমল: যার দ্বারা ইবাদাত করা হয়; ইবাদাত একটি ব্যাপক অর্থবোধক নাম যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা ও কাজ। (ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) এর বানী)

[১] তাওহীদের অপরিহার্যতা

মানুষদেরকে কুরআন ও সুন্নাহের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য সম্মানীত গ্রন্থকার (রহঃ) এই অধ্যায়ের নামকরণ করেননি। এবং যে সমস্ত দলীলগুলি উল্লেখ করেছেন সেগুলি তাওহীদের অপরিহার্যতার উপর প্রমান বহন করে। সুতরাং আমরা তাওহীদের অপরহির্যতা নামে এই অধ্যায়ের নামকরণ করতে পারি।

প্রথম দলীল:

আল্লাহ তায়ালার বাণী:﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

আমি জ্বীন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদাত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি। (সূরা আয যারিয়াত-৫৬)

- **لِيَعْبُدُونِ**: যেন তারা তাওহীদপন্থী হয় অথবা আদিষ্ট বিষয় পালন এবং বারণকৃত বিষয়কে পরিত্যাগ মাধ্যমে আমার (আল্লাহর) নিকট আনুত্যের সহিত অবনত হয়। (কুরআনে বর্নিত সকল ইবাদাত এর অর্থই হচ্ছে তাওহীদ, আর এটি হচ্ছে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর উক্তি)

- আয়াতের অর্থ: আমি মানুষ ও জ্বীনকে একমাত্র আমার ইবাদাত ছাড়া আর অন্য কোন জিনিসের জন্য সৃষ্টি করিনি।

দ্বিতীয় দলীল:

আল্লাহ তায়ালার বাণী:﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

আর আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে এই মর্মে রাসূল প্রেরন করেছি যে,তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাগুতকে বর্জন করো। (সূরা আন নাহল-৩৬)

- এই আয়াতে তিনটি তা'কীদবহ (দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্নকরণ) শব্দ দ্বারা তা'কীদ করা হয়েছে: [১] উহ্য শপথ, [২] লাম, [৩] ক্বদ।

- আলোচ্য আয়াতে তাওহীদের দিকে দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে সকল রাসূলকে মতৈক্য করা হয়েছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা এই কারণেই তাদেরকে প্রেরণ করেছিলেন।

উম্মাহ শব্দটি কুরআনে চারটি অর্থে ব্যবহার হয়

১-দল	যেমনিভাবে এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।
২-ইমাম	নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর হুকুম পালনকারী এক ইমাম। (সূরা নাহল-১২০)
৩-জাতি	বরং তারা বলে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি এক জাতি হিসেবে। (সূরা যুখরুফ-২২)
৪-সময় বা কাল	দুজন কারারুদ্ধের মধ্য থেকে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পর স্মরণ হলো। (সূরা ইউসুফ-৪৫)

● **وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ:** অর্থ্যাৎ তাগুত থেকে এমনভাবে দূরে থাক যেন তোমরা এক প্রান্তে আর তাগুত আরেক প্রান্তে।

● তাগুত এর সংজ্ঞায় যা বলা হয়েছে তার সমন্বিতরুপ যা ইবনুল কাইয়ুম (রহঃ) উল্লেখ করেছেন,**বান্দা মাতবু অথবা মাবুদ অথবা মুতা' এর ক্ষেত্রে তার পরিসীমাকে অতিক্রম করা**। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্যে হচ্ছে, যে ব্যক্তি এর উপর সন্তুষ্টি থাকবে।

[১] **মাতবু':** যেমন, গণক, যাদুকর, মন্দ বিষয়ে জ্ঞানী।

[২] **মাবুদ:** যেমন,প্রতিমা।

[৩] **মুতা':** যেমন, আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া শাসকগণ।

●আলোচ্য আয়াত তাওহীদের উপর প্রমান বহন করে। নিশ্চয় আল্লাহ ছাড়া যে সমস্ত মূর্তির ইবাদাত করা হয়,সব তাগুতের অন্তর্ভূক্ত।

●দুটি রুকন ছাড়া তাওহীদ পূর্ণ হয়না, আর তা হলো নাফী (না বোধক) ও ইছবাত(হ্যাঁ বোধক): যেহেতু নাফি (না সূচক) সম্পূর্ণরুপে না বোধক এর উপর প্রমাণ কওে পক্ষান্তরে ইছবাত (হ্যাঁ সূচক) তার মধ্যে কাউকে সংযুক্ত হতে বাঁধা দেয় না। যেমন; (যায়েদ দন্ডায়মান) বাক্যটি যায়েদের দাড়ানো সাব্যস্ত হওয়ার প্রতি প্রমাণ করে। তবে তা একক দাড়ানোর উপর প্রমাণ করে না। (কেউ দন্ডায়মান হয়নি) এটি নিখাদ না বোধক। সুতরাং যায়েদ ছাড়া কেউ দন্ডায়মান হয়নি এটিই হচ্ছে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে তাওহীদ। কেননা এটি হ্যাঁ বোধক ও না বোধক উভয়কেই শামিল করেছে।

রাসূলগণ প্রেরণের হিকমত (রহস্য):

[১] দলীল প্রতিষ্ঠাকরণ: সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি,যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। (সূরা নিসা-১৬৫)

[২] রহমত: আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরুপই প্রেরণ করেছি। (সূরা আম্বিয়া-১০৭)

[৩] আল্লাহর দিকে পৌছার রাস্তার বর্ণনা দেওয়া।

তৃতীয় দলীল:

আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾

আর তোমার প্রতিপালক এ নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে, আর পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে উহ শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বলো তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা। (সূরা বানী ইসরাইল-২৩)

- **أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ** :(তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবেনা): এটিই নাফী (না-সূচক) ও ইছবাত (হ্যাঁ-সূচক) অন্তর্ভূক্তকরণের মাধ্যমে তাওহীদের পরিচায়ক।

আল্লাহর ফয়সালা ২ ধরণের:

[১] শারয়ী ফয়সালা:

শুধুমাত্র আল্লাহর পছন্দনীয় বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে।

সংঘটন হওয়া ও না হওয়া উভয়টিই বৈধ রয়েছে। ﴾আর তোমার প্রতিপালক এ নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে। সূরা বানী ইসরাইল-২৩﴿ আলোচ্য আয়াতে কাযা শব্দের অর্থ, বিধান প্রবর্তন করেছেন অথবা ওসিয়ত করেছেন।

[২] কাওনী ফয়সালা:

আল্লাহর পছন্দ ও অপছন্দ উভয় বিষয়ের মধ্যেই বিদ্যমান থাকবে।

এবং এটি সংঘটন হওয়া আবশ্যক। ﴾আমি বনী ইসরাইলকে কিতাবে পরিষ্কার বলে দিয়েছি যে, তোমরা পৃথিবীর বুকে দু'বার অনর্থ সৃষ্টি করবে। সূরা বানী ঈসরাইল-৪﴿ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ফাসাদ আল্লাহ শরীয়াত সিদ্ধ করেননি এবং পছন্দও করেন না।

যা আল্লাহ পছন্দ করেন না, তার ফয়সালা তিনি কিভাবে করতে পারেন?

অন্যের জন্য পছন্দনীয় বস্তু কখনও কখনও নিজের জন্য অপছন্দনীয় হয়। তবুও হিকমত ও কল্যাণের জন্য অন্যের জন্য পছন্দ করতে হয়। তখন এক দৃষ্টিকোন থেকে তা পছন্দনীয় হয় ও অন্য দৃষ্টিকোন থেকে তা অপছন্দনীয় হয়।

উদাহরণস্বরুপ: বনী ইসরাইলের যমীনের মধ্যে ফাসাদ (কলহ-বিবাদ) সৃষ্টি করা আল্লাহর নিকট তার সত্ত্বাগত দৃষ্টিকোন থেকে অপছন্দনীয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা ফাসাদ (কলহ) ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীকে পছন্দ করেন না। কিন্তু এর মধ্যে হিকমত নিহিত থাকার কারনে আল্লাহ তায়ালার নিকটে অন্য দৃষ্টিকোন থেকে পছন্দনীয় হয়েছে। অনরুপভাবে দর্ভিক্ষ, অনর্বরতা, অসস্তুতা, দরিদ্রতা।

পছন্দনীয় বস্তু ২ ভাগে বিভক্ত:

[১] নিজের জন্য পছন্দনীয়: আর তা হলেন আল্লাহ।

[২] অপরের জন্য পছন্দনীয়: ঔষধ, যা আরোগ্য লাভের জন্য পছন্দনীয়।

উবুদিয়্যাহ (ইবাদাত) ৩ ভাগে বিভক্তঃ

আম্মাহ (সাধারণ/ব্যাপক):

আর তা হলো রুবুবিয়্যাতের (প্রভুত্ব) ইবাদাত/দাসত্ব, (বশীভূত ইবাদাত/দাসত্ব) আর এটি হচ্ছে সকল সৃষ্টির জন্য, আল্লাহ তায়ালা বলেন: ﴾নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে কেউ নেই যে, দয়াময় আল্লাহর কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না। (সূরা মারয়াম-৯৩)﴿

এর মধ্যে কাফেররাও অন্তর্ভূক্ত।

খাস্সাহ (নির্দিষ্ট):

এটি হলো সাধারণ আনুগত্যের মাধ্যমে ইবাদাত/দাসত্ব করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন: ﴾রহমান এর বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে। সূরা ফুরক্বান-৬৩)﴿ প্রত্যেক যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়াত অনুযায়ী তার ইবাদাত করবে তারা এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

খাস্সাতুল খাস্সাহ (নির্দিষ্টর মধ্যে বিশেষতর):

রাসূলগণের (আঃ) ইবাদাত/ দাসত্ব (আর এটি হচ্ছে ইবাদাতের অধিক পূর্ণতর স্তর), আল্লাহ তায়ালা বলেন:﴾ পরম কল্যাণময় তিনি যিনি তার বান্দার প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতির্ণ করেছেন। সূরা ফুরক্বান-১)﴿ কেননা ইবাদাতের ক্ষেত্রে রাসূলদের সাথে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না।

চতুর্থ দলীল:

আল্লাহ তায়ালার বাণী:﴾ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴿

আর তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তার সাথে কোন কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করো না। (সূরা আন নিসা-৩৬)

● شَيْئًا : শব্দটি না বোধকের ধারা অনুসারে অনির্দিষ্ট বিশেষ্য, আর এটি প্রতিটি বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করেছে: কোন নবী, কোন ফেরেশতা, কোন ওলী এমনকি দুনিয়াবী কোন বিষয়ের ক্ষেত্রেও: আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করো না।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ দলীল:

[৫] আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾

বলুন তোমরা এসো, তোমাদেও রব তোমদের জন্য যা হারাম করেছেন তা পড়ে শুনাই।(তা হচ্ছে) তোমরা কোন কিছুকে তার সাথে অংশীদার করবে না। (সূরা আনআম-১৫১-১৫৩)

[৬] ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, (من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: { قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا } [الأنعام:١٥١] إلى قوله: { وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا } [الأنعام:١٥٣]) الآية

যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সাঃ) -এর মোহরাঙ্কিত অসিয়ত দেখতে চায়, সে যেন আল্লাহ তায়ালার এ বানী পড়ে নেয়, বলুন! তোমরা এসো, তোমাদের রব তোমদের জন্য যা হারাম করেছেন তা পড়ে শুনাই।(তা হচ্ছে) তোমরা কোন কিছুকে তার সাথে অংশীদার করবে না । আর এটাই হচ্ছে আমার সরল, সোজা পথ।(সূরা আনআম-১৫১-১৫৩)

- সিরাত (পথ) নিম্নোক্ত বিষয়গুলির সাথে সম্পৃক্ত:

১.আল্লাহ; কেননা তার দিকেই গন্তব্যস্থল, আর তিনিই তো সেই যিনি এই সিরাতকে (পথ) বান্দাদের জন্য বানিয়েছেন;(আর এটাই হচ্ছে আমার সরল, সোজা পথ)

২.তার পথ অবলম্বনকারী; কেননা তারাই তো তার পথ অনুসরণকারী। আর মুক্তিপ্রাপ্ত দল একটিই,অসংখ্য নয়। আর অবশিষ্ট সকল দল বিভক্ত/ছিন্নভিন্ন; ﴿ সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। সূরা ফাতিহা-৬﴾

আলোচ্য আয়াগুলিতে ১০ টি ওসিয়ত অন্তর্ভূক্ত রয়েছে:

প্রথম আয়াত (৫টি ওসিয়ত)

[১] আল্লাহ তায়ালার তাওহীদ।

[২] পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যহার।

[৩] আমরা আমাদের সন্তানকে হত্যা করব না।

[৪] আমরা অশ্লীলতার নিকটবর্তী হবো না।

[৫] অন্যায়ভাবে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করব না।

দ্বিতীয় আয়াত (৪টি ওসিয়ত)

[৬] আমরা এতিমের মালের নিকটবর্তী হবোনা; তবে উত্তম পন্থায় যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। (সাবালক হওয়ার পূর্বেই যার বাবা মারা গেছে তাকে এতিম বলা হয়)।

[৭] যখন কথা বলব তখন ন্যায়সঙ্গতভাবে কথা বলব।

[৮] আমরা ওজন ও মাপ পূর্ণ করব ন্যায়সহকারে।

[৯] আমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করব।

তৃতীয় আয়াত (১টি ওসিয়ত):

[১০] ﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِ﴾:হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সাঃ) একটি সরল সোজা রেখা অঙ্কন করলেন। অতঃপর বললেন, এটা হলো আল্লাহর পথ। অতঃপর ঐ রেখার ডানে ও বামে কিছু রেখা অঙ্কন করলেন, অতঃপর বললেন: এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন পথ। আর প্রত্যেক পথেই শয়তান তার দিকে আহ্বান করছে। অতঃপর আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করলেন।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক সংযোজন

আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন (নিরপরাধ)

[১] মুসলিম

[২] জিম্মী (ইসলামী রাষ্ট্রে জিযিয়া করদাতা অমুসলিম নাগরিক)।

[৩] মৈত্রী-চুক্তিবদ্ধ (আমাদের ও তাদের মাঝে মৈত্রী-চুক্তি)।

[৪] নিরাপত্তাকামী (যাকে আমরা নিরাপত্তা প্রদান করব)।

﴾আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার্য দেই। সূরা আনআম-১৫১)﴿ পিতামাতার রিযিকের আলোচনা দিয়ে আলোচ্য আয়াতে রিযিকের কথা আরম্ভ করা হয়েছে। কেননা দরিদ্রতা তাদের জন্য লব্ধ হয়। এবং সূরা বনী-ঈসরাইলের মধ্যে পিতা-মাতার রিযিকের পূর্বে সন্তানদের রিযিক এর কথা দ্বারা রিযিকের আলোচনা শুরু করা হয়েছে। ﴾আমি তাদেরকে ও তোমাদেরকে আহার্য দেই।﴿ কেননা তারা ধনী কিন্তু দরিদ্র হয়ে যাবার ভয় করে।

যাকে হত্যা করা শরীয়াত সিদ্ধ:

[১] হত্যার বিনিময়ে হত্যা।

[২] বৃদ্ধ যিনাকারী।

[৩] জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দ্বীন পরিত্যাগকারী।

পূর্ণ সাবালকের লক্ষণ, যখন তার উপর ইসলামের বিধিবিধান আরোপিত হয়:

[১] পনের বছর পূর্ণ হওয়া।

[২] নাভীর নিচের চুল উদগত হওয়া।

[৩] বীর্য বের হওয়া

মেয়েদের ক্ষেত্রে ঋতুবর্তী হওয়া সংযোজিত হবে।

وصية: অর্থ, অঙ্গীকার। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্যতীত অঙ্গীকার কখনও ওসীয়ত হয় না।

রাসূল (সাঃ) ওসিয়ত না করা সত্ত্বেও ইবনে মাসউদ (রাঃ) কেন বললেন এই আয়াত রাসূল (সাঃ) এর ওসিয়ত?

[১] কেননা তিনি পর্যবেক্ষন করেছেন, নিশ্চয়ই এই আয়াতগুলির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন অন্তর্ভূক্ত আছে। আর এগুলি হচ্ছে মর্যাদাপূর্ণ আয়াত

[২] কেননা এটি আল্লাহর ওসিয়ত ﴿তোমাদেরকে এ ওসিয়ত করেছেন। সূরা আনআম-১৫৩)﴾ আর রাসূল (সাঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রচারকারী।

চতুর্থ দলীল:

ِنْ مُعَاذٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ، فَقَالَ " يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ ". قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ " فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ". فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلاَ أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ " لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا ".

মুয়ায (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উফাইর নামক একটি গাধার পিঠে আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পেছনে আরোহী ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে মুয়ায, তুমি কি জানো বান্দার উপর আল্লাহর হক কি? এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক কি? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, বান্দার উপর আল্লাহর হক হল, বান্দা তার ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হল, তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক না করলে আল্লাহ তাঁকে শাস্তি দিবেন না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি লোকদের এ সুসংবাদ দিব না? তিনি বললেন, তুমি তাদের সুসংবাদটি দিও না, তাহলে লোকেরা (এর উপরই) নির্ভর করে বসবে।

● أ تَدْرِي :আগ্রহ বাড়ানোর জন্য প্রশ্ন, যাতে অন্তর আরো বেশি মনোযোগী হয়। আর এটি হচ্ছে শিক্ষা দেওয়ার সর্বোত্তম পন্থা।

● حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ : বান্দা কখনই কোন কিছুকে আবশ্যক করতে পারে না।বরং আল্লাহ তায়ালা এর অনুগ্রহ স্বরুপ স্বয়ং আবশ্যক করে নেন।

● أَبَشِّرُ : আল বাশারাহ: আনন্দদায়ক সংবাদ প্রদান করা। তবে কখনও কখনও কষ্টদায়ক সংবাদ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

● لاَ تُبَشِّرْهُمْ : অর্থ্যাৎ, তাদেরকে সংবাদ দিও না।

● হাদীসে তাওহীদের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, আর তা হলো আল্লাহর আযাব থেকে প্রতিবন্ধকতা।

● এর মধ্যে আরো উল্লেখিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক স্থাপন করবে না, তাকে আল্লাহ তায়ালা শাস্তি দিবেন না। আর পাপিষ্ট ব্যক্তি তাওহীদ প্রতিষ্টা করার মাধ্যমে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। আর রাসূল (সাঃ) এই সংবাদ মানুষকে দিতে নিষেধ করেছেন। যাতে মানুষেরা কাম্য বিষয় প্রতিষ্টা করা ছেড়ে দিয়ে এই সুসংবাদ এর উপর নির্ভর না করে। কেননা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা পাপকাজ থেকে বেঁচে থাকাকে আবশ্যক করে। কারণ পাপপচার প্রবৃত্তি থেকে উদ্ভূত হয়,আর এটিই হচ্ছে শিরক এর একটি প্রকার।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত মাসআলাসমূহ জানা যায়:

(এই মাসআলাগুলি কিতাবুত তাওহীদের অন্তর্গত নয়। গ্রন্থকার এগুলিকে গ্রন্থের ব্যাখার মত রচনা করেছেন। এবং ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ট, কেননা তিনি এগুলির উদ্দেশ্যে সম্পর্কে ভাল অবগত থাকবেন। সুতরাং এগুলির প্রতি গভীর মনোযোগ একান্ত কাম্য।

১। জ্বীন ও মানবজাতি সৃষ্টির রহস্য। (তাওহীদ খাদ্যদ্রব্য ও সম্ভোগ এর মাধ্যমে উপভোগের বিষয় নয়।)

২। ইবাদতই হচ্ছে তাওহীদ। কারন এটা নিয়েই বিবাদ ও দ্বন্দ্ব। (অর্থ্যাৎ কুরাইশ ও রাসূল (সাঃ) এর মাঝে দ্বন্দ, যে ইবাদাত তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা বাতিল।)

৩। যার তাওহীদ ঠিক নেই, তার ইবাদাতও ঠিক নেই। এ কথার মধ্যে ﴿আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তার ইবাদাত করো না﴾ -এর অর্থ নিহিত আছে।

৪। রাসূলগণকে প্রেরণ করার রহস্য। (একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা ও তাগুতের ইবাদাত থেকে বেঁচে থাকা)।

৫। সকল উম্মাতই রিসালাতের আওতাধীন ছিল। (অর্থ্যাৎ দল)

৬। সকল নবীর দ্বীন এক ও অভিন্ন। (মূল দ্বীন এক, তবে আমলী শরীয়াত স্থান, কাল ও উম্মাতের ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন রকম)।

৭। মূল কথা হচ্ছে,তাগুতকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদাত সম্পন্ন হবে না এতেই রয়েছে আল্লাহর বাণী, ﴾ অতঃপর যে তাগুতকে অস্বীকার করল﴿ (এবং একে বড় করল; কেননা অধিকাংশ মানুষ এ ব্যাপারে অজ্ঞ। যে শিরক কুফর ও লানত এর মধ্যে কিছু সম্পাদন করবে তার উপর ঢালাওভাবে এ ধরনের পরিভাষা ব্যবহার বৈধ নয়। কেননা এ ব্যাপারে এই হুকুম ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এই হুকুম প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু কারন ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।)

৮। আল্লাহ ব্যতীত যারই ইবাদাত করা হয় তাকেই তাগুত বলা হয়।

৯। সালাফে সালেহীনের নিকট সূরায়ে আনআমের তিনটি সুস্পষ্ট আয়াতের উচ্চ মর্যাদা কথা জানা যায়, যাতে রয়েছে দশটি বিষয়। প্রথমটি হলো শিরকের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা।

১০। সূরা ইসরার কতগুলো মুহকাম আয়াত রয়েছে এবং তাতে আঠারটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে, যা আল্লাহ শুরু করেছেন- ﴾আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে উপাস্য সাব্যস্ত করোনা, নইলে তুমি নিন্দিত লাঞ্চিত হয়ে বসে থাকবে।﴿ আর শেষ করেছেন- ﴾আর তুমি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে উপাস্য স্থির করো না, করলে তুমি নিন্দিত ও আল্লাহর অনুগ্রহ হতে দূরীভূত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।﴿ দিয়ে এ বিষয়গুলির উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে সতর্ক করে আল্লাহ বলেছেন। ﴾এটি এমন হিকমতের অন্তর্ভূক্ত যা আপনার প্রভূ আপনার নিকট প্রত্যাদেশ করেছেন।﴿

১১। সূরা নিসার 'আল হুকুকুল আশারা'(বা দশটি হক) নামক আয়াতে কথা জানা গেল। যার সূচনা হয়েছে আল্লাহ তায়ালার বাণী, ﴾ তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো , আর তার সাথে কাউকে শরীক করো না।﴿ (হক্বসমূহের মধ্য থেকে অধিকতর হকদার হচ্ছে আল্লাহর হক।)

১২। রাসূল (সাঃ) এর অন্তিমকালের অসিয়তের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন। (তবে বাস্তবিকপক্ষে তিনি ওসিয়ত করেননি,বরং তিনি এই দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমরা যখন আল্লাহর কিতাবকে আঁকড়ে ধরব, তখন আমরা আর পথভ্রষ্ট হবো না)

১৩। আমাদের উপর আল্লাহর হক্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া । (আর তা হলো, আমরা একমাত্র তার ইবাদাত করব ও তার সাথে আর কাউকে শরিক করব না।)

১৪। বান্দা আল্লাহর হক্ব আদায় করেলে সে কি হক্ব বা অধিকার লাভ করবে তা জানা। (যখন তার মর্যাদার হক আদায় করবে।)

১৫। অধিকাংশ সাহাবীই এ বিষয়টি জানতেন না। (আর এই কারনেই অধিকাংশ সাহাবীর মৃত্যুর পর মুআয (রাঃ) তার মৃত্যুর সময় তিনি ইলম গোপন থেকে বাঁচার জন্য এই সংবাদটি/হাদীসটি প্রকাশ করেন। আর মানুষেরা এর উপরেই নির্ভর করে আমল থেকে বিরত থাকবে মর্মে রাসূল (সাঃ) ভয় করেছিলেন এবং রাসূল (সাঃ) থেকে সাধারনার্থে গোপন রাখার ব্যাপারটি বর্নিত হয়নি, কেননা রাসূল (সাঃ) যদি গোপন রাখার ইচ্ছা করতেন তাহলে মুআয (রাঃ) ও অন্যান্যদেরকে এ ব্যাপারে অবহিত করতেন না।।

১৬। কল্যাণের স্বার্থে ইলম (জ্ঞান) গোপন রাখার বৈধতা। (তবে এটা ব্যাপকার্থে বৈধ নয়)।

১৭। মুসলমানকে আনন্দদায়ক সুসংবাদ দেয়া মুস্তাহাব। (এটি হচ্ছে সর্বোত্তম উপকারিতা)।

১৮। আল্লাহর দয়ার ব্যাপকতার কথা শুনে আমল বিমুখ হয়ে পড়ার আশংকা। (অনুরুপভাবে আল্লাহর কঠোরতার কথা শুনে হতাশা হয়ে যাওয়া)।

১৯। জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি যে বিষয়ে জানে না সে বিষয়ে (আল্লাহ ও তার রাসূলই অধিক জানেন) বলা। (রাসূল (সাঃ) এর জীবদ্দশায় ও রাসূল (সাঃ) কর্তৃক কৃত শারয়ী নির্দেশনার ক্ষেত্রে এমন বলা হতো।)

২০। ঢালাওভাবে সকলকে ইলম না শিখিয়ে বিশেষভাবে কতিপয় লোক কে শেখানোর বৈধতা।

২১। গাধার পিঠে সফরসঙ্গী করার মাধ্যমে মহানবী (সাঃ) এর বিনয় প্রকাশ।

২২। একই পশুর পিঠে একাধিক ব্যক্তি আরোহণের বৈধতা। (তবে শর্ত হচ্ছে যে, গাধার উপর যেন কষ্টকর না হয়ে যায়।)

২৩। মুয়ায বিন জাবালের মর্যাদা।

২৪। আলোচিত বিষয়টির মর্যাদা ও মহাত্ম্য।

[২] তাওহীদের মর্যাদা ও তাওহীদের ফলে যে সকল পাপ মোচন হয়

শয়তান অন্তরে যা ঢুকিয়ে দেয় তার বিপরীতে আগ্রহান্বিতকরণের জন্য গ্রন্থকার (রহঃ) এই অধ্যায়টি উল্লেখ করেছেন। ওয়াজিব অবিদ্যমানতায় কোন বিষয়ের ফযীলত সাব্যস্ত করা আবশ্যক নয়। বরং ফযীলত হচ্ছে তার ফলাফল ও পরিণাম। যেমন,জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা।

প্রথম দলীল:

আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ﴾

﴾যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানকে যুলুম (শিরক)-এর সাথে মিশ্রিত করেনি তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা। তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত। সূরা আনআম-৮২﴿

- **ولَمْ يَلْبِسُوا** :তারা মিশ্রিত করে নি। **بِظُلْمٍ**: এই স্থানে যুলম হচ্ছে, যা ঈমানের বিপরীত। আর তা হলো শিরক।
- مُّهْتَدُونَ হেদায়াতপ্রাপ্ত): ২ স্থানে: [১] দুনিয়ায়: ইলম ও আমল দ্বারা আল্লাহর শরীয়াতের দিকে [২] আখিরাতে: জান্নাতের দিকে।
- তাওহীদের ফযীলত সমূহের অন্যতম ফযীলত হচ্ছে, দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তার স্থায়িত্ব।

দ্বিতীয় দলীল:

وَعَن عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَهِدَ أَنَّ لاَ إِلٰه إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ورُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الجَنَّةَ حَقٌّ، وَالنَّارَ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ وفي رواية لمسلم: مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلٰهَ إلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ النَّارَ

উবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোনো উপাস্য নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, আর মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং ঈসা আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল, আর তাঁর বাণী যা তিনি মারয়্যামের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন এবং তাঁর (পক্ষ থেকে সৃষ্ট) রূহ। আর জান্নাত সত্য ও জাহান্নাম সত্য। তাকে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন; তাতে সে যে কর্মই করে থাকুক না কেন।(বুখারী ও মুসলিম)

তৃতীয় দলীল:

সাহাবী ইতবানের হাদীসে বর্ণিত আছে, ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি সংকলন করেছেন,

فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ "

আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন, যে বলে: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ কামনা করে।

- **شَهِدَ**: আশ শাহাদাত (সাক্ষ্য): মুখে স্বীকৃতি দেওয়া, অন্তরে বিশ্বাস করা ও অঙ্গ প্রতঙ্গের মাধ্যমে সত্যায়ন করা।
- أَنَّ لاَ إِلٰه إلاَّ اللهُ : আল্লাহ ছাড়া এমন কোন মা'বুদ নেই যে ইবাদাত পাওয়ার হকদার।
- وَحْدَهُ : হ্যাঁ-সূচককে দৃঢ়করণের জন্য। **لاَ شَرِيكَ لَهُ**: আল্লাহর জন্য যা নির্দিষ্ট তা অন্য কারো জন্য না-সূচককে দৃঢ় করণের জন্য।

● وَأَنَّ مُحَمداً : শেষ নবী মহাম্মদ বিন আব্দুল মুত্তালিব আল কুরশী আল হাশেমী।

● عَبْدُهُ : অর্থ্যাৎ, [১] আল্লাহর সাথে শরীক নয়। [২] সৃষ্ঠির মধ্যে সর্বোত্তম বান্দা।

● ورَسُولُه :তার নিকট যা ওহী করা হয়েছে তা নিয়ে প্রেরিত। আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপকারী নন। এই শাহাদাত (সাক্ষ্যবাণী) এর বাস্তবায়নের অবসান ঘটবে নিম্লোক্ত কার্যাদির মাধ্যমে: [১] অবাধ্য কর্ম সম্পাদন করা বা পাপচার করা। [২] দ্বীনের মধ্যে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা।

● 'মাআসি' তথা অবাধ্য কর্ম ব্যাপাকার্থে বর্ণিত হলে আমরা তাকে শিরক হিসেবে গণ্য করব, আর খাস (নির্দিষ্ট সংখ্যক) অর্থে ব্যবহৃত হলে নিম্লোক্ত ভাগে বিভক্ত হবে: [১] শিরকে আকবার [২] শিরকে আসগার [৩] বড় পাপ [৪] ছোট পাপ।

● عِيسَى عَبْدُ اللهِ : নাসারাদের বিশ্বাস ও উক্তিকে খন্ডন। وَرَسُولُهُ : ইয়াহুদিদের বিশ্বাস ও উক্তিকে খন্ডন। আমরা তার রিসালাতের এর উপর ঈমান আনব। তবে যেহেতু তার শরীয়াতের সাথে আমাদের শরীয়াত ভিন্নতর হয়েছে, তাই তার আনুগত্য করা আমাদের জন্য আবশ্যক নয়। আমাদের পূর্ববর্তীদের শরীয়াতের অবস্থাসমূহ:

١- তাদের শরীয়াত আমাদের শরীয়াতের বিপরীত হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের শরীয়াতের উপর আমল করব।
٢- তাদের শরীয়াত আমাদের শরীয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। তখন আমরা আমাদের শরীয়াতের অনুসারী।
٣- আমাদের শরীয়াতে তাদের শরীয়াতের কিছু অংশ উহ্য থাকতে পারে। আর এটাই আমাদের জন্য শরীয়াত।

● ঈসা (আঃ) কে কেন্দ্র করে মানুষেরা ৩ ভাগে বিভক্ত:

١- চরমপন্থী: যেমন: ইয়াহুদিরা, তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, এবং তাকে ও তার মাকে তিরষ্কার করে। তার নবুওতকে অস্বীকার করে। এমনকি তাকে হত্যার সিদ্বান্ত দেয়।
٢- আতিশয্য পন্থী :যেমন: নাসারারা, তারা তাকে আল্লাহর সন্তান বলে ও তাকে তিন জনের তৃতীয় জন মনে করে এবং তাকে ইলাহরুপে গ্রহণ করেছে।
٣- মধ্যমপন্থী : আমরা সাক্ষ্য দেই যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, তার মা সত্যবাদী, তিনি সতীত্ব রক্ষাকারিনী কুমারী নারী, তিনি (ঈসা আঃ) আল্লাহর নিকটে আদম (আঃ) এর মত, তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে,অতঃপর বলা হয়েছে, হও! তিনি হয়ে গেছেন।

● وَكَلِمَتُهُ :তিনি কালিমা (কথা) দ্বারা সৃষ্ট হয়েছেন। তবে ঈসা (আঃ) আল্লাহর কালিমা নয়। কেননা কালাম হচ্ছে আল্লাহর সিফাত (গুণ)।

● وَرُوحٌ مِنْهُ : আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের মধ্যে একটি সৃষ্টি। সম্মান ও মর্যাদার জন্য আল্লাহর দিকে সংযুক্ত করা হয়েছে।

● أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ : জান্নাতে প্রবেশ ২ ধরনের:

١- যে ব্যক্তি আমল পরিপূর্ণ করবে সে কোন শাস্তির সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই পরিপূর্ণরূপে জান্নাতে প্রবেশ।
٢- যে ব্যক্তি আমল অপূর্ণ করবে সে শাস্তি প্রাপ্ত হওয়ার পর অসম্পূর্ণরূপে জান্নাতে প্রবেশ।

● قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ : নিম্নোক্ত দলীল দ্বারা ইখলাসকে শর্ত করা হয়েছে يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ .

● আলোচ্য হাদীসে ২ দলকে সমুচিত জবাব দেওয়া হয়েছে:

١- মুরজিয়াহ: যারা আমল ও ইখলাস ছাড়া শুধুমাত্র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মুখে বলাকেই যথেষ্ঠ মনে করে।
٢- খাওয়ারেজ: যারা বলে যে, কবীরা গুনাহকারী কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী ।

আল্লাহ যা নিজের দিকে সংযুক্ত করেছেন:

স্বয়ং সম্পাদিত ইযাফাতে আ'য়ান (দৃশ্যমান সংযুক্তি) ,আর এ এটি সৃষ্টির সাথেও সম্পৃক্ত: ﴿আল্লাহর উষ্ট্রী। সূরা শামস-১৩﴾ আর এটি সৃষ্টি স্রষ্টার দিকে সংযুক্ত অধ্যায়ের অন্তর্ভূক্ত। প্রত্যেক দৃশ্যমান সত্ত্বা সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহর থেকে পৃথক।

ইযাফাতে আওসাফ (গুনবাচক সংযুক্তি) যা দৃশ্যিত সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত নয়: ﴿আমি স্বহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি। সূরা সাদ-৭৫﴾। এটা সিফাতকে (বিশেষণ) মাওসুফ (বিশেষিত) এর সাথে সংযুক্তকরণ অধ্যায়ের অন্তর্ভূক্ত।

ইযাফাতে আম্মাহ (সাধারণ সংযুক্তি): আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴿আমার পৃথিবী প্রশস্ত। সূরা আনকাবুত-৫৬﴾

ইযাফাতে তাশরীফ (সম্মাননা সংযুক্তি): আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴿এবং রুহ তারই কাছে থেকে আগত। সূরা নিসা-১৭১﴾

চতুর্থ ও পঞ্চম দলীল:

عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم :"قال موسى صلّى الله عليه و سلّم : يا رب علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع و عامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله" (صحّحه الحاكم و ضعّفه الألباني)

[৪] আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন: মূসা (আঃ) বলেছিলেন, হে আমার রব! আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা দ্বারা আমি আপনাকে স্মরণ করব এবং আপনাকে ডাকব। আল্লাহ বললেন হে মূসা! তুমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বল। মূসা (আঃ) বললেন, আপনার সকল বান্দাই তো এটা বলে। তিনি বললেন,আমি ব্যতীত সপ্তাকাশে যা কিছু আছে তা, আর সাত জমিনকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কে অন্য পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে লা ইলা্হা ইল্লাল্লাহ এ পাল্লাই বেশি ভারী হবে।(ইবনে হিব্বান ও হাকেম। ইমাম হাকেম এটিকে সহীহ বলেছেন)

[৫] তিরমিযীতে বর্নিত হয়েছে। তিনি এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন।

أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " قَالَ اللَّهُ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً "

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন: হে আদম সন্তান! তুমি যদি সম্পূর্ণ পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়েও আমার নিকট আস এবং আমার সঙ্গে কাউকে অংশীদার না করে থাক, তাহলে তোমার কাছে আমিও পৃথিবী পূর্ণ ক্ষমা নিয়ে হাযির হব।

● لا إله إلا الله : এই বাক্যটি দুআকে অন্তর্ভূক্তকারী জিকর। কেননা যিকিরকারী যিকির এমাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। আর এটিই হলো জান্নাতের চাবি। কিন্ত যে ব্যক্তি এমন চাবি নিয়ে আসবে যার খাঁজ নেই, সে খুলতে সক্ষম হবে না। সুতরাং চাবির জন্য শর্ত হচ্ছে চাবির খাঁজ বিদ্যমান থাকা।

● بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً : উত্তম তাওহীদের প্রতিদান হচ্ছে, যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শিরক মুক্ত অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তিনি তার বড় বড় পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর ক্ষমা হচ্ছে পাপের আবরণ ও পাপের মার্জনা।

মাসআলা সমূহ:

১। আল্লাহর অনুগ্রহের ব্যাপকতা।

২। আল্লাহর নিকট তাওহীদের অপরিসীম সওয়াব।

৩। তাওহীদের কারনে অন্যান্য পাপরাশি মোচন হয়।

৪। সূরা আনআম এর উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর ।﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ﴾

৫। উবাদার (রাঃ) হাদীসে বর্নিত পাঁচটি বিষয় অনুধাবন করা।

৬। উবাদা বিন সামেত (রাঃ) ও ইতবানের (রাঃ) হাদীসকে একত্র করলে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং ধোকায় নিপতিত লোকদের ভুল সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। (কেননা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা আবশ্যক, যদি এমনটিই হয়, তাই একজন মানুষের সৎ আমলের প্রতি উৎসাহিত হওয়া আবশ্যক।

৭। ইতবান (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত শর্তের ব্যাপারে সতর্কীকরণ। (সাতন্ত্রিক বক্তব্য যথেষ্ঠ নয়)।

৮। ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র ফযীলতের ব্যাপারে সতর্কীকরণের প্রয়োজনীয়তা নবীগণের জীবনেও ছিল। (তারা ছাড়া অন্যদের জন্য বেশি উপযুক্ত)।

৯। সমগ্র সৃষ্টির তুলনায় এ কালেমার পাল্লা ভারী হওয়ার ব্যাপারে সতর্কীকরণ, যদিও এ কালেমার অনেক পাঠকের পাল্লা ইখলাসের সাথে পাঠ না করার কারণে হালকা হয়ে যাবে। (শর্তের ক্ষেত্রে ত্রুটি ও প্রতিবন্ধকতা প্রাপ্ত হওয়ায় বিপদ আপতিত হবে পাঠকের পক্ষ থেকে, বাণীর পক্ষ থেকে নয়।)

১০। সপ্তাকাশের মতো সপ্ত যমীন বিদ্যমান থাকার প্রমাণ। (সংখ্যার ক্ষেত্রে সদৃশ)।

১১। যমীনের মতো তাতেও বসবাসকারীর অস্তিত্ব আছে । (অর্থ্যাৎ আসমানে, আর তার বসবাসকারীরা হচ্ছে ফেরেশতারা)।

১২। আল্লাহর গুনাবলীকে সাব্যস্ত করা যা আশয়ারী সম্প্রদায়ের বিপরীত। (আর মুআত্তিলাহ, তারা আল্লাহর ওজহ [চেহারা] কে সাব্যস্ত করে।)

১৩। আনাস (রাঃ) এর হাদীস সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া পর ইতবান (রাঃ) এর হাদীসে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) এর বাণী,(" فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ) এর মর্মার্থ হচ্ছে শিরক পরিত্যাগ করা। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শুধু মুখে বলা নয়।

১৪। ঈসা ও মুহাম্মদ (সাঃ) উভয়েই আল্লাহর বান্দা ও রাসূল হওয়ার বিষয়টি অনুধাবন করা।

১৫। ঈসা (আঃ) 'কালিমাতুল্লাহ' অভিধায় নির্দিষ্ট- এ কথা জানা। (তিনি পিতাবিহীন সৃষ্ট হয়েছেন)।

১৬। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে 'রুহ' হওয়া সম্পর্কে জানা। (সৃষ্টিজীবের সমুদয় রুহসমূহের মধ্য থেকে)।

১৭। জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি ঈমান আনয়নের ফযীলত সম্পর্কে অবগত হওয়া। (আর এটিই হচ্ছে জান্নাতে প্রবেশের কারন)।

১৮। "আমল যাই হোক না কেন" এ কথার মর্মার্থ অনুধাবন করা।

১৯। দাড়িপাল্লায় ২ টি পাল্লা আছে- এ কথা জানা।

২০। আল্লাহর চেহারার উল্লেখ আছে বিষয়টি সম্পর্কে অবগহত হওয়া। (এটি হচ্ছে আল্লাহর সিফাতসমূহের মধ্যে একটি সিফাত)

[৩] যে ব্যক্তি তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করবে সে বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে

এই অধ্যায় এই জন্য আনিত হয়েছে, যাতে আমরা আমাদের উপর আবশ্যকীয় তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে পারি ও তার দিকে গভীরভাবে মনোযোগী হতে পারি। আর শিরক, বিদআত ও পাপাচার থেকে নিষ্কলুষ থাকা এবং ইলম, বিশ্বাস ও আত্মসমর্পন হাসিল করাই হচ্ছে তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকরণ।

গ্রন্থকার (রহঃ) এর নিকটে তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকরণ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আকারে আলোচ্য অধ্যায় পাঠের মাধ্যমে জ্ঞাত হওয়া যাবে, তবে তার সারাংশ হচ্ছে,

[১] আল্লাহর নবী ইবরাহীম (আঃ) এর অনুসরণ।

[২] ওলীদের নেতাদের অনুসরণ করা (সাহাবায়ে কেরাম)।

[৩] একজন হলেও তাওহীদ এর উপর অটল থাকা।

[৪] আল্লাহর উপর ভরসা করা এবং ঝাড়ফুঁক করা, সেক দেওয়া ও পাখি উড়ানোর মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারণ করা থেকে বিরত থাকা।

প্রথম দলীল:

আল্লাহ তায়ালার বাণী: :﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর হুকুম পালনকারী এক ইমাম/উম্মতবিশেষ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না। (সূরা নাহল-১২০)

আলোচ্য আয়াতে আমাদের সর্দার ইবরাহিম এর স্তুতি করা হয়েছে। সুতরাং আমাদের জন্য ওয়াজিব হচ্ছে, তাকে ভালবাসা ও তার অনুসরণ করা। আমাদের জন্য আরো কর্তব্য হচ্ছে, আমাদের অনুসরণ অনুপাতে আমরা তার প্রশংসা করব। কেননা আয়াতে উল্লেখিত ৬ টি বিষয়ের মাধ্যমে তিনি তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

১।﴿ أُمَّةً﴾: এমন ইমাম, আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা সহকারে আমল, কার্যাদি ও জিহাদের ক্ষেত্রে যার অনুসরণ করা হয়।

২।﴿ قَانِتًا ﴾; সর্বাবস্থায় আনুগত্যের উপর অটল ও অবিচল। তিনি হচ্ছেন আনুগত্যশীল, স্থির ও অবিচল।

৩।﴿ لِلَّهِ ﴾: ইখলাসকে প্রমাণ/নির্দেশনা করছে।

না।

৪।《 حَنِيفًا 》: আল্লাহর দিকে অভিমূখী ও শিরক থেকে পশ্চাপদগামী এবং যা কিছু আনুগত্যের বিপরীত তা থেকে দূরে অবস্থানকারী।

৫।《 وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 》: শিরক ও শিরকজাতীয় পাপ থেকে মুক্ত হওয়া (অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গপ্রতঙ্গের দ্বারা)

৬।《 شاكرا لأنعمه 》: (নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়কারী): কেননা নিয়ামত হচ্ছে পরীক্ষা ও নিয়ামত শুকরিয়া এর মুখাপেক্ষী

প্রাসঙ্গিক সংযোজন:

১। ইবরাহীম (আঃ) এর পিতা আযর কাফের অবস্থায় মৃত্যবরণ করেন ।《 অতঃপর যখন তার কাছে এ কথা প্রকাশ পেল যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন তার সাথে সমপর্ক ছিন্ন করে নিলেন। সূরা তাওবাহ-১১৪)》

২। নূহ (আঃ) এর পিতা-মাতা উভয়েই মুমিন ছিলেন।《হে আমাদের পালনকর্তা! আমাকে আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনদের ক্ষমা করুন। সূরা ইবরাহিম-৪১ 》

৩। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, তিন বস্তুর কোন ভিত্তি নেই; যুদ্ধ,কাব্য ও তাফসীর। সাধারণত এগুলো সূত্র ছাড়াই বর্ণনা করা হয়। সুতরাং ওহীর মাধ্যম কুরআন ও হাদীস ছাড়া পূর্ববর্তী উম্মত প্রসঙ্গে কেউ জানতে পারবে

দ্বিতীয় দলীল:

আল্লাহ তায়ালার বাণী:《 وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ 》

আর যারা তার রবের সাথে শরীক করে না। (সূরা আল মুমিনূন-৫৯)

لَا يُشْرِكُونَ : শিরক ব্যাপকার্থে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকরণ এর অর্থ হচ্ছে, ব্যাপকার্থে বর্ণিত সামগ্রিক শিরক থেকে বেঁচে থাকা। তবে এর অর্থ এই নয় যে, কোন ধরণের পাপাচারে পতিত হওয়া যাবে না। কেননা প্রত্যেক বনী আদমই ভুলকারী, কেউ নিস্পাপ নয়। তবে যখন তারা অপরাধে জরিয়ে পড়বে, তখন তাদের জন্য করনীয় হচ্ছে, সেই পাপ চলমান না রাখা এবং তাওবা করা।

তৃতীয় দলীল:

عن حصين بن عبد الرحمن قال: " كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة، ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الخصيب أنه قال: "لا رقية إلا من عين أو حمة". قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: عُرضت عليّ الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منْزله، فخاض الناس في أولئك؛ فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله ﷺ. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله ﷺ فأخبروه، فقال: هم الذين لا يَسْتَرقون، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام جل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

হুসাইন বিন আব্দুর রহমান থেকে বর্নিত আছে, তিনি বলেন, ইম সাঈদ বিন জুবাইর এর নিকটে ছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদেও মধ্যে কে গতরাতে তারকা ছিটকে পড়তে দেখেছে? আমি বললাম আমি দেখেছি, তারপর বললাম, বিষাক্ত প্রাণী দ্বারা দংশিত হওয়ার কারণে আমি তো গত রাতে সালাতে উপস্থিত থাকতে পারিনি। তিনি বললেন, তারপর তুমি কি করলে? আমি বললাম ঝাড়ফুঁক করলাম। তিনি বললেন, কিসে তোমাকে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমি বললাম, শাবী থেকে বর্ণিত একটি হাদীস। তিনি বললেন, হাদীসটি কি? আমি বললা, বুরাইদা বিন হুসাইব থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, চোখ লাগা অথবা জ্বও ছাড়া আর কোন কিছুতে ঝাড়ফুঁক নেই। তিনি বললেন, সে ব্যক্তিই উত্তম কাজ করেছে, যে শ্রুত জিনিস শেষ পর্যন্ত আমল করতে পেরেছে। কিন্তু ইবনে আব্বাস রাসূল (সাঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, আমার কাছে সকল উম্মত পেশ করা হল। আমি দেখলাম, কোন নবীর সাথে কতিপয় (৩ থেকে ৭ জন অনুসারী) লোক রয়েছে। কোন নবীর সাথে এক অথবা দুইজন লোক রয়েছে। কোন নবীকে দেখলাম তাঁর সাথে কেউ নেই। ইতোমধ্যে বিরাট একটি জামাআত আমার সামনে পেশ করা হল। আমি মনে করলাম, এটিই আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হল যে, এটি হল মূসা ও তাঁর উম্মতের জামাআত। অতঃপর আরও একটি বিরাট জামাআত দেখতে পেলাম। আমাকে বলা হল যে, এটি হলো আপনার উম্মত। আর তাদের সঙ্গে রয়েছে এমন ৭০ হাজার লোক, যারা বিনা হিসাবে ও বিনা আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এ কথা বলে তিনি উঠে নিজ গৃহে প্রবেশ করলেন। এদিকে লোকেরা ঐ জান্নাতী লোকদের ব্যাপারে বিভিন্ন আলোচনা শুরু করে দিল, যারা বিনা হিসাব ও আযাবে জান্নাত প্রবেশ করবে। কেউ কেউ বলল, সম্ভবত ঐ লোকেরা হল তারা, যারা আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর সাহাবা। কিছু লোক বলল, বরং সম্ভবত ওরা হল তারা, যারা ইসলামে জন্মগ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি। আরো অনেকে অনেক কিছু বলল। কিছু পরে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাদের নিকট বের হয়ে আসলেন, তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, ওরা হল তারা, যারা ঝাড়ফুঁক করে না, শরীরে সেক বা দাগ দেয় না এবং কোন জিনিসকে অশুভ লক্ষণ মনে করে না, বরং তারা কেবল আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখে।

এ কথা শুনে উক্কাশাহ ইবনে মিহসান উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, (হে আল্লাহর রাসূল!) আপনি আমার জন্য দুআ করুন, যেন আল্লাহ আমাকে তাদের দলভুক্ত করে দেন। তিনি বললেন, তুমি তাদের মধ্যে একজন। অতঃপর আর এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি আমার জন্যও দুআ করুন, যেন আল্লাহ আমাকেও তাদের দলভুক্ত করে দেন। তিনি বললেন, উক্কাশাহ (এ ব্যাপারে) তোমার অগ্রগমন করেছে।

● انقض : পড়ে গিয়েছে। ارتقيت: আমি ঝাড়ফুঁক কামনা করেছিলাম। عين; হিংসুকের নজর।

● فما حملك على ذلك : দলীল ও প্রমাণ কামনা করা যায়েজ তবে তা আদবের সাথে হতে হবে।

● لا رقية إلا من عين أو حمة : শর্তসাপেক্ষে ঝাড়ফুঁক ছাড়া হিংসা ও বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের কোন চিকিৎসা ও কোন ঔষধ নেই। যদিও এগুলো ছাড়া অন্যান্যগুলোর ক্ষেত্রে ঝাড়ফুঁক এর কথা সাব্যস্ত আছে।

● حمة : প্রত্যেক বিষাক্ত প্রাণীর দংশন। আর 'হুমা' বলা হয় শরীরের প্রখরতা/তাপমাত্রা কে প্রশমন করা।

● الرهط ; তিনজন থেকে নয়জন বিশিষ্ট মাঝামাঝি দলকে 'রহত' বলা হয়।

● لا يَسْتَرْقون ; যারা কারো থেকে তাদের উপর ঝাড়ফুঁক করা কামনা করে না। যথা।-

১। আল্লাহর উপর পূর্ণ আচ্ছা।

২। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে লাঞ্চিত হওয়া থেকে আত্মমর্যাদা রক্ষা করা।

৩। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাথে এ ব্যাপারে কোন সম্পর্ক নেই।

● لاَ يَرْقُونَ এর বর্ণনা ভুল। শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন, কেননা রাসূল (সাঃ) ঝাড়ফুঁক করেছেন ও রাসূল (সাঃ) কে জিবরাইল ও আয়েশা (রাঃ) ঝাড়ফুঁক করেছেন। অনুরুপভাবে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ঝাড়ফুঁক করেছেন।

● ঝাড়ফুঁক কামনা করার ক্ষেত্রে মানুষের প্রকারভেদ:

[১] যে ঝাড়ফুঁক করে তার থেকে ঝাড়ফুঁক কামনা করা। এটার ফলে পূর্ণতা/উৎকর্ষতা হারিয়ে যাবে (এবং সত্তর হাজার বিনা হিসেবে জান্নাতী ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে বের হয়ে যাবে।

[২] যে ঝাড়ফুঁক করে তাকে ঝাড়ফুঁক করা থেকে বাঁধা দিবে না। এটার ফলে পূর্ণতা/উৎকর্ষতা হারিয়ে যাবে না। কেননা সে ঝাড়ফুঁক করায় নি ও কামনাও করে নি।

[৩] যে ঝাড়ফুঁক করে তাকে ঝাড়ফুঁক করতে বাঁধা দিবে। এটা সুন্নাতের বিপরীত। কেননা আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আয়েশা (রাঃ) কে ঝাড়ফুঁক করতে বাঁধা দেন নি।

● ولا يكتوون : অন্য কারো থেকে সেক দেওয়া কামনা করবে না।

● ولا يتطيرون :'তাতায়্যূর' হচ্ছে কোন সময় অথবা স্থান সম্পর্কে জানা, দেখা ও শোনার পরে অশুভ লক্ষন মনে করা। এর হুকুম: শিরকে আসগার।

● এই তিন ধরনের ব্যক্তি ছাড়া অন্যান্যদেরকে বিনা হিসেবে ও বিনা আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করতে বাঁধা দেওয়া হবে না। কেননা চিকিৎসা গ্রহনের নির্দেশ এবং কতিপয় ঔষধের স্তুতি প্রসঙ্গে দলীল বর্ণিত হয়েছে। যেমন: মধু ও কালজিরা।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত মাসআলাসমূহ জানা যায়:

১। তাওহীদের ব্যাপারে মানুষের স্তর সম্পর্কে অবগত হওয়া।

২। তাওহীদ প্রতিষ্ঠার অর্থ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। (শিরক, বিদআত ও অবাধ্যতা থেকে নিষ্কলুষ হওয়া)

৩। ইবরাহীম (আঃ) মুশরিক ছিলেন না বলে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তার প্রশংসা।

৪। বড় বড় বুযুর্গ ব্যক্তিগণ শিরকমুক্ত ছিলেন মর্মে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা।

৫। ঝাড়ফুঁক ও আগুনর দাগ দেওয়া বর্জন করা তাওহীদ প্রতিষ্ঠার অন্তর্ভূক্ত। (ঝাড়ফুঁক করানো ও সেক দেওয়া)

৬। তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর ভরসা করাই বান্দার মধ্যে উক্ত স্বভাবসমূহের সমাবেশ ঘটায়। (তাওয়াক্কুল এর শক্তিতে ওগুলো ছেড়ে দেয়।)

৭। সাহাবীগণের জ্ঞানের গভীরতা যে, তারা (সৎ) আমল ছাড়া এটি (জান্নাত) অর্জন করতে পারবেনা।

৮। কল্যাণের প্রতি তাদের আগ্রহ। (কেননা তারা উত্তম ফলাফলের দিকে পৌছতে চায়)

৯। পরিমাণ (সংখ্যা) ও গুনাবলীর (আমল) দিক থেকে উম্মাতে মহাম্মদীর ফযীলত।

১০। মূসা আঃ এর সাহাবীদের (অনুসারীদের) মর্যাদা।

১১। রাসূল (সাঃ) এর সামনে সব উম্মতের উপস্থিতি। [১] তাদেরকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য, [২] তার ফযীলত ও মর্যাদা বর্ণনার জন্য।

১২। প্রত্যেক উম্মাতই নিজ নিজ নবীর সাথে পৃথকভাবে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে।

১৩। নবীদের ডাকে সাড়া দেওয়ার মতো লোকের সংখ্যা কম।

১৪। যে নবীর ডাকে কেউ সাড়া দেয়নি তিনি একাই হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবেন।

১৫। এই জ্ঞানের শিক্ষা হচ্ছে, [১] সংখ্যাধিক্যের দ্বারা ধোকা না খাওয়া (নচেৎ আমরা তাদের সাথে ধ্বংশ হয়ে যাব) [২] আবার সংখ্যাল্পতার কারনে অবহেলা না করা (কখনও কখনও আধিক্যের চেয়ে স্বল্পতা উত্তম)।

১৬। চোখ লাগা ও জ্বরের (ও অন্যান্য) চিকিৎসার জন্য (শারয়ী) ঝাড়ফুঁকের অনুমতি।

১৭। সালাফে সালেহীনদের জ্ঞানের গভীরতা।

এই বাণী দ্বারা 'সে ব্যক্তিই ভালো কাজ করেছে যে নবী করীম (সাঃ) থেকে যা শুনেছে তাই আমল করেছে।' এ কথাই এর প্রমাণ পেশ করে। তাই প্রথম হাদীস দ্বিতীয় হাদীসের বিরোধী নয়।

১৮। (তুমি তাদের অন্তর্ভূক্ত) এটি রাসূল (সাঃ) এর নবুয়তী নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন।

১৯। উকাশা এর ফযীলত। (যারা বিনা হিসেবে ও বিনা আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার ফলে)।

উম্মাতের প্রকারভেদ:

উম্মাতুদ দাওয়াহ (দাওয়াতকৃত উম্মত):

যারা আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয় ও দেয় না (কাফের), উভয়েই এর মধ্যে শামিল।

২০। আকার ইঙ্গিত ও চাতুর্যের প্রয়োগ। [১] হয় সে মুনাফিক হওয়ার জন্য, [২] অথবা দরজা উন্মুক্ত হওয়ার ভয়ে; ফলে সে এই মর্যাদা এমন জনের থেকে কামনা করে যে তার অধিকারী নয়।

২১। রাসূল (সাঃ) এর অনুপম চরিত্র।

[৪] শিরক সম্পর্কীয় ভীতি

তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকরণ অধ্যায়ের পর গ্রন্থকার (রহঃ) এই অধ্যায় কেন উল্লেখ করেছেন?

- কেননা তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকরণ অধ্যায়ের পরের সকল অধ্যায় তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকরণের অন্তর্ভূক্ত। অনন্তর শিরক সম্পর্কীয় ভীতি, তাওহীদের দিকে দাওয়াত প্রদান, অনুরুপভাবে গ্রন্থের শেষ পর্যন্ত সকল অধ্যায় তাওহীদ প্রতিষ্টাকরণের অন্তর্ভূক্ত।
- কেননা মানুষ নিজে নিজে মনে করে সে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে, কিন্তু প্রকৃতার্থে সে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। সুতরাং সে যেন নিজে নিজেই ধোঁকা না খায়।

প্রথম ও দ্বিতীয় দলীল:

[১] আল্লাহ তায়ালার বাণী:﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তার সাথে অংশীদার করার পাপ ক্ষমা করবেন না তা ব্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। (সূরা নিসা-৪৮)

[২] ইবরাহীম খলিল (আঃ) বলেছিলেন :﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾

আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে রক্ষা করুন। (সূরা ইবরাহিম-৩৫)

কিভাবে আমরা শিরক থেকে ভয় করব?

- তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, তাওহীদ অনুযায়ী আমল করা, তাওহীদেও দিকে দাওয়াত দেওয়া এবং ধৈর্যধারণ করা।
- শিরক সম্পর্কে অধ্যয়ন করা এবং তার মাধ্যম ও কারণ সম্পর্কে অবগত হওয়া, আর এগুলো শিরক থেকে বেঁচে থাকার জন্য হাসিল করা।
- আল্লাহর নিকটে দুআ ও সাহায্য প্রার্থনা করা।
- শিরক ও মুশরিকদের থেকে সম্পর্কহীন থাকা এবং তাদের থেকে দূরে অবস্থান নেওয়া যাতে করে তাদের মতো না হয়ে যায়।

● শিরকরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে, এর পাপ আল্লাহ কখনই ক্ষমা করবেন না। কেননা আল্লাহর নির্দিষ্ট হক 'তাওহীদ' এর উপরে অন্যায় করা হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি শিরকে আকবাররত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে চিরস্থায়ী চিরন্তন জাহান্নামে থাকবে। আর যদি শিরকে আসগার এর উপর মৃত্যুবরণ করে, তাহলে শিরক সমপরিমান শাস্তি প্রদানের পর সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, কেননা সে ঈমানের অধিবাসিদের অন্তর্ভূক্ত।

● وَاجْنُبْنِي : আমাকে একপ্রান্তে ও মূর্তিপূজকদেরকে অন্যপ্রান্তে স্থাপন করেন। যাতে তিনি তাদের থেকে দূরে থাকতে পারেন।

● الْأَصْنَام :'সানামুন' এমন বস্তু যা মানুষ ও অন্য জিনিসের আকৃতির আকারে গঠিত হয় এবং আল্লাহ ছাড়া তার ইবাদাত করা হয়। আর 'ওছানুন' হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কারো যে কোন পদ্ধতিতে ইবাদাত করা। অধিকন্তু 'সানামুন' এর চেয়ে 'ওছানুন' ব্যাপক।

● ইবরাহীম (আঃ) স্বয়ং নিজের প্রতি ভয় করতেন। অথচ তিনি ছিলেন আল্লাহর বন্ধু ও একনিষ্টদের ইমাম। তাহলে আমাদের কি অবস্থা হবে? সুতরাং শিরক ও নেফাকিকে প্রশয় দেওয়া নিরাপদ নয়। যেহেতু নেফাকি শুধুমাত্র মুনাফিকদের নিকটই নিরাপদ।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দলীল:

[৩] হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ», فسئل عنه؟ قَالَ: «الرِّيَاءُ»

আমি তোমাদের জন্য যে জিনিস সবচেয়ে বেশি ভয় করি তা হলো শিরকে আসগার তথা ছোট শিরক। অতঃপর তাকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তা হচ্ছে রিয়া বা প্রদর্শন ইচ্ছা।

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ

[٤] আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন অংশীদারকে ডাকা অবস্থায় মারা যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (বুখারী)

عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارِ

[৫] যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকেও শারীক না করে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তার সম্মুখে উপস্থিত হবে এমন অবস্থায় যে, সে আল্লাহর সাথে শারীক স্থির করে, তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

● الرِّيَاءُ : রিয়া: মানুষকে দেখানো বা শোনানোর জন্য আল্লাহর ইবাদত করা যাতে মানুষ তাকে আবেদ হিসাবে প্রশংসা করে। তবে সে মানুষের জন্য ইবাদাত করার ইচ্ছা করে না। যদি মানুষের জন্য ইবাদাত করা হয় তাহলে সেটা শিরকে আকবার হয়ে যাবে। আর যদি মানুষকে অনুসরণ করানোর উদ্দেশ্যে উবাদাত করার মনস্থ করা হয়, তাহলে সেটি রিয়া হবে না। বরং সেটি আল্লাহর দিকে দাওয়াতের অন্তর্ভূক্ত হবে।

রিয়া থেকে আরোগ্য লাভের মাধ্যম হচ্ছে,

[১] তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা; কেননা তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার ফলে আল্লাহকে মর্যাদায় অধূষিত করবে, আর আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে কাউকে মান্য করবে না।

[২] দুআ করা (রিয়া থেকে বাঁচার জন্য)।

[৩] আমল যেন বান্দা ও রবের মাঝে গোপনে হয় মর্মে ব্যয়কুন্ঠ হওয়া (চেষ্টা করা)।

[৪] রিয়ায় পতিত হওয়া থেকে বেঁচে থাকার দলীলের আলোকে আমল না ছেড়ে দেওয়া।

{৫] যে সৎ আমলগুলি আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, সেগুলি বোশ বেশি করা; শর্তসাপেক্ষে কবর যিয়ারত করা।

রাসূল (সাঃ) কেন তার উম্মাতের উপর মাসিহ দাজ্জালের চেয়ে রিয়াকে অধিক পরিমাণে ভয় করেছেন?

কেননা দাজ্জালের ফেতনা স্পষ্ট ও প্রকাশ্য, আর রিয়ার ফেতনা অপ্রকাশ্য/গোপনীয়।

কেননা দাজ্জালের ফেতনা নির্ধারিত সময়ের সাথে নির্দিষ্ট (আর তা হলো শেষ যামানা), আর রিয়া সর্বসময়ে বিদ্যমান।

রিয়ার প্রকারভেদ:

মূল ইবাদাতের ক্ষেত্রে:

রিয়া দ্বারা যে ইবাদাত প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই ইবাদাত বাতিল।

আকস্মিকভাবে সংঘটিত:

মূলত ইবাদাত আল্লাহর জন্য কিন্তু আকস্মিকভাবে ইবাদাতের উপর রিয়া আপতিত হয়েছে।

ইবাদাত সম্পন্ন হওয়ার পর:

সীমালঙ্ঘন এর মাধ্যমে এতে প্রভাব পড়ে; যেমন সাদকাহ প্রদানের পরে অনুগ্রহ প্রকাশ ও কষ্ট দেওয়া।

আকস্মিক সংঘটিত হওয়া থেকে প্রতিরক্ষা করা:

এতে কোন সমস্যা নেই কেননা এটি প্রচেষ্ট করার পরেও সম্পন্ন হয়েছে।

আকস্মিক সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে শিথিলতা করা:

এই ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ রয়েছে।

যখন ইবাদাতের প্রথমাংশ শেষাংশের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। যেমন, সালাত (নামায):

সেই ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ ইবাদাত বাতিল বলে গণ্য হবে।

যখন ইবাদাতের প্রথমাংশ শেষাংশের সাথে সম্পৃক্ত হবে না, পৃথক থাকবে। যেমন, যাকাত:

এক্ষেত্রে যে অংশের সাথে রিয়া সম্পৃক্ত আছে, সেই অংশ বাতিল বলে গণ্য হবে।

- نِدًّا : 'আন নিদ' হচ্ছে, সদৃশ,সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ।
- دَخَلَ النَّارَ : (সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে): এটি হচ্ছে আল্লাহর সাথে সমকক্ষ বানানোর শাস্তি।
- شَيْئًا : সব ধরনের শিরক ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত। এমনকি যদি আল্লাহর সাথে সর্বোত্তম সৃষ্টিজীবকে অংশীদার স্থাপন করা হয়, তবুও জাহান্নামে প্রবেশ করবে।
- مَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ : যদি শিরকে আসগার হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে জাহান্নামে চিরস্থায়ী থাকাটা বাধ্যতামূলক না। আর যদি শিরকে আকবার হয়, তাহলে তার জন্য জাহান্নামে চিরস্থায়ী থাকাটা বাধ্যতামূলক।

● শিরক অত্যন্ত কঠিন বিষয়,সহজ বিষয় নয়। তবে আল্লাহ তায়ালা ইখলাসকে তার বান্দার উপর সহজ করেছেন। আর তা হচ্ছে, আল্লাহর চোখের সামনে তার জন্য কিছু প্রতিষ্ঠিত করবে। সুতরাং সে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমল করার ইচ্ছা করবে; মানুষের প্রশংসা, নিন্দা ও স্তুতির জন্য না। কারন মানুষ কখনই তার উপকার করবে না।

● অনুরুপভাবে আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, মানুষ কখনো তার কথা দ্বারা মানুষকে অগ্রগামী করণের মাধ্যমে তাকে খুশী করতে পারবে না। কেননা, এটি তার কথা। তবে সে তার কথা দ্বারা মানুষের অগ্রগামী করণের মাধ্যমে খুশী করতে পারবে যখন সে দেখবে নিশ্চয় এটি সঠিক। অনুরুপভাবে বিপরীত বিষয়, ইখলাস অত্যন্ত কঠিন বিষয়, তবে মানুষ যখন সরল পথে (সিরাতে মুস্তাকিম) আল্লাহর দিকে সত্য ও উত্তমরুপে অভিমুখী হবে, তখন আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন, তাকে সহজ করে দিবেন।

দুআ (প্রার্থনা/ডাকা) দু‘ভাগে বিভক্ত:

ইবাদতের দুআ: যেমন কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে সালাত, সিয়াম ও হজ্ব পালন করল, সে বড় কুফুরী করল।

যাচনার (চাওয়া) দুআ:

এটা আবার দু‘ভাগে বিভক্ত:

যে ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সক্ষম নয়:

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে এই ক্ষমতা প্রদানেচ্ছা করা শিরকে আকবার। যেমন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সন্তান কামনা করা অথবা বৃষ্টি বর্ষণ কামনা করা।

যে ব্যাপারে সৃষ্টিজীব সক্ষমতা রাখে:

এই দুআ (প্রার্থনা) চারটি শর্তসাপেক্ষে বৈধ আছে।

চায়িত (যার কাছে চাওয়া হয়) ব্যক্তি জীবিত, উপস্থিত ও সক্ষম হতে হবে, এবং চাওয়ার কারণ বিদ্যমান থাকতে হবে।

শিরকে আকবার ও শিরকে আসগার এর মধ্যে পার্থক্য:

শিরকে আকবার:

● মিল্লাত (ধর্ম) থেকে বের হয়ে যায়।

● সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে যায়।

● শিরকে আকবার কারী চিরস্থায়ী জাহান্নামে অবস্থান করবে।

● তার রক্ত ও সম্পদ শাসক থেকে বৈধ হয়ে যায়।

● এটি যে শিরকে আকবার সে প্রসঙ্গে দলীল বর্নিত রয়েছে।

● কোন কিছু সংঘটনের ক্ষেত্রে গোপনীয়ভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করে বলে বিশ্বাস করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হাতে উপকার সাধন ও উপক্বার নির্মূল করার ক্ষমতা রয়েছে মর্মে বিশ্বাস করা।

শিরকে আসগার:

● মিল্লাত থেকে বের হয়ে যায় না।

● নির্দিষ্ট আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।

● চিরস্থায়ী জাহান্নামের অধিবাসী হবে না।

● সম্পদ ও রক্ত বৈধ হয়ে যায় না।

● এটি যে শিরকে আসগার সে প্রসঙ্গে দলীল বর্ণিত রয়েছে।

● আল্লাহ যা কিছু করেননি তার মধ্যে কোন হেতু রয়েছে মর্মে বিশ্বাস করা।

● প্রত্যেক যে জিনিস শিরকে আকবার এর দিকে নিয়ে যায়, সেটাই শিরকে আসগার।

● শরীয়াতের মধ্যে যেটা সাধারণভাবে শিরক অথবা কুফর বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং আলিফ ও লাম দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়নি, মূলত এটি হচ্ছে শিরকে আসগার।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত মাসআলাসমূহ জানা যায়:

১। শিরককে ভয় করা।

২। রিয়া শিরকের অন্তর্ভূক্ত।

৩। রিয়া ছোট শিরকের অন্তর্ভূক্ত। (ছোট রিয়া)

৪। সৎব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এটাই সবচেয়ে বড় আশংকা। (কেননা রিয়া উপলব্ধি অত্যন্ত গোপনে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে, এবং মানুষকে সেই দিকে ধাপিত করে। নিশ্চয়ই অধিকাংশ মানুষ তার ইবাদাতের প্রশংসা শুনতে পছন্দ করে।)

৫। জান্নাত ও জাহান্নাম কাছাকাছি হওয়া।

৬। একই হাদীসে উভয়ের কাছাকাছি হওয়ার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

৭। যে ব্যক্তি শিরক না করে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে সে জান্নাতে যাবে। আর যে ব্যক্তি শিরক করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সে যত বড়ই আবেদই হোক না কেন। (যদি শিরকে আকবার করে, তবে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর যদি শিরকে আসগার করে, তবে পাপ অনুযায়ী শাস্তি প্রাপ্ত হওয়ার পর জান্নাতে প্রবেশ করবে।)

৮। গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা হলো ইবরাহীম (আঃ) নিজের জন্য ও বংশধরদের জন্য মূর্তিপূজা থেকে মুক্তিলাভের জন্য দুআ করেন।

৯। অধিকাংশ লোকের অবস্থা এরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ((হে আমার রব! মূর্তিগুলো বহুলোককে পথভ্রষ্ট করেছে।))

১০। এখানে ‘লা ইলাহা ইল্লাহ’ এর তাফসীর রয়েছে যা ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।

১১। শিরক থেকে মুক্ত ব্যক্তির ফযীলত (সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।)

[৫] ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর প্রতি সাক্ষদানের আহ্বান

কেন গ্রন্থকার (রহঃ) এই অধ্যায় আনয়ন করেছেন?

১। গ্রন্থকার (রহঃ) মানুষের তাওহীদ প্রসঙ্গে আলাচনা উপস্থাপন করার পর অন্যের নিকট এর দাওয়াত প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। কেননা অন্যকে তাওহীদেও দিকে আহ্বান না করা পর্যন্ত ঈমান পূর্ণ হয় না। সুতরাং নিজে তাওহীদপন্থী হওয়ার পাশাপাশি অন্যকে এর দিকে আহ্বান করতে হবে। অন্যথায় তাওহীদ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

২। আর যে ব্যক্তি বলে যে, প্রথম দাওয়াত দানের বিষয় হলো সালাত, তাওহীদ নয়; তার মন্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য।

প্রথম দলীল:

আল্লাহ তায়ালার বাণী:﴿ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾

বলুন! এটি আমার পথ। পূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই।

● سَبِيلِي : আমার পথ, আর এ কথার মাঝে শরীয়াতে বিদ্যমান রাসূল (সাঃ) কর্তৃক আনিত ইবাদাত ও আল্লাহর দিকে দাওয়াত শামিল রয়েছে।

● إِلَى اللَّهِ : দায়ীরা নিম্নোক্ত বিভাগে বিভক্ত: [১] আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী, [২] আল্লাহ ছাড়া অন্যের দিকে আহ্বানকারী

● عَلَىٰ بَصِيرَةٍ : এর মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভূক্ত: [১] শারয়ী জ্ঞান, [২] আহূত ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া, [৩] হিকমাহ (প্রজ্ঞা)।

● আল্লাহর দিকে দাওয়াত দানের শর্ত:

[১] ইখলাস (একনিষ্ঠতা), [২] শারয়ী জ্ঞান, [৩] আহূত ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া, [৪] ধৈর্য।

দ্বিতীয় দলীল:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلَ كِتَابٍ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وفي رواية إلى أن يوحدوا الل فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لَذَلِكَ فأعلمهم أَنَّ اللَّهَ افترض عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لَذَلِكَ فأعلمهم أَنَّ اللَّهَ افترض عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لَذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ واتق وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بينها وبين اللَّهِ حِجَابٌ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (সাঃ) মুআয (রাঃ) কে (শাসকরূপে) ইয়ামান অভিমুখে প্রেরণকালে বলেন, “তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছো। ফলে তুমি তাদেরকে আল্লাহ ব্যতিত কোন ইলাহ নেই এবং আমি (মুহাম্মদ) (সাঃ) আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এ কথার সাক্ষ্যদানের জন্য আহবান করবে। তারা যদি তোমার এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাদের উপর প্রতি দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। তারা যদি তোমার এ কথা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাদের সম্পদে সাদাকা (যাকাত) ফরয করেছেন। তা (যাকাত) তাদের মধ্যকার (নিসাব পরিমাণ) সম্পদশালীদের নিকট থেকে আদায় করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। তারা যদি তোমার এ কথা মেনে নেয়, তবে তুমি তাদের ভাল ভাল মাল গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে। আর তুমি আত্মরক্ষা করবে মাযলুমের দুআ থেকে। কেননা, তা এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না।

আলোচ্য হাদীসেঃ

১। আল্লাহর দিকে দায়ী প্রেরণের আইনানুগতা ও তাদের শিক্ষাদান।

২। রাসূল (সাঃ) এর একজন ব্যক্তিকে প্রেরণ, এবং তার কথাই গ্রহনযোগ্য যদি তার মাঝে আক্বিদা বিদ্যমান থাকে।

৩। দাওয়াত প্রদানের জন্য কোন নির্ধারিত সময়কে শর্তারোপ করা হয়নি। প্রয়োজনের আলোকে তাদের নিকটে অবস্থান করবে।

৪। বিরোধীদেরকে দাওয়াত দানের পদ্ধতি। আর এর সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে তাদেরকে তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেওয়া, তাদের সাথে বাক-বিতন্ডা নয়।

৫। শুধুমাত্র ইসলামের দিকে দাওয়াত প্রদান যথেষ্ঠ নয়। বরং তাদেরকে তাদের উপর আবশ্যকীয় বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিতে হবে, যাতে তারা তা গ্রহণ করতে পারে ও পরিতুষ্ট হতে পারে। তবে দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে

তৃতীয় দলীল:

وَعَنْ سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِدِيْ رضي الله عنه : أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ يَومَ خَيبَرَ: «لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَداً رَجلاً ، يُحبُّ اللهَ وَرَسولَهُ، ويُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيهِ »، فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا . فَلَمَّا أصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ يَرْجُو أنْ يُعْطَاهَا. فَقَالَ: «أينَ عَلِيُّ ابنُ أَبي طالب ؟»فقيلَ: يَا رسولَ الله، هُوَ يَشْتَكي عَيْنَيهِ . قَالَ: «فَأَرْسِلُوا إِلَيْه»فَأُتِيَ بِهِ فَبَصَقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ فَبَرِىءَ حَتَّى كأنْ لَمْ يكُن بِهِ وَجَعٌ، فأعْطاهُ الرَّايَةَ . فقَالَ عَليٌّ رضي الله عنه: يَا رَسُولَ اللهِ، أقاتِلُهمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا ؟ فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بسَاحَتِهمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإسْلاَمِ، وَأخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى فِيهِ، فَوَالله لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

আবূল আব্বাস সাহ্‌ল ইবনু সাদ সায়েদী (রাঃ) আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খায়বার (যুদ্ধের) দিন বললেন, নিশ্চয় আমি আগামীকাল যুদ্ধ-পতাকা এমন এক ব্যক্তিকে দেব, যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন, আর সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালবাসেন। অতঃপর লোকেরা এই আলোচনা করতে করতে রাত কাটিয়ে দিল যে, তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে এটা দেওয়া হবে। অতঃপর সকালে তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট গেল। তাদের প্রত্যেকেরই এই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, পতাকা তাকে দেওয়া হোক। কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আলী ইবনু আবী ত্বালেব কোথায়? তাঁকে বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! তাঁর চক্ষুদ্বয়ে ব্যথা হচ্ছে। তিনি বললেন, তাকে ডেকে পাঠাও।

সুতরাং তাঁকে ডেকে আনা হল। তারপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার চক্ষুদ্বয়ে থুতু লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দোআ করলেন। ফলে তিনি এমন সুস্থ হয়ে গেলেন; যেন তাঁর কোন ব্যাথাই ছিল না। অতঃপর তিনি তাঁকে যুদ্ধ-পতাকা দিলেন। আলী (রাঃ) হে আল্লাহর রাসূল! তারা আমাদের মত (মুসলিম) না হওয়া পর্যন্ত কি আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়তে থাকব? তিনি বললেন, তুমি প্রশান্ত হয়ে চলতে থাক; যতক্ষণ না তাদের নগর-প্রাঙ্গনে অবতরণ করেছ।

অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান কর এবং তাদের উপর ইসলামে আল্লাহর যে জরুরী হক রয়েছে তাদেরকে সে ব্যাপারে অবগত করাও। আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ তায়ালা তোমার দ্বারা একটি মানুষকে

- আল্লাহকে ভালবাসার পদ্ধতি সত্যায়ন এবং আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন ও ভালবাসাপ্রাপ্ত হন। তবে এই ভালবাসা সাধারণ মানবিক ভালবাসার মতো নয়।

- নির্দিষ্ট ফযীলত সাব্যস্ত করা ব্যাপক ফযীলত সাব্যস্ত করাকে প্রয়োজনীয় করে না। যেমনিভাবে আবু উবাইদা প্রসঙ্গে রাসূল (সাঃ) এর বাণী: (এই উম্মতের আমানতদার)। তবে এটার অর্থ এটা নয় যে, তিনি সাহাবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর। ঠিক তেমনিভাবে মুআয (রাঃ)।

- حُمْرِ النَّعَم : তা হলো লাল উটনী, আলোচ্য হাদীসে লাল উটনীর কথা বলা হয়েছে, কেননা আরবরা লাল উটনীর প্রতি ইপ্সিত/আকাংক্ষিত।

অলৌকিক প্রকৃতি/স্বভাব চারটিঃ আর তা হলো মানুষের স্বভাবজাত কর্মের বিপরীত কিছু। যেমন, বাতাসে উড়ে বেড়ানো, পানির উপর চলাঃ

১। আয়াতঃ যা নবীদের ছিল, তবে এটিকে মুযিজা বলা যাবে না। কেননা তা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আর মুযিজা বলা হয়, যা থেকে কতিপয় মানুষ অপারগ হবে এবং সেটি নবী ছাড়া অন্য কেউ সক্ষম হতে পারে। আর রাসূল (সাঃ) এর মৃত্যুর পরে কারো আয়াত এর দাবী করা সম্ভব নয়।

২। কারামাতঃ এটি আল্লাহর ওলীদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। আর আল্লাহর ওলী বলা হয় তাদেরকে যাদের মধ্যে ঈমান ও তাকওয়ার সমন্বয় থাকে। কারামাতের উদাহরণ; আসহাবে কাহাফ এর ঘটনা।

৩। মুযিজা ও ফিতনাঃ এটি শয়তানের বন্ধুদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। আর এটি আমরা ব্যক্তির অবস্থা দেখেই বুঝতে পারব, তার মাঝে থাকবেনা কোন ঈমান ,থাকবে না কোন তাকওয়া। মুযিজার উদাহরণ; দাজ্জালের কর্মকান্ডসমূহ।

৪। ফাযিহাহঃ প্রত্যেক যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে, তাকে আল্লাহ তায়ালা আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই লাঞ্ছিত করেন। ফাযিহাহ এর উদাহরণ; মুসাইলামাতুল কায্যাব এর ঘটনা। তার অসুস্থ চোখে ফুঁ দিয়ে দেন, অতঃপর সে অন্ধ হয়ে যায়।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত মাসআলাসমূহ জানা যায়ঃ

১। রাসুল (সাঃ) এর অনুসরণকারীর নীতি ও পথ হচ্ছে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করা। (রাসূলগণ ও তাদের অনুসারীদের পথ ও পন্থা)

২। ইখলাসের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা। কেননা অনেক মানুষ হকের দিকে দাওয়াত দিলেও প্রকৃতার্থে তারা নিজের নফসের দিকেই দাওয়াত দেয়।

৩। জ্ঞান ও প্রজ্ঞাসহ তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া অপরিহার্য। (দাওয়াত প্রদান ফরয, সুতরাং তার জন্য ইলম অর্জন করাও ফরয)

৪। উত্তম তাওহীদের প্রমাণ হচ্ছে,আল্লাহ তায়ালার প্রতি গাল-মন্দ করা থেকে মুক্ত থাকা।

৫। আল্লাহ তায়ালার প্রতি গালমন্দ করা নিকৃষ্ট শিরকের অন্তর্ভূক্ত। (তাওহীদপন্থী ব্যক্তি আল্লাহকে দোষ/কুৎসা থেকে পবিত্র রাখবে)

৬। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন দাওয়াতের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মুসলমানকে মুশরিকদের থেকে দূরে সরে রাখা যাতে তাদের অন্তর্ভূক্ত না হয়। যদিও সে শিরক না করে। (কেননা যখন সে তাদের মধ্যে থাকবে, যদিও সে শিরককারী না হয়, তবু সে ব্যাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদের অন্তর্ভূক্ত।)

৭। তাওহীদই হচ্ছে সর্বপ্রথম ওয়াজিব।

৮। সর্বাগ্রে এমনকি সালাতের পূর্বেও তাওহীদ দিয়ে দাওয়াত শুরু করতে হবে।

৯। ‘তারা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করবে’ এবং ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ উভয়ের একই অর্থ।

১০। কতিপয় মানুষ আহলে কিতাব হওয়া সত্বেও তাওহীদের যথাযথ জ্ঞান রাখে না অথবা রাখে কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করেনা।

১১। ক্রমান্বয়ে শিক্ষাদানের প্রতি গুরুত্বারোপ।

১২। অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আগে শুরু করা। (প্রথমত তাওহীদ, অতঃপর সালাত, অতঃপর যাকাত)

১৩। যাকাত প্রদানের খাতসমূহ। (৮টি খাত)

১৪। শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের সংশয় নিরসন। (শিক্ষাদান ও মূর্খতা উন্মোচনের মাধ্যমে।)

১৫। যাকাত আদায়ের সময় উৎকৃষ্ট সম্পদ জোরপূর্বক গ্রহণ করা থেকে নিষেধাজ্ঞা।

১৬। মাযলুমের বদ দুআ থেকে বেঁচে থাকা।

১৭। মাযলুমের ফরীয়াদ ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকে না। (আগ্রাহান্বিতকরণ ও ভীতিপ্রদর্শন করণের মাঝে সমন্বয়)

১৮। তাওহীদের একটি বড় প্রমাণ হলো সাইয়িদুল মুরসালিন ও বড় বড় ওলী আউলিয়াদের জীবনে আপতিত দুঃখ-কষ্ট ক্ষুধা ও কঠিন বিপদাপদ। (খায়বারের ঘটনা থেকে গৃহিত)

১৯। নবীর বানী: 'অবশ্যই আমি পতাকা দিব' এটি হলো নবুওয়াতের আলামত।

২০। চোখে থুতু দেওয়া এটিও একটি নবুওয়াতের আলামত।

২১। আলী (রাঃ) এর ফযীলত। (আর এটাই হচ্ছে আমীরুল মুমিনীন (রাঃ) এর গুণ)

২২। অন্য সাহাবীদের ফযীলত যারা বিজয়ের সংবাদে আশ্বস্ত হয়ে ঐ রাত পতাকা প্রাপ্তির জল্পনা-কল্পনা করে কাটিয়ে দেন।

২৩। বিনা প্রচেষ্টায় ইসলামের পতাকা তথা নেতৃত্ব লাভ করা আর চেষ্টা করেও তা লাভে ব্যর্থ হওয়া, উভয় অবস্থাতেই তাকদীরের প্রতি ঈমান রাখা।

২৪। বীর পদক্ষেপে এগিয়ে যাও রাসূল (সাঃ) এর আলীর প্রতি এ নির্দেশের মধ্যে শিষ্টাচার নিহিত রয়েছে। (ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ, দ্রুতগতিতে নয়।)

২৫। যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া।

২৬। ইতিপূর্বে যাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে ও যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছে তাদেরকেও যুদ্ধের পূর্বে দাওয়াত দেওয়া শরীয়াত বিধিবদ্ধ।

২৭। রাসূল (সাঃ) এর বাণী অনুযায়ী হিকমত এর সাথে দাওয়াত দেওয়া। আর বাণীটি হলো وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ অর্থ্যাৎ, তাদের উপর ইসলামে আল্লাহর যে জরুরী হক রয়েছে তাদেরকে সে ব্যাপারে অবগত করাও (কেননা কখনও ইসলাম তার সথে সামঞ্জস্যপূর্ন হবে কখনও হবে না, সুতরাং আবশ্যক হচ্ছে, তার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া। যাতে সে পুনরায় কুফুরী অবস্থায় ফিরে না আসে।)

২৮। ইসলামে আল্লাহর অধিকার সম্পর্কে অবগত হওয়া।

২৯। যার হাতে একজন হেদায়াত পেয়েছে তার সওয়াব। (দুনিয়াতে সে যত ভাল কাজ করবে তার মধ্যে উত্তম কাজ)

৩০। ফতোয়ার ব্যাপারে কসম করা। (ফতোয়ার ক্ষেত্রে কসম করা উচিৎ নয়, তবে কল্যাণ ও উপকারার্থে বৈধ আছে।)

প্রথম বিভাজনের প্রশ্নপত্র (৫টি অধ্যায়)

প্রথম প্রশ্ন: কিতাবুত তাওহীদের প্রথম ৫ অধ্যায় ও অধ্যায়ের সাথে গ্রন্থের সামঞ্জস্যতা উল্লেখ কর

	অধ্যায়ের শিরোনাম	গ্রন্থকার অধ্যায় উল্লেখের কারন
১	. . . .	. . . .
২	. . . .	. . . .
৩	. . . .	. . . .
৪	. . . .	. . . .
৫	. . . .	. . . .

দ্বিতীয় প্রশ্ন: সামঞ্জস্যপূর্ণ বাক্যাবলী শূন্যস্থান পূরন কর:

١- আমরা নিম্লোক্ত কারনে কিতাবুত তাওহীদ অধ্যয়ন করব: ১-. . . . . ২-. . . . . ৩-. . . . . ৪-. ৫-. . . . .

٢- গ্রন্থকার (রহঃ) গ্রন্থের ভূমিকা উল্লেখ করেননি,কারণ: ১-. . . . . ২-. . . . . ৩-. . . . .

٣- আমরা কিতাবুত তাওহীদকে নিম্লোক্তভাগে ভাগ করতে পারি:১-. . . . . ২-. . . . . . . ৩-. ৪-. . . . . ৫-. . . . . ৬-. ৭-. . . . . ৮-. . . . . ৯- . . . . .১০-. . . . .

٤- যারা বলে কিতাবুত তাওহীদ এর মধ্যে শুধু উলুহিয়্যাত এর আলোচনা রয়েছে, আমরা তাদের কথার প্রত্যাখ্যান করব নিম্লোক্ত অধ্যায় দ্বারা: ১ম অধ্যায়. . . . . ২য় অধ্যায় . . . . ৩য় অধ্যায়. . . . .

٥- উবুদিয়্যাহ নিম্লোক্ত ভাগে বিভক্ত: ১- উবুদিয়্যাহ. . . . . অর্থ. . . . . এর দলীল. . . . . ২- উবুদিয়্যাহ. . . . . .অর্থ. . . . . দলীল. . . . . ৩- উবুদিয়্যাহ. . . . . অর্থ. . . . . .দলীল. . . . .

৬- যে চার ধরনের ব্যক্তিকে হত্যা করা হারাম :. . . . . , ... , ...

৭- ইবনে মাসউদ (রাঃ) আয়াতকে রাসূল (সাঃ) এর ওসিয়ত অভিধায় অভিহিত করেছেন,কারন:. . . . .

৮- উম্মত শব্দটি নিম্নোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে:. . . . . অথবা. . . . . .অথবা. . . . . অথবা. . . . .

৯- ৯-তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকরণ অর্থ্যাৎ:. . . . . হতে. . . . . এবং. . . . . এবং. . . . .

১০- এই উম্মত অধিকাংশ উম্মতের মধ্যে. . . . . এবং. . . . .

১১- নির্দিষ্ট ফযীলত সাব্যস্ত করা. . . . . ফযীলত সাব্যস্ত করাকে প্রয়জনীয় করে না।

১২- ‘নজর লাগা ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রে ঝাড়ফুঁক নেই, অর্থ্যাৎ:. . . . .

১৩- ডাক্তারের নিকট যাওয়া ব্যতীত ঝাড়ফুঁক ও সেক দেওয়া কামনা করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বর্নিত হয়েছে,কারণ. . . . .

১৪- ﴿ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ অর্থ্যাৎ:. . . . . ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ অর্থ্যাৎ. . . . .

১৫- ﴿ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ অর্থ্যাৎ. . . . . ﴿ وَكَلِمَتُهُ ﴾ অর্থ্যাৎ. . . . .

১৬- আল্লাহ তায়ালা যা নিজের দিকে সংযুক্ত করেছেন তা নিম্নোক্ত ভাগে বিভক্ত:১-ইযাফাতে. . . . . আর তা . . . . .ইযাফাহ অধ্যায় এর অন্তর্ভূক্ত, ২-ইযাফাতে. . . . . আর তা . . . . ইযাফাহ অধ্যায় এর অন্তর্ভূক্ত।

১৭- তার বাণী ﴿ سبقك بها عكاشة ﴾ এমনকি. . . . . অথবা . . . .

১৮- ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوا ﴾ অর্থ্যাৎ. . . . . ﴿ بِظُلْمٍ ﴾ অর্থ্যাৎ. . . . .

১৯- আমরা শিরক থেকে ভয় করব:১-. . . . . ২-. . . . . ৩. . . . . ৪-. . . . .

٢٠-﴿ يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللَّهِ﴾অর্থ্যাৎ. . . . . এর মধ্যে সিফাত সাব্যস্ত আছে. . . . . . .

. . . .

٢١- দাওয়াত প্রদানের শর্তসমূহ:১-. . . . . .২-. . . . .

৩- . . . . .৪- . . . . ৫-. . . . .

٢٢- অলৌকিক স্বভাবসমূহ:১-. . . . . .আর তা হবে . . . .

২-. . . . . আর তা হবে. . . . .

৩-. . . . . .আর তা হবে . . . .

৪-. . . . . .আর তা হবে . . . .

٢٣- গ্রন্থকার বলেছেন:ঝাড়ফুঁক ও সেক দেওয়া ছেড়ে দেওয়া তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকরণের অন্তর্ভূক্ত, কিন্তু তিনি পাখি উড়ানোর মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারনকে উল্লেখ করেন নি। তার কারন, কেননা. . . . .

. . . .

. . . .

তৃতীয় প্রশ্ন: নিম্নোক্ত ছকে রিয়ার প্রকারসমূহের শূন্যস্থার পূরণ কর:

মূল ইবাদাতের ক্ষেত্রে: অর্থ্যাৎ, ...

আকস্মিকভাবে সংঘটিত: অর্থ্যাৎ: . . . .

ইবাদাত সম্পন্ন হওয়ার পর: . . . .

. . . . এতে কোন সমস্যা নেই এবং ইবাদাত সহীহ হয়ে যাবে।

. . . . এই ক্ষেত্রে বিশ্লেষন রয়েছে।

চতুর্থ প্রশ্ন: সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘরে ☑ দাও অথবা এবারাত পূর্ণ করো:

.... হুকুম:	.... হুকুম: ....

১-কিতাবুত তাওহীদের গ্রন্থকার: ▢ইবনে উছাইমিন ▢মহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব আল তামীমি

২-ওলামায়ে কেরামের উপদেশ: ▢অধ্যয়নের পূর্বে মতন মূখস্ত করো ▢মুখস্ত করায় কোন উপকার নেই,গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে উপলব্ধি করা

৩-﴿আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা যথাযথভাবে পাঠ করে﴾ এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একজন ছাত্র দৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত ইলম অর্জন ছেড়ে দিবে না: ▢সত্য ▢মিথ্যা

৪-ওলামায়ে কেরাম কিতাবুত তাওহীদ অনুসন্ধানের পর এর মধ্যে কোন মুনকার হাদীস পান নি: ▢সত্য ▢মিথ্যা

৫-ওলামায়ে কেরামের পরিচিতি/জ্ঞান অনেক বেশি হওয়ার ফলে তাকে পাপমুক্ত সাব্যস্ত করা যাবে না: ▢সত্য ▢মিথ্যা

৬-শায়খ মহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব রচিত গ্রন্থাবলী: ▢কাশফুশ শুবহাত ▢মাসাইলুল জাহিলিয়্যাহ ▢মুখতাসারুস সিরাহ ▢উসুলুল ঈমান ▢প্রাগুক্ত সবকটি।

৭-কিতাবুত তাওহীদের অধ্যায়সমূহ: ▢৬৭ অধ্যায় ▢৭৬ অধ্যায় ▢১০ অধ্যায়

৮-যখন তুমি কোন গ্রন্থ পাঠ করবে, তখন গ্রন্থের মূল পাঠ আরম্ভ করার পূর্বে সেই প্রন্থের গিলাফ, ভূমিকা, সূচীপত্র বিষয়বস্তু অধ্যয়ন করবে: ▢সত্য ▢মিথ্যা

৯-কিতাবুত তাওহীদকে নিম্নোক্ত কোন বিভাজনে বিভাজিত করা যেতে পারে: ▢১১ ▢৯ ▢১০

১০-সর্বাধিক উপকারসমৃদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে, যে গ্রন্থগুলি কিতাবুত তাওহীদের মতো দলীলের আলোকে সজ্জিত থাকে ও হুকুমসমূহের কারন বোধগম্য হয় এবং সুক্ষ্ম মাসআলাগুলি অবগাহিত থাকে: ▢সত্য ▢মিথ্যা

১১-ইলম হচ্ছে অন্তর্ভূক্তকরণ, বিচ্ছিন্নকরণ, পরীক্ষাকরণ, বিভক্তকরণ: ▢সত্য ▢মিথ্যা

১২-ওলামায়ে কেরামের সংজ্ঞা, তাদের বিভাজন ও তাদের দল সম্পর্কে আয়ত্ব করা আবশ্যক: ▢সত্য ▢মিথ্যা

১৩-কিতাবুত তাওহীদের প্রথম বিভাজন: ▢ভূমিকা ▢তাওহীদের ব্যাখ্যা ▢তাওহীদের অপরিহার্যতা

১৪-গ্রন্থকার (রহঃ) ভূমিকা ও উপসংহারের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহঃ) কে অনুসরণ করেছেন: ▢সত্য ▢মিথ্যা

১৫-গ্রন্থকার (রহঃ) প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম দেননি, আমরা বাবুল মুকাদ্দিমাহ (ভূমিকার অধ্যায়) শিরোনামে নামকরণ করতে পারি: ▢সত্য ▢মিথ্যা

১৬-গ্রন্থের প্রথম বিভাজনে কতটি অধ্যায় ধারণ করে আছে: ▢৫ অধ্যায় ▢৬ অধ্যায় ▢৭ অধ্যায়

১৭-তাওহীদ এর প্রকারসমূহ: ▢রুবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত, আসমা ওয়াস সিফাত ▢মারিফাহ ,ইছবাত, ইরাদাহ ,কসদ ▢প্রাগুক্ত সবকটি

১৮-যে ব্যক্তি শুধুমাত্র একটি তাওহীদ এর উপর ঈমান আনল সে মুআহ্হিদ (তাওহীদপন্থী) নয়: ▢সত্য ▢মিথ্যা

১৯-দলীল অবিদ্যমানতায় তাওহীদের বিভাজন বিদআতের বিভাজনের সাথে সম্পৃক্ত: ▢সত্য ▢মিথ্যা

২০-তাওহীদের সম্পর্ক ঈমানের সাথে, ঈমান হচ্ছে ব্যাপক আর তাওহীদ তার একটি অংশ: ▢সত্য ▢মিথ্যা

২১-'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সাক্ষ্য এর: ▢দুটি রুকন ▢আটটি রুকন ▢৭টি রুকন

২২-বৃষ্টি বর্ষণ ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে একক সাব্যস্ত করা, কোন তাওহীদ: ▢উলুহিয়্যাহ ▢রুবুবিয়্যাহ ▢আসমা ওয়াস সিফাত

২৩-তাওহীদের মূল বিষয়ের সাথে কোনটি সাংঘর্ষিক: ▢শিরকে আকবার ▢শিরক আসগার ▢বিদআত

২৪-ওয়াজিবসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব হচ্ছে পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যহার করা: ▢সত্য ▢মিথ্যা

২৫-হারাম সমূহের সবচেয়ে বড় হারাম হচ্ছে যিনা করা ও অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করা: ▢সত্য ▢মিথ্যা

২৬-ইবাদাত কয়টি বিষয়ের উপর প্রায়গিক: ▢২টি ▢১ টি

২৭-ইবাদাত বলা হয় (ইবাদাত একটি ব্যাপক অর্থবোধক নাম যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা ও কাজ) ।এটা কার প্রদত্ত সংজ্ঞা: ▢ইবনুল কাইয়ূম ▢ইবনে তাইমিয়্যাহ

২৮-সঠিক: [গাইর (ছাড়া). . .]: ▢রুপদান ও সমকক্ষ ▢রুপদান ও সদৃশ ▢কোন পার্থক্য নেই।

২৯-কুআন মাজীদের সবগুলো আয়াত তাওহীদকে শামিলকারী: ▢সত্য ▢মিথ্যা

৩০-মানুষ ও জ্বীন জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টির উদ্দেশ্যের মতই: ▢সত্য ▢মিথ্যা

৩১-﴿আমি মানুষকে ও জ্বীনকে সৃষ্টি করেছি﴾ সাধারণত এখানে শংসয় সৃষ্টি হয়: ▢বোঝার ক্ষেত্রে ▢আমলের ক্ষেত্রে

৩২-জ্বীনরা নিম্নোক্ত কোনটির মুকাল্লাফ (যার উপর শরীয়াত ভারার্পিত হয়): ▢ঈমানের ▢ঈমান ও শরীয়াতের বিষয়ের

৩৩-উম্মত শব্দটি ব্যবহার হয়: ▢ইমাম ▢জাতি ▢সময় ▢দল ▢প্রাগুক্ত সবগুলো

৩৪-﴿আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি﴾ কোন যুগ থেকে শুরু: ☐আদম ☐নুহ; কোন যুগ পর্যন্ত ☐ঈসা ☐মহাম্মদ, আর রাসূল প্রেরণের হিকমত : ☐দলীল প্রতিষ্ঠকরণ ☐রহমত ☐আল্লাহর পথের রাস্তা বর্ণনা ☐উপরের সবগুলো

৩৫-আল্লাহ ব্যতীত যে সমস্ত মূর্তির ইবাদাত করা তা তাগুত এর অন্তর্ভূক্ত: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৩৬-তাগুতের এর অনুসরণ,যেমনঃ আল্লাহর আনুগত্য থেকে বহির্ভূত শাসকগণ: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৩৭-আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কারো ইবাদাত করা হয়, আর সে অসন্তুষ্ট; ☐তাগুত ☐তাগুত নয়

৩৮-কিতাবুত তাওহীদের দ্বিতীয় আয়াত তাওহীদের দিকে দাওয়াত প্রেরণের জন্য রাসূলগণের একীভূতকরণ বুঝানোর জন্য উল্লেখিত হয়েছে: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৩৯-গ্রন্থকারের উক্তি﴾ آية أو آيات ﴿অর্থ্যাৎ﴾ أكمل الآية أو الآيات ﴿: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৪০-কাযা, হুকুম ও ইরাদাহ শারয়ী ও কাওনী বিভাগে বিভক্ত: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৪১- যা আল্লাহর নিকটে এক দৃষ্টিকোন থেকে পছন্দনীয় ও অন্য দৃষ্টিকোন থেকে অপছন্দনীয়, তা কোন ধরনের কাযা (ফয়সালা); ☐শারয়ী ☐কাওনী

৪২- ﴿আমি বনী ইসরাইলকে কিতাবে পরিষ্কার বলে দিয়েছি যে, তোমরা পৃথিবীর বুকে দু'বার অনর্থ সৃষ্টি করবে। সূরা বানী ঈসরাইল-৪﴾ কোন কাযা (ফয়সালা); ☐শারয়ী ☐কাওনী

৪৩- গিরগিটি ছাড়া সকল প্রাণীই আল্লাহর তাসবীহ করে: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৪৪-উবুদিয়্যাহ কয় ভাগে বিভক্ত: ☐২ ☐৩ ;পাখিদের তাসবীহ কোন উবুদিয়্যাহ: ☐কাহর ☐তায়াহ

৪৫-আল্লাহর ইবাদাতের মধ্য থেকে কিছু অংশ মুশরিকদের জন্য রয়েছে: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৪৬- জিহ্বা ও অঙ্গপ্রতঙ্গ ছাড়া ইবাদাত সম্পন্ন হয় না: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৪৭- ﴿তার সাথে কাউকে শরীক স্থাপন করো না﴾ এর মধ্যে সকল জিনিস ব্যাপৃত: কোন নবী, ফেরেশতা, ওলী এমনকি দুনিয়াবী কোন বিষয়েও তার সাথে শরীক স্থাপন করা যাবে না: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৪৮- আল বাশারাহ; আনন্দদায়ক সংবাদ, তবে কষ্টদায়ক সংবাদ অন্তর্ভূক্ত নয়: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৪৯-যে নিস্পাপ আত্মাকে আল্লাহ তায়ালা হত্যা করা হারাম করেছেন, সেই আত্মাটি হলো: ☐মুসলিম ☐যিম্মী ☐মৈত্রী চুক্তিবদ্ধ ☐নিরাপত্তাকামী

৫০-নবী (সাঃ) কি ওসিয়ত করেছিলেন? ☐হ্যাঁ ☐না

৫১-ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর উক্তি: (তার ওসিয়ত); কারণ: ☐পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শামিল ☐আল্লাহর ওসিয়ত ☐প্রাগুক্ত সবগুলো

৫২-আল্লাহর উপর বান্দার হক: ☐ওয়াজিব হক ☐অনুগ্রহের হক

৫৩-(আল্লাহ ও তার রাসূলই ভাল জানেন) বলা হয়: ☐রাসূলের জীবদ্দশায় ☐সর্বসময়

৫৪-রাসূল (সাঃ) মুআয (রাঃ) কে সুসংবাদ প্রদান করতে নিষেধ করেছেন, যাতে তারা না করে: ☐ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ☐নির্ভর করে থাকা , মুআয (রাঃ) কি এই নির্দেশ অমান্য করেছিলেন? ☐হ্যাঁ ☐ না, কেননা সর্বাবস্থায় ইলম গোপন করা হারাম: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৫৬- কোন বিষয়ের ফযীলত সাব্যস্ত করা, সেই বিষয় ওয়াজিব না হওয়াকে আবশ্যক করে: ☐সত্য ☐ মিথ্যা

৫৭-﴾যখন এককভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়, আর যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যদের নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তারা আনন্দে উল্লাসিত হয়ে ওঠে। সূরা যুমার-৪৫﴿ আলোচ্য আয়াতটি কত নং অধ্যায়ের সম্পূর্ণরুপে সামঞ্জস্যপূর্ন: ☐২ ☐৫ ☐৪

৫৮-যা আল্লাহ নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন তা কয়ভাগে বিভক্ত: ☐২ ভাগে ☐৩ ভাগে

৫৯-সবচেয়ে বড় যুলুম হচ্ছে, মানুষ অপরের মানুষের সাথে নফস, সম্পদ ও সামগ্রী এর ব্যাপারে যুলুম করা: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৬০-কেউ যদি শিরক ছাড়া পাপিষ্ট অবস্থায় আল্লাহর সাথে মিলিত হয়, তবে সে কি প্রাপ্ত হবে: ☐আযাব ☐আল্লাহর ইচ্ছাধীনে

৬১- ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ হলো যিকির, দুআ নয়: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৬২-এমন ব্যক্তি পাওয়া গেল যে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে, আল্লাহর কাছে তার কোন কিছুই ওজন/পরিমাপ করা হবে না: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৬৩- ‘নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল’ সাক্ষ্যবাণী যে বিষয়কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে: ☐পাপ কর্ম ☐বিদআত ☐প্রাগুক্ত সবগুলো

৬৪- ‘ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দা’ দ্বারা ইয়াহুদিদেরকে ও ‘তার রাসূল’ দ্বারা নাসারাদেরকে খন্ডন করা হয়েছে: ☐সত্য ☐মিথ্যা

৬৫-﴿তার পক্ষ থেকে সৃষ্ট রুহ﴾ এটি কোন ধরনের সংযুক্তি: ▢আ'য়ান ▢আওসাফ

৬৬- আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন: ▢সম্পূর্ন প্রবেশ ▢অসম্পূর্ণ প্রবেশ ▢প্রাগুক্ত সবগুলো

৬৭-তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকরণ এর অর্থ হচ্ছে, মুক্ত থাকা: ▢শিরক থেকে ▢বিদআত থেকে ▢পাপাচার থেকে ▢উপরের সবগুলো

৬৮-﴿নিশ্চয় ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন উম্মত ﴾ উম্মত অর্থ: ▢আদর্শ ▢ইমাম ▢কল্যানের শিক্ষক ▢উপরের সবগুলো

৬৯-নজর লাগা ও জ্বর ছাড়া ব্যাহ্যিক ও অভ্যন্তরিন কোন অসুস্থতায় ক্ষেত্রে ঝাড়ফুঁক করা শরীয়াত সম্মত নয়: ▢সত্য ▢মিথ্যা

৭০-لا يَسْتَرقون এর হাদীস, ইমাম মুসলিম (রহঃ) لاَ يَرْقُوْنَ বৃদ্ধি করেছেন, এই বৃদ্ধিটা: ▢সঠিক ▢ভুল

৭১- যিম্মী ও মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তি যে কেউ শিরকে আকবার করলে তার রক্ত ও ধনসম্পদ বৈধ: ▢সত্য ▢মিথ্যা

৭২-'রাকী' ও 'মুসতারকী' এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, মুসতারকী হচ্ছে, যে অন্তর দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে প্রার্থনাকারী, মিনতি কারী, ভ্রুক্ষেপকারী, আর রাকী হচ্ছে নেককার: ▢সত্য ▢মিথ্যা

৭৩-আল্লাহর বৈশিষ্টাবলীর সাথে অন্য কাউকে সমানকরণ, কোন ধরনের শিরক: ▢আকবার ▢আসগার

৭৪-নিজস্ব আকৃতিতে ভাস্কর্য, একে কি বলা হয়: ▢সানামুন ▢ওছানুন

৭৫-উত্তম সম্পদ: ▢উৎকৃষ্টতর ▢মধ্যমতর ▢স্বল্পতর

৭৬-ইলম ও আমল দ্বারা বান্দা তার নফসকে পূর্ণ করবে, আর দাওয়াত ও ধৈর্য দিয়ে অন্যকে পূর্ণ করবে: ▢সত্য ▢মিথ্যা

৭৭-রাসূল (সাঃ) তার উম্মতের উপর দাজ্জালের চেয়েও রিয়াকে বেশি ভয় করেছেন। কেননা রিয়া হচ্ছে শিরকে আসগার: ▢সত্য ▢ মিথ্যা

৭৮-বান্দা যখন তার বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সত্যবাদী হবে, তখন তার জন্য অবশ্য করণীয় হচ্ছে আকীদার দিকে মানুষকে আহ্বান করা: ▢সত্য ▢মিথ্যা

৭৯-আল বাসীরাহ: ▢শারয়ী জ্ঞান ▢হিকমত ▢আহুত ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া ▢প্রাগুক্ত সবকটি

৮০-দাওয়াত প্রদানের শর্তের সংখ্যাসমূহ: ▢পাঁচ ▢চার ▢তিন

৮১-শিরকে আকবার ও শিরকে আসগার এর মধ্যে পার্থক্য:

....
....
....
....

পঞ্চম প্রশ্ন: ‘ক’ সারি এর সথে ‘খ’ সারিকে যথোচিতভাবে মেলাও:

১	আল হুমাহ
২	আল উলুহিয়্যাহ
৩	আল ইবাদাত
৪	আত তাগুত
৫	আর রিয়া
৬	আত তাতায়য়ূর
৭	আন নিদ
৮	আস সানামু
৯	আত তাওহীদ
১০	আল ইবাদাত
১১	আল খাওয়ারেজ
১২	আল ওছানু
১৩	আর রুবুবিয়্যাহ
১৪	হুমুরুন নায়াম
১৫	হানিফা

☞ভালবাসা ও সম্মানের সহিত নির্দেশসমূহ পালন এবং নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট অবনত হওয়া।

☞তা হলো লাল উটনী, আলোচ্য হাদীসে লাল উটনীর কথা বলা হয়েছে, কেননা আরবরা লাল উটনীর প্রতি ইপ্সিত/আকাংক্ষিত।

☞কোন সময় অথবা স্থান সম্পর্কে জানা, দেখা ও শোনার পরে অশুভ লক্ষন মনে করা।

☞সদৃশ,সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ।

☞এমন বস্তু যা মানুষ ও অন্য জিনিসের আকৃতির আকারে গঠিত হয় এবং আল্লাহ ছাড়া তার ইবাদাত করা হয়।

☞আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কারো যে কোন পদ্ধতিতে ইবাদাত করা।

☞বান্দা মাতবু অথবা মাবুদ অথবা মুতা’ এর ক্ষেত্রে তার পরিসীমাকে অতিক্রম করা।

☞মানুষকে দেখানো বা শোনানোর জন্য আল্লাহর ইবাদত করা যাতে মানুষ তাকে আবেদ হিসাবে প্রশংসা করে।

☞সৃষ্টি, রাজত্ব ও কর্তৃত্ব পরিচালনায় আল্লাহকে একক হিসেবে বিশ্বাস করা অথবা কার্যাবলিতে আল্লাহকে একক হিসেবে বিশ্বাস করা।

☞এককভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা অথবা ইবাদাত জাতীয় কার্যাবলিতে আল্লাহকে একক হিসেবে সাব্যস্ত করা।

☞ইবাদাত একটি ব্যাপক অর্থবোধক নাম যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা ও কাজ।

☞যারা বলে যে, কবীরা গুনাহ কারী কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

☞রুবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত ও আসমা ও সিফাত এর ক্ষেত্রে যা আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট তা এককরুপে তার জন্য সাব্যস্ত করা।

☞আল্লাহর দিকে অভিমূখী ও শিরক থেকে পশ্চাপদগামী এবং যা কিছু আনুগত্যের বিপরীত তা থেকে দূরে অবস্থানকারী।

☞প্রত্যেক বিষাক্ত প্রাণীর দংশন।

তাওহীদ এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সাক্ষ্য দানের ব্যাখ্যা

যেহেতু পূর্বের অধ্যায়গুলোতে তাওহীদ প্রাসঙ্গিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। তাই তাওহীদ কি, যে প্রসঙ্গে আলোচ্য অধ্যায়গুলি উল্লেখিত হয়েছে (তাওহীদের অপরিহার্যতা, ফযীলত, প্রতিষ্ঠাকরণ, তার বিপরীত জিনিস থেকে ভয় করা, এবং তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেওয়া) সেটার বিবরণ জানার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে আছে।

সুতরাং এ অধ্যায় উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে সেই বাসনা পূরণ, আর তা হলো তাওহীদের ব্যাখ্যা অধ্যায় থেকে শুরু করে গ্রন্থের শেষ পর্যন্ত।

প্রথম দলীল:

আল্লাহ তায়ালার বাণী :﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ﴾

যাদেরকে তারা আহ্বান করে তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য অবলম্বন তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে নৈকট্যশীল। (সূরা বানী ইসরাইল- ৫৭)

● يَدْعُونَ : ঐ সমস্ত লোকেরা যাদেরকে আহ্বান করে তারা তাদের পালনকর্তার নেকট্য লাভ তালাশ করে, কে তাদের মধ্যে নৈকট্যশীল; তাহলে কিভাবে তোমরা তাদেরকে ডাক অথচ তারাই মুখাপেক্ষী ও অভাবী (এটা হচ্ছে আহ্বান এর ক্ষেত্রে শিরক)

দ্বিতীয় দলীল:

আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي ﴾

যখন তার ইবরাহীম তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বললেন: তোমরা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তবে আমার সম্পর্ক তার সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা যুখরুফ-২৬)

● إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي : এখানে নাফী ও ইছবাত উভয়ের মাঝে মিলন হয়েছে। এবং (إلاَّ الله) বলা হয়নি ২ টি উপকারার্থে:

১- ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার একাত্বতার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে। কেননা যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির ক্ষেত্রে একক। সুতরাং ওয়াজিব হচ্ছে ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাকে একক সাব্যস্ত করা।

২- প্রতিমা এর ইবাদাত বাতিল বর্ণনা করার জন্য। কেননা তোমরা তার ইবাদাত করলেও তারা তোমাদেরকে সৃষ্টি করে নি।

● আল্লাহকে অন্যের সাথে সংযুক্ত করণের মাধ্যমে ইবাদাত কখনও হাসিল হবে না। বরং একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্য হতে হবে। কিছু কিছু ইসলামী রাষ্ট্রে এমনও কিছু ব্যক্তি আছে, যারা সালাত আদায় করে, যাকাত প্রদান করে, সিয়াম পালন করে এবং হজও আদায় করে অথচ এগুলোর পাশাপাশি কবরে গিয়ে সিজদাও করে।

তৃতীয় ও চতুর্থ দলীল:

আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ﴾

তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পন্ডিত ও সংসারবিরাগীদেরকে তাদের পালনকর্তা রুপে গ্রহণ করেছে । (সূরা তাওবা-৩১)

আল্লাহ তায়ালার বাণী:﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾

মানুষের মধ্যে এমনও লোক আছে যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুকে অংশীদাররুপে গ্রহণ করে। এবং তাদেরকে আল্লাহকে ভালবাসার মতই ভালবাসে। (সূরা বাকারা-২৬৫)

● أَحْبَارَهُمْ : তাদের আলেমগণ, এবং তাদের অধিক জ্ঞানের কারনে তাদেরকে বাহর তথা সমুদ্র বলা হয়।

● وَرُهْبَانَهُمْ : তাদের উপাসক/পূজারী।

● أَرْبَابًا : তারা আল্লাহর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে আলেমদের অনুসরণ করে। এবং তাদের উপাসকের পূজা করে (আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিরক)।

● يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ : তারা তাদের শরীককে আল্লাহকে ভালবাসার সমপরিমাণ ভালবাসে।

মহাব্বত (ভালবাসা) এর প্রকারভেদ:

আল্লাহর সাথে অন্যকে ভালবাসা:	আল্লাহর জন্য অথবা আল্লাহর রাস্তায় ভালবাসা:	স্বভাবজাত ভালবাসা:
(শিরকে আকবার) আল্লাহকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের সমান বা তার চেয়ে বেশি ভালবাসা আল্লাহকে ভালবাসার সাথে সম্পূর্ণ বিরোধী।	(ওয়াজিব) ((ঈমানের সবচেয়ে মজবুত হাতল হলো, আল্লাহর সাথে সম্প্রীতি স্থাপন করা।. . .)	(জায়েয/বৈধ) তবে শর্ত হচ্ছে যে, আল্লাহর ভালবাসার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে না। যেমন, স্ত্রী ও সন্তানকে ভালবাসা।

অনুরুপভাবে আল্লাহর ক্ষেত্রে ভালবাসা আমল, আমেল (কর্তা), সময় ও স্থান কে ভালবাসার বিভাগে বিভক্ত।

পঞ্চম দলীল:

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন-

مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إلاَّ اللهُ، وَكَفَرَ بما يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى ».

যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্যকে অস্বীকার করল, তার মাল ও রক্ত হারাম হয়ে গেল ও তার (অন্তরের) হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে।

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

- **وَكَفَرَ بما يُعْبَدُ:** আল্লাহ ছাড়া আর অন্য যে কারো ইবাদাত করা হয়, তাকে অস্বীকার করা আবশ্যক। এমনকি সব ধরনের কুফুরীকে অস্বীকার করতে হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি মুখে শাহাদাত (সাক্ষ্যবাণী) পাঠ করবে ও পাশাপাশি মনে করবে যে, ইয়াহুদি ও নাসারারা সঠিক দ্বীনে আছে, তবে সে মুসলিম নয়। অনুরুপভাবে যে সকল দ্বীনকে বিবেচনাধীন মনে করবে, এবং তার মধ্য থেকে যা ইচ্ছা সেটা গ্রহণ করবে সেও মুসলিম নয়।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত মাসআলাসমূহ জানা যায়।

আলোচ্য অধ্যায়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্ববৃহৎ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে তাওহীদ এবং শাহাদাতের তাফসীর। কয়েকটি সুস্পষ্ট বিষয়ের মাধ্যমে এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে (যা অবশ্যই নাফী [না বোধক] ও ইছবাত [হ্যাঁ বোধক] হতে হবে।)। যেমন-

ক. সূরা ইসরার আয়াত, এ আয়াতে সে সব মুশরিকদের সমুচিত জওয়াব দেয়া হয়েছে যারা বুযুর্গ ও নেক বান্দাদেরকে (আল্লাহকে ডাকার মতো) ডাকে। আর এটা যে 'শিরকে আকবার' এ কথার বর্ণনাও এখানে রয়েছে। (দুআ তথা আহ্বান করার ক্ষেত্রে শিরক)

খ. সূরা তাওবার আয়াত। এতে আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদি খ্রিষ্টানরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আলেম ও দরবেশ ব্যক্তিদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়নি। এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, অন্যায় ও পাপ কাজের আলেম ও আবেদদের আনুগত্য করা যাবে না। তাদের কাছে দোয়াও করা যাবে না। (আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিরক)

গ. কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে ইবরাহীম খলীল (আ)- এর কথা إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ✡ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي ✡ দ্বারা তার রবকে যাবতীয় মা'বুদ থেকে আলাদা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এখানে এটাই বর্ণনা করেছেন যে (বাতিল মা'বুদ থেকে) পবিত্র থাকা আর প্রকৃত মা'বুদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করাই হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ - এর ব্যাখ্যা। তাই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,.........

"আর ইবরাহীম এ কথাটি পরবর্তীতে তার সন্তানের মধ্যে রেখে গেল, যেন তারা তার দিকে ফিরে আসে।" (সূরা যুখরুফঃ আয়াত-২৮)

ঘ. সূরা বাকারা কাফেরদের বিষয় সম্পর্কিত আয়াত। যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-........" তারা কখনো জাহান্নাম থেকে বের হতে পারবে না।"(সূরা বাকারাঃ আয়াত ১৬৭) এখানে আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন যে, মুশরিকরা তাদের শরীকদেরকে (যাদেরকে তারা আল্লাহর সমকক্ষ বা অংশীদার মনে করে) আল্লাহকে ভালোবাসার মতোই ভালোবাসে। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তারা আল্লাহকে ভালোবাসে, কিন্তু এ ভালোবাসা তাদেরকে ইসলামে দাখিল করতে পারেনি। তাহলে আল্লাহর শরীককে যে ব্যক্তি আল্লাহর চেয়েও বেশি ভালোবাসে সে কিভাবে ইসলামকে গ্রহণ করবে। আর যে ব্যক্তি শুধুমাত্র শরীককেই ভালোবাসে। আল্লাহর প্রতি তার কোন ভালোবাসা নেই তার অবস্থাই বা কি হবে?

(ভালবাসার ক্ষেত্রে শিরক, সুতরাং তা ৪ ভাগে বিভক্তঃ

[১] অন্য সকল কিছুর চেয়ে আল্লাহকে অকাট্যভাবে ভালবাসবে, আর এটাই হচ্ছে তাওহীদ।

[২] আল্লাহকে ভালবাসার মতই অন্যকে ভালবাসবে, এটা শিরক।

[৩] আল্লাহর চেয়ে অন্যকে বেশি ভালবাসবে, এটা পূর্বেরটার চেয়েও বড় শিরক।

[৪] আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভালবাসবে এবং তার অন্তরে আল্লাহর কোন ভালবাসা থাকবে না, এটা সবচেয়ে বড় ও ভয়ঙ্কর শিরক।)

ঙ. রাসূল (সাঃ) - এর বাণী - مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إلاَّ اللهُ، وَكَفَرَ بما يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى. " যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে আর আল্লাহ ব্যতীত যারই ইবাদত করা হয় তাকেই অস্বীকার করবে, তার ধন-সম্পদ ও রক্ত পবিত্র। "অর্থাৎ জান, মাল, মুসলমানের কাছে নিরাপদ এ বাণী হচ্ছে- লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা। কারণ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর মাধ্যমে মৌখিক উচ্চারণ, শব্দসহ এর অর্থ জানা, এর স্বীকৃতি প্রদান, এমনকি শুধুমাত্র লা-শারীক আল্লাহকে ডাকলেই জান-মালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাথে গাইরুল্লাহর ইবাদত তথা মিথ্যা মাবুদগুলোকে অস্বীকার করার বিষয়টি সংযুক্ত না হবে। এতে যদি কোন প্রকার সন্দেহ, সংশয় কিংবা দ্বিধা সংকোচ পরিলক্ষিত হয় তাহলে জান-মাল ও নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা নেই। অতএব,এটাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়, সুস্পষ্ট বর্ণনা ও অকাট্য দলীল।

বালা-মসিবত দূর করা অথবা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে রিং, তাগা ইত্যাদি পরিধান করা শিরক।

● من الشرك (শিরকের অন্তর্ভূ[১]): অর্থ্যাৎ: কতিপয় শিরক, তন্মধ্যে কিছু রয়েছে বড় আর কিছু রয়েছে ছোট, আর এই জন্যই মুতলাক (ব্যাপক) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

● لرفع البلاء (বালা-মসিবত দূর করা): আসার পরে। أو دفعه (বালা-মসিবত প্রতিরোধ করা) :আসার পূর্বে

রিং, তাগা ইত্যাদি পরিধান করা শিরকে আসগার নাকি শিরকে আকবার?

শিরকে আকবার:

আরোগ্য লাভের ক্ষেত্রে রিং-তাগা নিজেই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম এবং ও রিং-তাগার নিয়ন্ত্রনেই রয়েছে উপকার সাধন ও অপকার নির্মূল করার ক্ষমতা মর্মে যখন বিশ্বাস স্থাপন করা হবে, তখন তা শিরকে আকবার হবে।

শিরকে আসগার:

আরোগ্য লাভের ক্ষেত্রে রিং-তাগা একটি মাধ্যম মাত্র, তবে আল্লাহ তায়ালা একে শারয়ী ও বোধশক্তিসম্বন্ধীয়ভাবে মাধ্যম বানাননি মর্মে যখন বিশ্বাস স্থাপন করা হবে, তখন তা শিরকে আসগার হবে।

মাধ্যম গ্রহনের ব্যাপারে মানুষের বিশ্বাস ৩ ভাগে বিভক্ত:

সহীহ (সঠিক):

আল্লাহ যাকে মাধ্যম বানিয়েছেন তাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহন করা ও তা বিশ্বাস করা। অধিকন্তু এই মাধ্যম অনুভবযোগ্য হতে পারে। যেমন, ঔষধ। অথবা শারয়ী হতে পারে। যেমন, ঝাড়ফুঁক করা।

শিরকে আসগার:

আল্লাহ যাকে মাধ্যম বানান নি তাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহন করা ও তা বিশ্বাস করা। যেমন, নজর লাগা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ষাঁড়ের মাথায় কোন কিছু লটকানো। অথচ আল্লাহ একে মাধ্যম বানান নি।

শিরকে আকবার:

আরোগ্য লাভের ক্ষেত্রে রিং-তাগা নিজেই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম এবং ও রিং-তাগার নিয়ন্ত্রনেই রয়েছে উপকার সাধন ও অপকার নির্মূল করার ক্ষমতা মর্মে বিশ্বাস স্থাপন করা।

মাধ্যম গ্রহণের ব্যাপারে মানুষেরা ৩ ভাগে বিভক্ত:

মাধ্যমকে অস্বীকার করে:

তারা আল্লাহর হিকমতকে অস্বীকার করে। যেমন, জাবারিয়্যাহ ও আশায়েরা।

মাধ্যম গ্রহণের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে:

অমাধ্যমকে মাধ্যম হিসাবে সাব্যস্ত করে। যেমন, সুফীরা।

মাধ্যম গ্রহণের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে:

শুধুমাত্র অনুভবীয় ও শারয়ী মাধ্যমকে সাব্যস্ত করে,অন্যগুলিকে সাব্যস্ত করে না।

তাগা ও প্রভৃতি পরিধানকারীর বিধান ও তার অবস্থাসমূহ:

অবস্থা	বিধান
তার বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ হতে পারে।	এটি শিক্ষা প্রদানকৃত।
আল্লাহ যাকে মাধ্যম বানান নি তাকে মাধ্যম হিসেবে বিশ্বাস করা।	এটি শিরকে আসগার
আরোগ্য লাভের ক্ষেত্রে রিং-তাগা নিজেই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম এবং ও রিং-তাগার নিয়ন্ত্রনেই রয়েছে উপকার সাধন ও অপকার নির্মূল করার ক্ষমতা মর্মে বিশ্বাস স্থাপন করা।	এটি শিরকে আকবার
এ ব্যাপারে কোন তার/তাদের কোন বিশ্বাস নেই তবে সৌন্দর্য বর্ধনের এগুলো পরিধান করে থাকে। যেমন, বর্তমান সময়ে কিছু যুবকের অবস্থা (আল্লাহ আমাদেরকে ও তাদেরকে হেদায়াত দান করুন)। এমনকি কোন কিছু ঝুলানো দেখলেই সেটাকে বৈধ মনে করে এবং এটার মাধ্যমে মানুষের মাঝে পাপের দরজা উন্মুক্ত হয়। এমনকি এটি নারী ও মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয়।	এটি কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে অন্যতম কবীরা গুনাহ

প্রথম দলীল:

আল্লাহ তায়ালার বাণী:﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ﴾

বলুন! তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ যদি আমার কোন ক্ষতি করতে চান তাহলে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি তাঁর ক্ষতি হতে আমাকে রক্ষা করতে পারবে? (সূরা যুমার-৩৮)

- এই প্রতিমাগুলো তার ধারক ও বাহকের কোন উপকার করতে পারে না। এমনকি কোন উপকার সাধন ও অপকার প্রতিরোধ করারও ক্ষমতা রাখেনা। এবং তারা এগুলোর মাধ্যমও নয়। এর উপর ভিত্তি করে প্রত্যেক ঐ জিনিস যা শারয়ী ও অদৃষ্ট কোন মাধ্যম নয়, তাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহন করলে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপনরুপে গণ্য হবে।
- قل حسبي الله: এখানে অনুমান ভিত্তিক মাধ্যম ব্যতীত যথেষ্টতা আল্লাহর দিকে সমর্পন করার বিষয় অন্তর্নিহিত আছে।

দ্বিতীয় দলীল:

عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن النبي رأى رجلاً في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً

ইমরান ইবনুল হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সাঃ) এক ব্যক্তির হাতে পিতলের বালা পরিহিত দেখে জিজ্ঞেস করেন: এই বালাটা কী? সে বললো, এটা অবসন্নতা জনিত রোগের জন্য ধারণ করেছি। তিনি বলেন; এটা খুলে ফেলো। অন্যথায় তা তোমার অবসন্নতা বৃদ্ধিই করবে। (আহমাদ, তবে সনদের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই)

- **حلقة من صفر** : তামা বা তামাজাতীয় দ্রব্যের বালা, যদিও সেটা লোহা বা সূতা দ্বারা গঠিত হয়।
- **ما هذه؟** : প্রত্যাখ্যান করার পূর্বে নিশ্চিত হওয়া। কেননা কখনও কখনও যে জিনিসকে মন্দ বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়, প্রকৃতার্থে সেটা মন্দ নয়।
- **الواهنة** : এমন রোগ যা হাড্ডিকে আক্রান্ত করে ফেলে। যেমন, বাত-ব্যথা। এই বালা জাতীয় জিনিস দ্বারা এমন রোগ প্রতিরোধ বা রোগমুক্তির বাসনা করা হয়।
- **لا تزيدك إلا وهناً** : অর্থ্যাৎ শরীর ও বিশ্বাসকে দুর্বল করে দেয়। এবং আমলের ধরণ অনুযায়ী প্রতিদানও প্রাপ্ত হয়।

তৃতীয় দলীল:

عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ، و في رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك

উকবা বিন আমের (রাঃ) হতে বর্নিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি। যে ব্যক্তি তাবীজ লটকাবে আল্লাহ তার (আশা) পূর্ণ করবেন না আর যে ব্যক্তি কড়ি লটকাবে আল্লাহু কড়ি দিয়ে তার কোন উপকার করবেন না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি তাবীজ ঝুলালো সে শিরক করল।

● **من تعلق تميمة** : তাবীজ ঝুলালো/লটকালো এবং অন্তরের সাথে তাকে সম্পৃক্ত করল। আর এই জন্যই **تعلق** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে,. علق শব্দ ব্যবহার করা হয়নি।

● **فلا أتم الله له** : এটা হয়ত তার উপর দুআ অথবা শুধুমাত্র সংবাদ মাত্র।

● **ومن تعلق ودعة** : এমন জিনিস যা সমুদ্র থেকে সংগ্রহ করা হয়। যেমন, ঝিনুক।

● **فلا ودع الله له** : অর্থ্যাৎ আল্লাহ তাকে স্থবিরতা তথা মৌনতা/স্থিরতার জন্য ছেড়ে দেন না। সুতরাং তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কৃত হয়।।

● **فقد أشرك** : যদি এই বিশ্বাস করে যে, এই সমস্ত জিনিস আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া নিজে নিজেই আরোগ্য লাভ বা উপকার ও অপকারের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে, তাহলে সে শিরকে আকবার করল। আর যদি এই বিশ্বাস না করে তাহলে তা শিরক আসগার এর অন্তর্ভূক্ত।

চতুর্থ দলীল:

ولابن أبي حاتم عن حذيفة: أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، فقطعه وتلا قوله: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ

ইবনে আবী হাতেম হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এক ব্যক্তির হাতে জ্বরের সূতা দেখতে পেয়ে সেটা কেটে ফেললেন এবং তেলোয়াত করলেন অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে কিন্তু তারা মুশরিক।

● **من الحمى**: অর্থ্যাৎ জ্বর থেকে আরোগ্য লাভ অথবা জ্বরকে প্রশমন করার কারনে।

● **فقطعه** : হাত দ্বারা অপকর্মকে প্রতিহতকরণ, পূর্ববর্তীদের লোকদের মন্দ কাজকে প্রতিহত করার ক্ষমতা।

● কোন কিছু ঝুলানোর বিধান:

যে কোন কিছু ঝুলানো বা লটকানো হারাম: বালা, সূতা/তাগা, শঙ্খ, তাবীজ, নেকড়ে বাঘের চোখ, পশুর পায়ের খুর/ক্ষুর, পুরাতন জুতা, ছোট নীল দানা/পুঁতি, ঝালর (বস্ত্রেও মুড়ি সেলাই করা), লেন্স, ষাঁড়ের মাথা, সিংঘের প্রতিকৃতি, কতিপয় গাছ ও বস্ত্রখন্ড প্রভৃতি সবকিছুই হারাম।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত মাসআলা সমূহ জানা যায়:

১। বালা ও সূতা প্রভৃতি পরিধান করার ব্যাপারে কঠোরতা।

২। স্বয়ং সাহাবী যদি এসব জিনিস পরিহিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন তবুও তিনি সফলকাম হতে পারবেন না। এতে প্রমাণ হয় যে, ছোট শিরক কবিরা গুনাহের চেয়েও মারাত্মক। (শিরক যদি শিরকে আসগারও হয়, তবুও ক্ষমা করা হয় না। তবে কবিরা গুনাহ এর বিপরীত তথা ক্ষমা করা হয়।)

৩। এক্ষেত্রে অজ্ঞতার অজুহাত গ্রহনযোগ্য নয়। (রাসূল (সাঃ) বর্ণনা করার পর সেখানে আর কোন ওযর গ্রহনযোগ্য নয়। অজ্ঞতা ২ ধরনের:

[১] এমন অজ্ঞতা যেখানে কোন ওযর গ্রহনযোগ্য নয়। আর তা হলো জানার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও যা অবহেলা ও অমনোযোগীতার কারনে উদ্ভূত হয়।। এই ক্ষেত্রে ওযর গ্রহনযোগ্য নয়। তাতে অজ্ঞতা কুফরী ও পাপচারের অন্তর্ভূক্ত কোন বিষয়ে হলেও।

[২] এমন অজ্ঞতা যেখানে ওযর গ্রহনযোগ্য। আর তা হলো যা পূর্বের নিয়মের বিপরীতে উদ্ভূত হয়। অর্থ্যাৎ সে অবহেলা করে নি, অমনোযোগীও হয় নি এবং তার জানার প্রয়োজনও পড়ে নি যে, এই জিনিসটি হারাম । এই ক্ষেত্রে ওযর গ্রহনযোগ্য। সে যদি ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তাহলে কোন সমস্যা নেই । আর যদি কুফুরীর সাথে সম্পৃক্ত হয়, তাহলে সে দুনিয়াতে কাফের। তবে আখেরাতের বিষয় আল্লাহর নিকট।)

৪। لا تزيدك إلا وهناً এ কথার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে,রিং বা তাগা পরিধান করার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই বরং অকল্যাণ নিহিত আছে।

৫। যে ব্যক্তি এরুপ কাজ করবে তাকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

৬। এ কথা স্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে কোন কিছু শরীরে ঝুলাবে তার কুফল তার উপরেই আপতিত হবে।

৭। এ কথাও স্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে তাবিজ ব্যবহার করল সে মূলত শিরক করল।

৮। জ্বর নিরাময়ের জন্য সুতা পরিধান করাও শিরক।

৯। হুযাইফা কর্তৃক কুরআনের আয়াত তেলোয়াত করার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে,সাহাবায়ে কিরাম শিরকে আসগারের দলীল হিসেবে উক্ত দলীল কেই উপস্থাপন করেছেন যার মধ্যে শিরকে আকবারের কথাও উল্লেখিত আছে। যেমনটি ইবনে আব্বাস (রাঃ) সূরা বাকারার আয়াতে উল্লেখ করেছেন। (ভালবাসার ক্ষেত্রে)

১০। নজর লাগা থেকে মুক্তি লাভের জন্য কড়ি,শঙ্খ,শামুক ইত্যাদি লটকানো শিরক। (তাবীজ জাতীয় শিরক)

১১। যে ব্যক্তি তাবীজ ব্যবহার করে তার ওপর বদদোয়া করা হয়েছে, আল্লাহ যেন তাকে তার আশা পূরণ না করেন। আর যে ব্যক্তি শামুক, কড়ি বা শঙ্খ লটকায় তাকে যেন আল্লাহ রক্ষা না করেন। (এই বিবরণের ভিত্তিতে কোন তাবীজ পরিহিত ব্যক্তিকে আমরা সম্বাধন করে বলব না যে, আল্লাহ তোমার আশা পূরণ না করুন। কেননা আমাদের সম্বোধিত ব্যক্তিকে নির্দিষ্টকরণ ও এই ঘোষনা দেওয়ার ফলে দ্বীনি ক্ষেত্রে অনীহার উদ্ভব হতে পারে। তাই আমরা বলব: তাবীজ অথবা শঙ্খ খুলে ফেল। অতঃপর আমরা তার নিকট এই হাদীস পাঠ করব।)

[৮] ঝাড়ফুঁক ও তাবীজ কবজ সম্পর্কে

লেখক বলেন: ঝাড়ফুককে কেন শিরক বলা হয়নি?

উত্তর: ১- কেননা ঝাড়ফুক দুই প্রকার: ক. বৈধ ঝাড়ফুক খ. অবৈধ ঝাড়ফুক

২- সমস্ত তাবিজ কবজ শিরক তবে যদি কোরআনের আয়াত থাকে তাহলে হারাম

প্রথম দলীল:

أَنَّ أَبَا بَشِيْرٍ الأَنْصَارِيَّ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيْ بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَسُوْلاً أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِيْ رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ.

আবূ বাশীর আল-আনসারী (রাঃ) আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সফরে তিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) -এর সঙ্গে ছিলেন। এ সফওে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) একজন সংবাদ বহনকারী পাঠালেন যে, কোন উটের গলায় যেন ধনুকের রশির মালা কিংবা মালা লটকানো না থাকে, আর ঝুললে তা যেন কেটে ফেলা হয়। [সহিহ বুখারী]।

● **فَأَرْسَلَ** : শরীয়াতের চাহিদা অনুযায়ী তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য।

● **قِلَادَةٌ** : তারা বিশ্বাস করত যে, উটের গলায় রশি ঝুলানো নজর লাগা থেকে প্রতিরোধ করে। আর এটি নিতান্তই ভ্রান্ত বিশ্বাস।

দ্বিতীয় দলীল:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ .

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি- ঝাড়ফুঁকু, তাবীয ও অবৈধ প্রেম ঘটানোর মন্ত্র শির্ক-এর অন্তর্ভুক্ত। (আহমাদ ও আবু দাউদ)

তৃতীয় দলীল:

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ

আবদুল্লাহ ইবনু উকাইম থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, যে লোক কোনকিছু ঝুলিয়ে রাখে (তাবীজ-তুমার) তাকে তাঁর উপরই সোপর্দ করা হয়। (আহমাদ, তিরমিজি)

● إِنَّ الرُّقَى : অর্থ্যাৎ, শরীয়াতে বর্ণিত ছাড়া তাদের নিকট প্রচলিত ঝাড়ফুঁক শিরক এর অন্তর্ভূক্ত।

● مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ : রাসূল (সাঃ) আলোচ্য হাদীসে عَلَّقَ বলেন নি বরং বরং تَعَلَّقَ বলেছেন । কারণ কোন ব্যক্তি তা শরীরে ঝুলায় এবং অন্তরকেও তার সাথে লটকিয়ে দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে কোন কিছু ঝুলায়, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ঠ। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে ঝুলায়, তা ব্যর্থ/পরিতাজ্য।

● কোন মানুষের জন্য উচিৎ নয় যে, নিজে নিজেই কোন জিনিসকে মাধ্যম বানিয়ে শরীরে ঝুলাবে, বরং তা ঝুলাবে একমাত্র আল্লাহর জন্য। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি গাফেল হয়ে রোগমুক্তির জন্য কোন জিনিসের তার অন্তরকে পুরপূর্ণ রুপে সাথে সংযুক্ত করবে, সে শিরক এর মধ্যে পতিত হবে। আর যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস করবে যে, ব্যবহৃত জিনিসটি মাধ্যম মাত্রআর এই মাধ্যমর দ্বারা মুক্তিদাতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তার ভরসা কখনো সঙ্গতিহীন হবে না।

শারঈ ঝাড়ফুঁকের শর্তসমূহ:

ঝাড়ফুঁক আল কুরআন বা সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত হতে হবে। কিংবা মহান আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ দ্বারা আহ্বানের মাধ্যমে হতে হবে।	ঝাড়ফুঁক এমন কথার মাধ্যমে হতে হবে; যা বোধগম্য, শ্রবণযোগ্য, পরিচিত/জানা আরবী ভাষায়।	এই বিশ্বাস করতে হবে যে, নিশ্চয়ই ঝাড়ফুঁক শারঈ উপকরণ মাত্র যা মহান আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত উপকার করতে সক্ষম নয়।

যখন কোন ঝাড়ফুঁকের মাঝে উল্লেখিত শর্তসমূহের মাঝে কোন একটি শর্ত পাওয়া যাবে না তখন তা শারঈ ঝাড়ফুঁকের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর আরবী ভাষা ব্যতীত অন্যান্য ভাষায় কোন ঝাড়ফুঁক নেই। তবে দু'আ বাক্যের মাধ্যমে করা যেতে পাওে, তখন আরবী ভাষা ব্যতীত অন্যান্য ভাষায় সঠিক হবে। তবে শর্ত হচ্ছে যে, মহান আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ পরিবর্তন করা যাবে না। কেননা মহান আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ তাওফীকীয়্যাহ (যেমনিভাবে নামসমূহ প্রত্যেক ভাষাতে একইভাবে উচ্চারিত হয়।) ।

তামাইম- তাবীজ: ইহা এমন জিনিস যা মানুষ ব্যক্তির বদ নজর থেকে রক্ষা পেতে ঝুলিয়ে থাকে। কিন্তু যখন এই তাবীজ ঝুলানোটা আল কুরআনের কোন আয়াত দ্বারা হবে তখন কিছু সালাফ এটাকে অনুমতি দিয়েছেন। আবার অনেকেই অনুমতি দেন নি।

বরং তারা এটাকে নিষেধাজ্ঞার মাঝেই গণ্য করেছেন। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)।

রুকা- ঝাড়ফুঁক: আর এটাকে আযাঈম বলা হয়ে থাকে। আর দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে ইহা শিরক থেকে মুক্ত। রাসূলুল- াহ (সাঃ) বদ নজর ও জর থেকে মুক্তির জন্য ইহা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।

তিওয়ালাহ- ইহা এমন জিনিস যা মানুষ এই বিশ্বাস করে ব্যবহার করে থাকে যে, এর মাধ্যমে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালোবাসা বৃদ্ধি হবে কিংবা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা বৃদ্ধি হবে।

তিওলাহ এর অন্তর্ভূক্ত বিপদমুক্তি আংটির হুকুমঃ

শিরকে আকবারঃ

যদি ব্যবহারকারী এই বিশ্বাস রাখে যে, এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং এর হাতেই উপকার সাধন ও ক্ষতির আশঙ্কা দূরীকরণের ক্ষমতা রয়েছে।

শিরকে আসগারঃ

যদি সে বিশ্বাস করে যে, এর মাধ্যমেই স্বামী - স্ত্রীর মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক অটুট রয়েছে।

হারামঃ

এর অবস্থা- প্রকৃতি/চিত্র খুবই কম। কেননা এটি খৃষ্টানদের অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই তারা এর উদ্ভাবনগতভাবেই ত্রিত্ববাদ আকীদায় বিশ্বাস করে। এবং পুরুষদের জন্য স্বর্ণের কোন কিছু হলে, তা আরো বেশি ভয়ানক।

চতুর্থ দলীলঃ

وَ روي الإمام أحمد عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ قَالَ قَالَ لي رَسُوْلُ اللهِ □ يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَه أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوِ اسْتَنْجى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ.

ওয়াইফি ইবনু সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, হে রুওয়াইফি'! হয়তো তুমি আমার পরে দীর্ঘ জীবন লাভ করবে, তুমি তখন মানুষকে এ সংবাদ দিবে যে, যে ব্যক্তি নিজের দাড়ি জট পাকাবে অথবা ধনুকের রশি গলায় কবচ হিসেবে বাঁধবে অথবা পশুর গোবর বা হাড় দিয়ে শৌচকর্ম করবে, মুহাম্মাদ (সাঃ) তার সাথে কোন সম্পর্ক রাখেন না। (আহমাদ)

● أَنَّ مَنْ عَقَّدَ لِحْيَتَه : আর এটি সাধারণত অহংকার প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কিংবা বদ নজর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য করা হয়ে থাকে।

● تَقَلَّدَ وَتَرًا : বিতর হলো সুঁতার বাঁধন যা বকরী থেকে নেওয়া হয়ে থাকে। যা বদ নজর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়।

● أَوِ اسْتَنْجى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ : পশুর গোবর বা হাড় দিয়ে শৌচকর্ম করা।

● أَوْ عَظْمٍ : ইহা জিনদের খাবার। আর গোবর হলো জিনদের শুকনা খাবার।

পঞ্চম দলীল:

وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة كان كعدل رقبة. رواه وكيع

সাঈদ বিন যুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কারো ঝুলানো তাবীজ ছিঁড়ে দিবে সে দাস মুক্তি সমপরিমাণ সওয়াব পাবে। ওয়াকি' হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ষষ্ঠ দলীল:

ইব্রাহিম থেকে আরো বর্ণিত রয়েছে যে, আল কুরআনের বাক্য দ্বারা হৌক বা অন্যান্য বাক্য দ্বারা হৌক তারা তাবীজ ঝুলানোটা অপছন্দীয় মনে করতেন।

● كان كعدل رقبة : কেননা এর ফলে সে শিরকযুক্ত শয়তানের ইবাদাত থেকে মুক্ত করল। এবং মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করণের মধ্যে সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে এটি। তবে তাবীজ কেটে ফেলে দেওয়া শ্রেষ্ঠতর।

কেন আমরা আল কুরআন দ্বারা তাবীজ ঝুলানোকে হারাম মনে করি?

কতিপয় সালাফ এটিকে অপছন্দীয় বলেছেন। আর সালাফদের নিকটে অপছন্দীয় হওয়াটাই হারাম সাব্যস্ত করে।	নবী (সাঃ) এর বাণী নিশ্চয়ই ঝাড়ফুঁক, তাবীজ ঝুলানো এবং তিওয়ালাহ শিরকের অন্তর্ভুক্ত।	এর মাধ্যমে আমরা শিরকের দরজা উন্মুক্ত করে দিব। কেননা কতক মানুষ ধারণা করে যে, কুরআনের আয়াত ও কুরআন আয়াত ছাড়াও তাবীজ বৈধ ।	এর মাধ্যমে আল কুরআনকে অপমান করা হয়। কেননা তাবীজ ব্যবহারকারী ইহা পরেই বাথরুমে যায় এবং তার হাজত কার্য সমাপ্ত করে কিংবা অপবিত্র হয়ে যায়।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত মাসআলা জানা যায়:

১. ঝাড়-ফুঁক ও তাবীজ-কবজের ব্যাখ্যা।

২. (تولة) তিওয়ালাহ এর ব্যাখ্যা।

৩. কোন ব্যাতিক্রম ছাড়াই উপরোক্ত তিনটি বিষয় শিরক এর অন্তর্ভুক্ত।

৪. সত্যবাণী তথা আল কুরআনের সাহায্যে [চোখের] দৃষ্টি লাগা এবং সাপ বিচ্ছুর বিষ নিরাময়ের জন্য ঝাড়-ফুঁক করা শিরকের অন্তর্ভূক্ত নয়। (অনুরুপভাবে এই দুটি ছাড়া অন্যান্যগুলোও এগুলোর অন্তর্ভূক্ত। যেমন, যাদু)

৫. তাবীজ- কবজ আল কুরআন থেকে হলে তা শিরক হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। (তবে ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর মতটি সর্বাধিক সমৃদ্ধ, কেননা মূল বিষয় হচ্ছে শরীয়াত অবিদ্যমানতা)

৬. খারাপ দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য পশুর রশি বা অন্য কিছু বুঝলানো তার অন্তর্ভূক্ত। (শিরকের অন্তর্ভূক্ত)

৭. যে ব্যক্তি ধনুকের রজ্জু গলায় ঝুলায় তার উপর কঠিন অভিসম্পাত।

৮. কোন মানুষের তাবীজ- কবজ ছিড়ে ফেলা কিংবা কেটে ফেলার ফযীলত।

৯. ইব্রাহীমের কথা পূর্বোক্ত মতভেদের বিরোধী নয়। কারণ এর দ্বারা আব্দুল্লাহর সঙ্গী- সাহাবীদেরকে বুঝানো হয়েছে। (এর দ্বারা সাহাবীরা (রাঃ) ও তাবীঈরা ব্যাপকভাবে উদ্দেশ্য নয়)

[৯] যে ব্যক্তি গাছ বা পাথর প্রভৃতির দ্বারা বরকত অর্জন করতে চায়

তাবাররুক: তা হলো বরকতের আশা করা। যেমন:

বৈধ তাবাররুক:

ক. শারঈ বিষয়। যেমন, মসজিদে হারামে সালাত আদায় করা এবং কুরআন তিলাওয়াত করা।

খ. ইন্দ্রীয় বা অনূভুতি কেন্দ্রীক তাবাররুক: যেমন শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) এর গ্রন্থসমূহ পড়ার মাধ্যমে বরকতের আশা করা।

নিষিদ্ধ বরকত: যে সকল তাবাররুক শরীয়ত কর্তৃক সাব্যস্ত না এবং অনুভুতি এর মাঝেও অন্তর্ভুক্ত না সেগুলো হারাম বরকত। যেমন, নবী (সাঃ) এর হুজরাহ স্পর্শ করার মাধ্যমে বরকতের আশা করা।

প্রথম দলীল:

মহান আল্লাহর বাণী,أَفَرَءَيْتُمُ اللَّتَ والعزى وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرٰى

তোমরা কি লাত ও উযযা সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? আর তৃতীয় আরেকটি মানাৎ সম্পর্কে? [নাজম: ৫২-৫৩।]

দ্বিতীয় দলীল:

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى : اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ) وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

আবূ ওয়াকিদ আল-লাইসী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃহুনাইনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যাত্রা শুরু করলেন। তিনি মুশরিকদের একটি গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই গাছটিকে যাতু আনওয়াত বলা হতো। তারা এর মধ্যে তাদের অস্ত্রসমূহ লটকিয়ে রাখত। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) তাদের যাতু আনওয়াতের মতো আমাদের জন্য একটা যাতু আনওয়াতের ব্যবস্থা করুণ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ সুবহানাল্লাহ! এটা তো মূসা (আঃ) এর উম্মতের কথার মতো হলো। তারা বলেছিল, কাফিরদের যেমন অনেক উপাস্য রয়েছে তদ্রুপ আমাদেরও উপাস্যের ব্যবস্থা করে দিন। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই তোমাদের পুর্ববর্তিগনের নীতি অবলম্বন করবে। (তিরমিজি)

* (أفرأيتم اللات العزى) তোমরা আমাকে সংবাদ দাও এসকল মুর্তির অবস্থা যার তোমরা মহত্ত্ব বর্ননা কর। সেগুলোর কি কোন তুলনা হতে পারে আল্লাহর এই বড় নিদর্শনা গুলোর সাথে, কেননা মুশরিকেরা বিশ্বাস করে যে মুর্তি গুলো তাদের উপকার ও অপকার করে, তাই তাদেও নিকট আসে, তাদেও নিকট দুআ করে, তাদেও জন্য কুরবানি করে, ও তাদেও নৈকট্য লাভ করে।

* (اللات) একজন সত ব্যাক্তি যিনি হাজিদের জন্য ছাতু জাতীয় খাবার তৈরি করতেন।

মাসআলা মাসায়েল:

১. সূরা নাজম এর أفرايتم اللات والعزى এর তাফসীর।

২. সাহাবায়ে কেরামের কাংখিত বিষয়টির পরিচয়।

৩. তারা [সাহাবায়ে কেরাম] শিরক করেননি।

৪. তাঁরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চেয়েছিলেন এ কথা ভেবে যে, আল্লাহ তা [কাংখিত বিষয়টি] পছন্দ করেন।

৫. সাহাবায়ে কেরামই যদি এ ব্যাপারে অজ্ঞ থাকেন তাহলে অন্য লোকেরা তো এ ব্যাপারে আরো বেশী অজ্ঞ থাকবে।

৬. সাহাবায়ে কেরামের জন্য যে অধিক সওয়াব দান ও গুনাহ মাফের ওয়াদা রয়েছে অন্যদের ব্যাপারে তা নেই।

৭. রাসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের কাছে অপারগতার কথা বলেননি বরং তাঁদের কথার শক্ত জবাব এ কথার মাধ্যমে দিয়েছেন,

الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم

আল্লাহু আকবার নিশ্চয়ই এটা পূর্ববর্তী লোকদের নীতি। তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের নীতি অনুসরণ করছো। উপরোক্ততিনটি কথার দ্বারা বিষয়টি অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে।

৮. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে উদ্দেশ্য। এখানে এ কথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামের দাবী মূলতঃ মূসা (আঃ) এর কাছে বনী ইসরাইলের মাবুদ বানিয়ে দেয়ার দাবীরই অনুরূপ ছিল।

৯. রাসূল (সাঃ) কর্তৃক না সূচক জবাবের মধ্যেই তাঁদের জন্য লা-ইলাহা ইল্লাল্লাাহ মর্মার্থ অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে নিহিত আছে।

১০. রাসূল (সাঃ) ফতোয়া দানের ব্যাপারে হলফ করেছেন।

১১. শিরকের মধ্যে আকবার ও আসগার রয়েছে। কারণ, তাঁরা এর দ্বারা দীন থেকে বের হয়ে যাননি।

১২. আমরা কুফরী যমানার খুব কাছাকাছি ছিলাম [অর্থাৎ আমরা সবেমাত্র মুসলমান হয়েছি] এ কথার দ্বারা বুঝা যায় যে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলেন না।

১৩. আশ্চর্যজনক ব্যাপারে যারা আল্লাহু আকবার বলা পছন্দ করে না, এটা তাদের বিরুদ্ধে একটা দলীল।

১৪. পাপের পথ বন্ধ করা।

১৫. জাহেলী যুগের লোকদের সাথে নিজেদের সামঞ্জস্যশীল করা নিষেধ।

১৬. শিক্ষাদানের সময় প্রয়োজন বোধে রাগ করা।

১৭. إنها السنن এটা পূর্ববর্তী লোকদের নীতি এ বাণী একটা চিরন্তন নীতি।

১৮. রাসূল (সাঃ) যে সংবাদ বলেছেন, বাস্তবে তাই ঘটেছে। এটা নবুয়তেরই নিদর্শন।

১৯. কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা ইহুদী ও খৃষ্টানদের চরিত্র সম্পর্কে যে দোষ-ক্রটির কথা বলেছেন, তা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যই বলেছেন।

২০. তাদের [আহলে কিতাবের] কাছে এ কথা স্বীকৃত যে ইবাদতের ভিত্তি হচ্ছে [আল্লাহ কিংবা রাসুলের] নির্দেশ। এখানে কবর সংক্রান্ত বিষয়ে শর্তকতা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। من ربك [তোমার রব কে?] দ্বারা যা বুঝানো হয়েছে তা সুস্পষ্ট। [অর্থাৎ আল্লাহ শিরক করার নির্দেশ না দেয়া সত্বেও তুমি শিরক করেছো। তাহলে তোমার রব কে যার হুকুমে শিরক করেছো?]। من نبيك [তোমার নবী কে] এটা নবী কর্তৃক গায়েবের খবর [অর্থাৎ কবরে কি প্রশ্ন করা হবে এ কথা নবী ছাড়া কেউ বলতে পারেনা। এখানে এ কথার দ্বারা বুঝানো হচ্ছে কে তোমার নবী? তিনি তো শিরক করার কথা বলেননি। তারপর ও তুমি শিরক করেছো। তাহলে তোমার শিরক করার নির্দেশ দাতা নবী কে? ما دينك [তোমার দীন কি] এ কথা তাদের إجعل لنا آلهة [আমাদের জন্যও ইলাহ ঠিক করে দিন) এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন করা হবে। [অর্থাৎ তোমার দ্বীনতো শিরক করার নির্দেশ দেয়নি তাহলে তোমাকে শিরকের নির্দেশ দান কারী দ্বীন কি?]

২১. মুশরিকদের রীতি- নীতির মত আহলে কিতাবের [অর্থাৎ আসমানী কিতাব প্রাপ্তদের] রীতি-নীতিও দোষনীয়।

২২. যে বাতিল এক সময় অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো তা পরিবর্তনকারী একজন নওমুসলিমের অন্তর পূর্বের সে অভ্যাস ও স্বভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। ونحن حدثاء عهد بكفر [আমরা কুফরী যুগের খুব নিকটবর্তী ছিলাম বা নতুন মুসলমান ছিলাম] সাহাবীদের এ কথার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়।

[১০] আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে যবেহ করা প্রসঙ্গে

লেখক কেন এ অধ্যায়ে বলেননি: আল্লাহ ব্যতিত অন্যের জন্য যবেহ করা শিরকে আকবার?

১। যে কেন বিষয়কে দলিল সহ গ্রহন করার উপর অভ্যাস্ত করার জন্য ।

২। কোননা আল্লাহ ব্যাতীত অন্যের জন্য যবেহ করা দুই প্রকার: বৈধ ও শিরকে আকবার ।

প্রথম ও দ্বিতীয় দলীল: মহান আল্লাহর বাণী,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

আপনি বলুন আমার নামায, আমার কোরবাণী এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। (সূরা আনআম-১৬২)

তিনি বলেন, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

কাজেই তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় কর এবং কুরবানী কর। (সূরা কাউসার- ২)

যবেহ এর প্রকারভেদ:

ক. মহান আল্লাহর জন্য যবেহ করা। যেমন, হজ্বে হাদী যবেহ করা, ঈদের কুরবানী, আক্বীক্বা। এগুলো আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহ করা বড় শিরক।

খ. বৈধ যবেহ। যেমন, বকরীর গোশত খাওয়ার জন্য, মেহমানের সম্মানার্থে মেহমানদারীর জন্য, ব্যবসার জন্য যবেহ করা।

গ. ভালোবেসে এবং সম্মানার্থে মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহ করা। এটা বড় শিরক।যেমন, কবরবাসীর উদ্দেশ্য এবং জ্বিনের জন্য যবেহ করা।

তৃতীয় দলীল:

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ.

আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) তিনি আমাকে চারটি (বিশেষ শিক্ষণীয়) কথা বলেছেন। ১. যে লোক তার পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করে, আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করেন, ২. যে লোক আল্লাহ ব্যতীত ভিন্ন কারো নামে যাবাহ করে আল্লাহ তার উপরও অভিসম্পাত করেন, ৩. ঐ ব্যক্তির উপরও আল্লাহ অভিসম্পাত করেন, যে কোন বিদআতী লোককে আশ্রয় দেয় এবং ৪. যে ব্যক্তি জমিনের (সীমানার) চিহ্নসমূহ অন্যায়ভাবে পরিবর্তন করে, তার উপরও আল্লাহ অভিসম্পাত করেন। (মুসলিম)

চতুর্থ দলীল:

عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :دخل الجنة رجل في ذباب ، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال :مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا ، فقالوا لأحدهما : قرب ، قال : ليس عندي شيء أقرب، قالوا له : قرب ولو ذبابا ، فقرب ذبابا فخلوا سبيله ، فدخل النار . وقالوا للآخر : قرب ، قال : ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل ، فضربوا عنقه ، فدخل الجنة.

তারিক বিন শিবাহ (রাঃ) আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেনঃ একটি মাছির কারণে একটি লোক বেহেশ্তে প্রবেশ করেছে আর একটি মাছির কারণেই আর একটি লোক জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। সাহাবায়ে কেরামগণ আরজ করলেন হে আল্লাহর রাসূল এটা কিভাবে সম্ভব? উত্তরে তিনি বললেনঃ দুই ব্যক্তি কোন এক মূর্তিপূজক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে (রাস্তা) অতিক্রম করতেছিলেন, আর যারাই ঐ রাস্তা দিয়ে পথ অতিক্রম করেন তাদেরকেই সেখানে কোন কিছু দান করে যেতে হয়। তাই তারা এই দুইজনের একজনকে বললেনঃ তুমি কিছু দান করো লোকটি বললেন আমার কাছে দান করার মতো কোন কিছু নাই। তখন তারা লোকটি বললেনঃ একটি মাছি হলেও দান করো। তখন লোকটি একটি মাছি দান করেলো এবং তারা তার রাস্তা ছেড়ে দিল, আর এ কারণেই সে ব্যক্তি জাহান্নামে চলে গেল। মূর্তিপূজক সম্প্রদায়ের লোকেরা আবার অপর লোকটিকে বললেনঃ তুমিও কিছু দান করো! তখন লোকটি বলেছিলেনঃ আমি একমাত্র মহিমান্বিত আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো উদ্দেশ্যে কোন কিছু দান করি না। তখন তারা (ক্ষিপ্ত হয়ে) তাকে হত্যা করে ফেলল আর একারণেই সে জান্নাতে চলে গেল। (আহমাদ)

মাসআলা মাসায়েল:

১.

قل إن صلاتي ونسكي এর তাফসীর

২. فصل لربك وانحر এর তাফসীর।

৩. প্রথম অভিশপ্ত ব্যক্তি হচ্ছে গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহকারী।

৪. যে ব্যক্তি নিজ পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয় তার উপর আল্লাহর লানত। এরমধ্যে এ কথাও নিহিত আছে যে তুমি কোন ব্যক্তির পিতা- মাতাকে অভিশাপ দিলে সেও তোমার পিতা-মাতাকে অভিশাপ দিবে।

৫. যে ব্যক্তি বিদআতীকে আশ্রয় দেয় তার উপর আল্লাহর লানত। বিদআতী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে দ্বীনের মধ্যে এমন কোন নতুন বিষয় আবিস্কার বা উদ্ভাবন করে, যাতে আল্লাহর হক ওয়াজিব হয়ে যায়। এর ফলে সে এমন ব্যক্তির আশ্রয় চায় যে তাকে উক্ত বিষয়ের দোষ ত্রুটি বা অশুভ পরিণতি থেকে রক্ষা করতে পারে।

৬. যে ব্যক্তি জমির সীমানা বা চিহ্ন পরিবর্তন করে তার উপর আল্লাহর লানত। এটা এমন চিহ্নিত সীমানা যা তোমার এবং তোমার প্রতিবেশীর জমির অধিকারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। এটা পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে, তার নির্ধারিত স্থান থেকে সীমানা

এগিয়ে আনা অথবা পিছনে নিয়ে যাওয়া।

৭. নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর লানত এবং সাধারণভাবে পাপীদের উপর লানতের মধ্যে পার্থক্য।

৮. এ গুরুত্বপূর্ণ কাহিনীটি মাছির কাহিনী হিসেবে পরিচিত।

৯. তার জাহান্নামে প্রবশে করার কারণ হচ্ছে ঐ মাছি, যা নযরানা হিসেবে মূর্তিকে দেয়ার কোন ইচ্ছা না থাকা সত্বেও কওমের অনিষ্টতা হতে বাঁচার উদ্দেশ্যেই সে [মাছিটি নযরানা হিসেবে মূর্তিকে দিয়ে শিরকী] কাজটি করেছে।

১০. মোমিনের অন্তরে শিরকের [মারাত্মক ও ক্ষতিকর] অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ। নিহত [জান্নাতী] ব্যক্তি নিহত হওয়ার ব্যাপারে কি ভাবে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু তাদের দাবীর কাছে সে মাথা নত করেনি। অথচ তারা তার কাছে কেলমাত্র বাহ্যিক আমল ছাড়া আর কিছুই দাবী করেনি।

১১. যে ব্যক্তি জাহান্নামে গিয়েছে সে একজন মুসলমান। কারণ সে যদি কাফের হতো তাহলে এ কথা বলা হতোনা دخل النار فى ذباب একটি মাছির ব্যাপারে সে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। [অর্থাৎ মাছি সংক্রান্ত শিরকী ঘটনার পূর্বে সে জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য ছিল]

১২. এতে সেই সহীহ হাদিসের পক্ষে সাক্ষ্য পাওয়া যায়, যাতে বলা হয়েছে, الجنة اقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك

জান্নাত তোমাদের কোন ব্যক্তির কাছে তার জুতার ফিতার চেয়েও নিকটবর্তী। জাহান্নামও তদ্রুপ নিকটবর্তী।

১৩. এটা জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, অন্তরের আমলই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। এমনকি মূর্তি পূজারীদের কাছেও এ কথা স্বীকৃত।

[১১] যে স্থানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা হয়, সে স্থানে আল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা যাবে না

লেখকের এগুরুত্তপূর্ণ কথার মধে তিন টি হিকমত রয়েছে: ১। কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য

২। একাজ দ্বারা ব্যক্তি ধোকায় পতিত হয়, এবং সে মনে করে মুশরিকদের কাজ টি বৈধ।

৩। মুশরেকেরা একাজের প্রতি আরোও শক্তি শালি হবে, তাই এটি নিষিদ্ধ।

প্রথম দলীল:

মহান আল্লাহর বাণী, لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا.

হে নবী, আপনি কখনো সেখানে দাঁড়াবেন না। (সূরা তাওবাহ ১০৮)

দ্বিতীয় দলীল:

عن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالو: لا قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالو: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الله، ولافيما لا يملك ابن آدم.
رواه أبو داود وإسناده على شرطهما

ছাবিত বিন আদ্দাহহাক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি বুওয়ানা নামক স্থানে একটি উট কুরবানী করার জন্য মান্নত করলো। তখন রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, সে স্থানে এমন কোন মূর্তি ছিল কি, জাহেলী যুগে যার পূজা করা হতো সাহাবায়ে কেরাম বললেন, না। তিনি বললেন, সে স্থানে কি তাদের কোন উৎসব বা মেলা অনুষ্ঠিত হতো? তাঁরা বললেন, না [অর্থাৎ এমন কিছু হতোনা] তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমি তোমার মান্নত পূর্ণ করো। তিনি আরো বললেন, আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে মান্নত পূর্ণ করা যাবে না। আদম সন্তান যা করতে সক্ষম নয় তেমন মান্নতও পূরা করা যাবে না। (আবু দাউদ)

মাসআলা মাসায়েল:

১.

لا تقم فيه أبداً এর তাফসীর।

২. দুনিয়াতে যেমনি ভাবে পাপের [ক্ষতিকর] প্রভাব পড়তে পারে, তেমনিভাবে [আল্লাহর] আনুগত্যের [কল্যাণময়] প্রভাবও পড়তে পারে।

৩. দুর্বোধ্যতা দূর করার জন্য কঠিন বিষয়কে সুস্পষ্ট ও সহজ বিষয়ের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়।

৪. প্রয়োজন বোধে মুফতী জিজ্ঞাসিত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ [প্রশ্ন কারীর কাছে] চাইতে পারেন।

৫. মান্নতের মাধ্যমে কোন স্থানকে খাস করা কোন দোষের বিষয় নয়, যদি তাতে শরিয়তের কোন বাধা-বিপত্তি না থাকে।

৬. জাহেলী যুগের মূর্তি থাকলে তা দূর করার পরও সেখানে মান্নত করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৭. জাহেলী যুগের কোন উৎসব বা মেলা কোন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকলে, তা বন্ধ করার পরও সেখানে মান্নত করা নিষিদ্ধ।

৮. এসব স্থানের মান্নত পূরণ করা জায়েজ নয়। কেননা এটা অপরাধমূলক কাজের মান্নত।

৯. মুশরিকদের উৎসব বা মেলার সাথে কোন কাজ সাদৃশ্যপূর্ণ ও সামঞ্জস্যশীল হওয়ার ব্যাপারে খুব সাবধান থাকতে হবে।

১০. পাপের কাজে কোন মান্নত করা যাবে না।

১১. যে বিষয়ের উপর আদম সন্তানের কোন হাত নেই সে বিষয়ে মান্নত পূরা করা যাবে না।

[১২] আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে মানত করা শিরক

প্রথম ও দ্বিতীয় দলীল:

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ,

তারা মান্নত পূরা করে (সুরা ইনসান-৭)

দ্বিতীয় দলীল:

মহান আল্লাহর বাণী, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُه.

তোমরা যা কিছু খরচ করেছো আর যে মান্নত মেনেছো, তা আল্লাহ জানেন (সূরা বাকারা : ২৭০)

তৃতীয় দলীল:

وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه.

সহীহ বুখারীতে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের কাজে মান্নত করে সে যেন তা পূরা করার মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে মান্নত করে সে যেন তাঁর নাফরমানী না করে। [অথাৎ মান্নত যেন পূরা না করে। (বুখারী)

মাসআলা মাসায়েল:

১. নেক কাজে মান্নত পূরা করা ওয়াজিব।

২. মান্নত যেহেতু আল্লাহর ইবাদত হিসেবে প্রমাণিত, সেহেতু গাইরুল্লাহর জন্য মান্নত করা শিরক।

৩. আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে মান্নত পূরণ করা জায়েয নয়।

[১২] আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা শিরক

(যে ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ প্রদান করতে সক্ষম নয়)

প্রথম দলীল:

মহান আল্লাহর বাণী, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا.

মানুষের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক কতিপয় জ্বিনের কাছে আশ্রয় চাইতেছিল, এর ফলে তাদের [জ্বিনদের] গর্ব ও আহমিকা আরো বেড়ে গিয়েছিল। (সূরা জ্বিন-৬)।

দ্বিতীয় দলীল:

খাওলা বিনতে হাকীম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূল (সাঃ) কে এ কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন মঞ্জিলে অবতীর্ণ হয়ে বললো, আমি আল্লাহ তাআলার পূর্ণাঙ্গ কালামের কাছে তাঁর সৃষ্টির সকল অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই। তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ মঞ্জিল ত্যাগ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না। (মুসলিম)

মাসআলা মাসায়েল:

১. সূরা জ্বিনের ৬ নং আয়াতের তাফসীর।

২. গাইরুল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া শিরকের মধ্যে গণ্য।

৩. হাদিসের মাধ্যমে এ বিষয়ের উপর [অর্থাৎ গাইরুল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া শিরক] দলীল পেশ করা। উলামায়ে কেরাম উক্ত হাদীস দ্বারা এ প্রমাণ পেশ করেন যে, কালিমাতুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর কালাম মাখলুক [সৃষ্টি] নয়। তাঁরা বলেন মাখলুকের কাছে আশ্রয় চাওয়া শিরক।

৪. সংক্ষিপ্ত হলেও উক্ত দোয়ার ফজিলত।

৫. কোন বস্তু দ্বারা পার্থিক উপকার হাসিল করা অর্থাৎ কোন অনিষ্ট থেকে তা দ্বারা বেঁচে থাকা কিম্বা কোন স্বার্থ লাভ, এ কথা প্রমাণ করে না যে, উহা শেরকের অন্তর্ভুক্ত নয়।

[১৪] আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া অথবা দোয়া করা শিরক

প্রথম থেকে পাঁচটি দলীল:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ.

আল্লাহ ছাড়া এমন কোন সত্তাকে ডেকোনা, যা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না এবং ক্ষতিও করতে পারবে না। যদি তুমি এমন কারো তাহলে নিশ্চয়ই তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোন বিপদে ফেলেন, তাহলে একমাত্র তিনি ব্যতীত আর কেউ তা থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। (সূরা ইউনুস-১০৬-১০৭)

فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ.

আল্লাহর কাছে রিযিক চাও এবং তাঁরই ইবাদত করো। (আনকাবুত : ১৭)।

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

তার চেয়ে অধিক ভ্রান্ত আর কে হতে পারে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ছাড়া এমন সত্তাকে ডাকে যে সত্তা কেয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে পারবে না। (সূরা আহকাফ- ৫)

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ.

বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির ডাকে কে সাড়া দেয় যখন সে ডাকে? আর কে তার কষ্ট দূর করে? (সূরা নামল- ৬২)।

ইমাম তাবরানী বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) এর যুগে এমন একজন মুনাফিক ছিলো, যে মোমিনদেরকে কষ্ট দিতো। তখন মুমিনরা পরস্পর বলতে লাগলো, চলো, আমরা এ মুনাফিকের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য রাসূল (সাঃ) এর সাহায্য চাই। নবী করীম (সাঃ) তখন বললেন,

إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله

আমার কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে না। একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে।

রিযিকের প্রকারভেদ:

সাধারণ [আম]: সকল সৃষ্টির জন্য। চাই তা হালাল হৌক কিংবা হারাম হৌক।

শুধু মুমিনদের জন্য নির্দিষ্ট: তা হলো ঈমান, তাক্বওয়া, সৎ আমল।

মাসআলা মাসায়েল:

১. সাহায্য চাওয়ার সাথে দোয়াকে আতফ করার ব্যাপারটি কোন عام বস্তুকে خاص বস্তুর সাথে সংযুক্ত করারই নামান্তর।

২. وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ولا আল্লাহর এ বাণীর তাফসীর।

৩. গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া বা গাইরুল্লাহকে ডাকা শিরকে আকবার।

৪. সব চেয়ে নেককার ব্যক্তিও যদি অন্যের সন্তুষ্টির জন্য গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য চায় বা দোয়া করে , তাহলেও সে জালিমদের অন্তর্ভূক্ত।

৫. এর পরবর্তী আয়াত অর্থাৎ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ এর তাফসীর।

৬. গাইরুল্লাহর কাছে দোয়া করা কুফরী কাজ হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াতে এর কোন উপকারিতা নেই। [অর্থাৎ কুফরী কাজে কোন সময় দুনিয়াতে কিছু বৈষয়িক উপকারিতা পাওয়া যায়, কিন্তু গাইরুল্লাহর কাছে দোয়া করার মধ্যে দুনিয়ার উপকারও নেই]

৭. ৩য় আয়াত فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ এর তাফসীর।

৮. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে রিযিক চাওয়া উচিত নয়। যেমনিভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে জান্নাত চাওয়া উচিৎ নয়।

৯. ৪র্থ আয়াত অর্থাৎ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ এর তাফসীর।

১০. যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর কাছে দোয়া করে, তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কেউ নয়।

১১. যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর কাছে দোয়া করে সে গাইরুল্লাহ দোয়াকারী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবচেতন থাকে, অর্থাৎ তার ব্যাপারে গাইরুল্লাহ সম্পূর্ণ অনবহিত থাকে।

১২. مدعو [মাদউ] অর্থাৎ যাকে ডাকা হয় কিংবা যার কাছে দোয়া করা হয়, দোয়াকারীর প্রতি তার রাগ ও শত্রুতার কারণেই হচ্ছে ঐ দোয়া যা তার [গাইরুল্লাহার] কাছে করা হয়। [কারণ প্রকৃত মাদউ] কখনো এরকম শিরকী কাজের অনুমতি কিংবা নির্দেশ দেয়নি]।

১৩. গাইরুল্লাহকে ডাকার অর্থই হচ্ছে তার ইবাদত করা।

১৪. ঐ ইবাদতের মাধ্যমেই কুফরী করা হয়।

১৫। আর এটাই তার [গাইরুল্লাহর কাছে দোয়া কারীর] জন্য মানুষের মধ্যে সবচেয়ে পাপী ব্যক্তি হওয়ার একমাত্র কারণ।

১৬. পঞ্চম আয়াত অর্থাৎ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ এর তাফসীর।

১৭. বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মূর্তি পূজারীরাও একথা স্বীকার করে যে, বিপদগ্রস্থ, অস্থির ও ব্যাকুল ব্যক্তির ডাকে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সাড়া দিতে পারে না। এ কারণেই তারা যখন কঠিন মুসীবতে পতিত হয়, তখন ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে তারা আল্লাহকে ডাকে।

১৮. এর মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) কর্তৃক তাওহীদের হেফাযত, সংরক্ষণ এবং আল্লাহ তাআলার সাথে আদব-কায়দা রক্ষা করে চলার বিষয়টি জানা গেলো।

[১৫] প্রথম দলীল,

আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴾তারা কি আল্লাহর সাথে এমন সব বস্তুকে শরীক করে যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনা। বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট হয়﴿

দ্বিতীয় দলীল:

মহান আল্লাহর বাণী, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ

তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে [উপকার সাধন অথবা মুসীবত দূর করার জন্য] ডাকো তারা কোন কিছুরই মালিক নয়। (সূরা ফাতের- ১৩)।

তৃতীয় দলীল: সহীহ বুখারীতে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধে নবী (সাঃ) আঘাত প্রাপ্ত হলেন এবং তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে গেলো। তখন নবী (সাঃ) দুঃখ করে বললেন,

كيف يفلح قوم شجو نبيهم فنـزلت ليس لك من الأمر شيئ

সে জাতি কেমন করে কল্যাণ লাভ করবে, যারা তাদের নবীকে আঘাত দেয়। তখন ليس لك من الأمر شيئএ আয়াত নাযিল হলো। যার অর্থ হচ্ছে, [আল্লাহর] এ [ফায়সালার] ব্যাপারে আপনার কোন হাত নেই।

চতুর্থ দলীল: আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্নিত, তিনি রাসূল (সাঃ) ফজরের নামাজের শেষ রাকাতে রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد বলার পর এ কথা বলতে শুনেছেন اللهم العن فلانا وفلانا আল্লাহ

তুমি অমুক, অমুক, [নাম উল্লেখ করে] ব্যক্তির উপর তোমার লানত নাযিল করো। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ليس لك من الأمر شيئ অর্থাৎ এ বিষয়ে তোমার কোন এখতিয়ার নেই। আরেক বর্ণনায় আছে, যখন রাসূল (সাঃ) সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা এবং সোহাইল বিন আমর আল-হারিছ বিন হিশামের উপর বদদোয়া করেন তখন এ আয়াত ليس لك من الأمر شيئ নাযিল হয়েছে।

পঞ্চম দলীল: আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) এর উপর যখন وأنذر عشيرتك الأقربين নাযিল হলো তখন আমাদেরকে কিছু বলার জন্য দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি বললেন,

يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني غنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا

হে কুরাইশ বংশের লোকেরা [অথবা এ ধরণেরই কোন কথা বলেছেন] তোমরা তোমাদের জীবনকে খরিদ করে নাও। [শিরকের পথ পরিত্যাগ করতঃ তাওহীদের পথ অবলম্বন করার মাধ্যমে জাহান্নামের শাস্তি থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও] আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে আমি তোমাদের কোন উপকারে আসব না। হে আববাস বিন আবদুল মোত্তালিব আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে আমি আপনার জন্য কোন উপকার করতে সক্ষম নই। হে রাসূলুল্লাহর ফুফু সাফিয়্যাহ, আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে আমি আপনার কোন উপকার করতে সক্ষম নই। হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা, আমার সম্পদ থেকে যা খুশী চাও। কিন্তু আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে তোমার কোন উপকার করার ক্ষমতা আমার নেই।

মাসআলা মাসায়েল:

১. এ অধ্যায়ে উল্লেখিত দুটি আয়াতের তাফসীর।

২. উহুদ যুদ্ধের কাহিনী।

৩. নামাজে সাইয়্যেদুল মুরসালীন তথা বিশ্বনবী কর্তৃক দোয়াতে কনুত পাঠ করা এবং নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক আমীন বলা।

৪. যাদের উপর বদ দোয়া করা হয়েছে তারা কাফের।

৫. অধিকাংশ কাফেররা অতীতে যা করেছিলো তারাও তাই করেছে। যেমন, নবীদেরকে আঘাত করা, তাঁদেরকে হত্যা করতে চাওয়া এবং একই বংশের লোক হওয়া সত্ত্বেও মৃত ব্যক্তির নাক, কান কাটা।

৬. এ ব্যাপারে নবী (সাঃ) এর উপর ليس لك من الأمرشي নাযিল হওয়া

৭. أو يتوب عليهم أن يعذبهم এরপর তারা তাওবা করলো। আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করলেন, আর তারাও আল্লাহর উপর ঈমান আনলো।

৮. বালা-মুসীবতের সময় দোয়া-কুনুত পড়া।

৯. যাদের উপর বদ দোয়া করা হয়, নামাজের মধ্যে তাদের নাম এবং তাদের পিতার নাম উল্লেখ করে বদ দোয়া করা।

১০. কুনুতে নাযেলায় নির্দিষ্ট করে অভিসম্পাত করা।

১১. وأنذر عشيرتك الأقربين নাযিল হওয়ার পর পর নবী জীবনের ঘটনা।

১২. ইসলামের দাওয়াত প্রচারের ক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ) এর অক্লান্ত

১৩. রাসূল (সাঃ) তাঁর দূরবর্তী এবং নিকটাত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে বলেছেন لا أغني عنك من الله شيئا [আল্লাহর কাছে জবাব দিহি করার ব্যাপারে আমি তোমার সাহায্য করতে পারব না] এমনকি তিনি ফাতেমা রা.কেও লক্ষ্য করে

বলেছিলেন,

يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا

হে ফাতেমা, আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে তোমার কোন উপকার আমি করতে সক্ষম হবো না।] তিনি সমস্ত নবীগণের নেতা হওয়া সত্ত্বেও নারীকুল শিরোমণির জন্য কোন উপকার করতে না পারার ঘোষণা দিয়েছেন। আর মানুষ যখন এটা বিশ্বাস করে যে, তিনি সত্য ছাড়া কিছুই বলেন না, তখন সে যদি বর্তমান যুগের কতিপয় খাস ব্যক্তিদের অন্তরে সুপারিশের মাধ্যমে অন্যকে বাঁচানোর ব্যাপারে যে ধ্যান-ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তার দিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহলে তার কাছে তাওহীদের মর্মকর্থা এবং দ্বীন সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতার কথা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।

[১৬] আল্লাহ তায়ালার বাণী: ﴿এমনকি শেষ পর্যন্ত যখন লোকদের অন্তর থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে তখন তারা সুপারিশকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের রব কি জবাব দিয়েছেন? তারা বলবে, সঠিক জবাবই পাওয়া গিয়েছে আর তিনিই মহান ও শ্রেষ্ঠ ।﴾

দ্বিতীয় দলীল:

সহীহ বুখারীতে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، ينفذ هم ذلك (حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. قالوا: الحق وهوالعلي الكبير فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بن عيينه بكفه، فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيا إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. وربما ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب معها مائة كذبة. فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التى سمعت من السماء.

যখন আল্লাহ তাআলা আকাশে কোন বিষয়ের ফয়সালা করেন, তখন তাঁর কথার সমর্থনে বিনয়াবনত হয়ে ফিরিস্তারা তাদের ডানাগুলো নাড়াতে থাকে। ডানা নাড়ানোর আওয়াজ যেন ঠিক পাথরের উপর শিকলের আওয়াজ। তাদের অবস্থা এভাবেই চলতে থাকে। যখন তাদের অন্তর থেকে এক সময় ভয়-ভীতি দূর হয়ে যায়, তখন তারা বলে, তোমাদের রব তোমাদেরকে কি বলেছেন? তারা জবাবে বলে, আল্লাহ হক কথাই বলেছেন। বস্তুতঃ তিনিই হচ্ছেন মহান ও শ্রেষ্ঠ। এমতাবস্থায় চুরি করে কথা শ্রবণকারীরা উক্ত কথা শুনে ফেলে। আর এসব কথা চোরেরা এ ভাবে পর পর অবস্থান করতে থাকে। এ হাদীসের বর্ণনাকারী সুফইয়ান বিন উয়াইনা চুরি করে কথা শ্রবণকারী [খাত চোর] দের অবস্থা বর্ণ করতে গিয়ে হাতের তালু দ্বারা এর ধরণ বিশ্লেষণ করেছেন এবং হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে তাদের অবস্থা বুঝিয়েছেন। অতঃপর চুপিসারে শ্রবণকারী কথাগুলো শুনে তার নিজের ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়। শেষ পর্যন্ত এ কথা একজন যাদুকর কিংবা গণকের ভাষায় দুনিয়াতে প্রকাশ পায়। কোন কোন সময় গণক বা যাদুকরের কাছে উক্ত কথা পৌঁছানোর পূর্বে শ্রবণকারীর উপর আগুনের তীর নিক্ষিপ্ত হয়। আবার কোন কোন সময় আগুণের তীর নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই সে কথা দুনিয়াতে পৌঁছে যায়। ঐ সত্য কথাটির সাথে শত শত মিথ্যা কথা যোগ করে মিথ্যার বেশাতি করা হয়। অতঃপর শত মিথ্যার সাথে মিশ্রিত সত্য কথাটি যখন বাস্তবে রূপ লাভ করে তখন বলা হয়, অমুক-অমুক দিনে এমন এমন কথা কি তোমাদেরকে বলা হয়নি? এমতাবস্থায় আকাশে শ্রুত কথাটিকেই সত্যায়িত করা হয়।

তৃতীয় দলীল:

নাওয়াস বিন সামআন রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

إذا أراد الله تعالى أن يوحى بالأمر، وتكلم بوحى أخذت السماوات منه رجفة، او قال: رعدة شديدة خوفا من الله عزوجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق، وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.

আল্লাহ তাআলা যখন কোন বিষয়ে অহী করতে চান এবং অহীর মাধ্যমে কথা বলেন তখন আল্লাহ রাববুল ইজ্জতের ভয়ে সমস্ত আকাশ মন্ডলী কেঁপে উঠে অথবা বিকট আওয়াজ করে। আকাশবাসী ফিরিস্তাগণ এ নিকট আওয়াজ শুনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। এ অবস্থা থেকে সর্ব প্রথম যিনি মাথা উঠান, তিনি হচ্ছেন জিবরাঈল তারপর আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা করেন অহীর মাধ্যমে জিবরাঈল এর সাথে কথা বলেন। জিবরাঈল এরপর ফিরিস্তাদের পাশ দিয়ে যেতে থাকেন। যতবারই আকাশ অতিক্রম করতে থাকেন ততবারই উক্ত আকাশের ফিরিস্তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, হে জিবরাঈল, আমাদের রব কি বলেছেন? জিবরাঈল উত্তরে বলেন, আল্লাহ হক কথাই বলেছেন, তিনিই মহান ও শ্রেষ্ঠ। একথা শুনে তারা সবাই জিবরাঈল যা বলেছেন তাই বলে। তারপর আল্লাহ তাআলা জিবরাঈলকে যেখানে অহী নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন সে দিকে চলে যান।

মাসআলা মাসায়েল:

১. সুরা সাবার ২৩ নং আয়াতের তাফসীর।

২. এ আয়াতে রয়েছে শিরক বাতিলের প্রমাণ। বিশেষ করে সালেহীনের সাথে যে শিরককে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটিই সে আয়াত, যাকে অন্তর থেকে শিরক বৃক্ষের শিকড় কর্তনকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়।

৩. قال الحق وهو العلي الكبير এ আয়াতের তাফসীর।

৪. হক সম্পর্কে ফিরিস্তাদের জিজ্ঞাসার কারণ।

৫. এমন এমন কথা বলেছেন এ কথার মাধ্যমে জিবরাঈল কর্তৃক জবাব প্রদান।

৬. জিসদারত অবস্থা থেকে সর্ব প্রথম জিবরাইল কর্তৃক মাথা উঠানোর উল্লেখ।

৭. সমস্ত আকাশবাসীর উদ্দেশ্যে জিবরাইল কথা বলবেন। কারণ তাঁর কাছেই তারা কথা জিজ্ঞাসা করে।

৮. বেহুশ হয়ে পড়ার বিষয়টি আকাশবাসী সকলের জন্যই প্রযোজ্য।

৯. আল্লাহর কালামের প্রভাবে সমস্ত আকাশ প্রকম্পিত হওয়া।

১০. জিবরাঈল আল্লাহর নির্দেশিত পথে অহি সর্ব শেষ গন্তব্যে পৌঁছান।

[১৭] শাফয়াত (সুপারিশ)

প্রথম দলীল:

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ.

তুমি কুরআনের মাধ্যমে সে সব লোকদের ভয় দেখাও, যারা তাদের রবের সামনে উপস্থিত হওয়াকে ভয় করে। সেদিন তাদের অবস্থা এমন হবে যে, আলণ্ডাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী বন্ধু এবং কোন শাফাআতকারী থাকবে না। (সূরা আনআম-৫১)।

দ্বিতীয় দলীল:

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا.

বলুন, সমস্ত শাফাআত কেবলমাত্র আল্লাহরই ইখতিয়ার ভুক্ত (সূরা ঝুমার-৪৪)।

তৃতীয় দলীল:

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

তাঁর [আল্লাহর] অনুমতি ব্যতীত তাঁর দরবারে কে শাফাআত [সুপারিশ] করতে পারে? (সূরা বাকারাহ-২৫৫)।

চতুর্থ দলীল:

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى.

আকাশ মন্ডলে কতইনা ফিরিস্ড়া রয়েছে। তাদের শাফাআত কোন কাজেই আসবে না, তবে হ্যাঁ, তাদের শাফাআত যদি এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে হয় যার আবেদন শুনতে তিনি ইচ্ছা করবেন এবং তা পছন্দ করবেন। (সূরা নাজম-২৬)।

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلّا مِنْ بَعْدِ أنْ يَأْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى.

আকাশ মন্ডলে কতইনা ফিরিস্তা রয়েছে। তাদের শাফাআত কোন কাজেই আসবে না, তবে হ্যাঁ, তাদের শাফাআত যদি এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে হয় যার আবেদন শুনতে তিনি ইচ্ছা করবেন এবং তা পছন্দ করবেন। (সূরা নাজম- ২৬)।

আবুল আববাস ইবনে তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া যার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, তার সবই আল্লাহ তাআলা অস্বীকার করেছেন। গাইরুল্লাহর জন্য রাজত্ব অথবা আল- াহর ক্ষমতায় গাইরুল্লাহর অংশীদারিত্ব অথবা আল্লাহর জন্য কোন গাইরুল্লাহ সাহায্যকারী হওয়ার বিষয়কে তিনি অস্বীকার করেছেন। বাকী থাকলো শাফাআতের বিষয়। এ ব্যাপারে কথা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআলা শাফাআত [সুপারিশ] এর জন্য যাকে অনুমতি দিবেন তার ছাড়া আর কারো শাফাআত কোন কাজে আসবে না। মহান আল্লাহর বাণী, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. তিনি [আল্লাহ] যার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবে, কেবলমাত্র তার পক্ষেই তারা শাফাআত [সুপারিশ] করবে। (সূরা আম্বিয়াঃ ২৮)।

মুশরিকরা যে শাফাআতের আশা করে, কেয়ামতের দিন তার কোন অস্তিত্বই থাকবে না। কুরআনে কারীমও এধরনের শাফাআতকে অস্বীকার করেছে। নবী করীম (সাঃ) জানিয়েছেন,

إنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك، وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع.

তিনি অর্থাৎ নবী (সাঃ) আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবেন। অতঃপর তাঁর রবের উদ্দেশ্যে তিনি সেজদায় লুটিয়ে পড়বেন এবং আল্লাহর প্রশংসায় মগ্ন হবেন। প্রথমেই তিনি শাফাআত বা সুপারিশ করা শুরু করবেন না। অতঃপর তাঁকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ, তোমার মাথা উঠাও। তুমি তোমার কথা বলতে থাকো, তোমার কথা শ্রবন করা হবে। তুমি চাইতে থাকো, তোমাকে দেয়া হবে। তুমি সুপারিশ করতে থাকো, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।

আবু হুরাইয়ারা (রাঃ) আনহু রাসুল (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার শাফাআত লাভে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে? নবী (সাঃ) জবাবে বললেন, যে ব্যক্তি খালেস দিলে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে।

এ হাদীসে উল্লেখিত শাফাআত [বা সুপারিশ] আল্লাহ তাআলার অনুমতি প্রাপ্ত এবং নেককার মুখলিস বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট। আল্লাহর সাথে যে ব্যক্তি কাউকে শরিক করবে তার ভাগ্যে এ শাফাআত জুটবে না।

এ আলোচনার মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআলা মুখলিস বান্দাগণের প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং শাফাআতের জন্য অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রার্থনায় তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, শাফাআতকারীকে সম্মানিত করা এবং মাকামে মাহমূদ অর্থাৎ প্রশংসিত স্থান দান করা।

কুরআনে কারীম যে শাফাআতকে অস্বীকার করেছে, তাতে শিরক বিদ্যমান রয়েছে। এ জন্যই আল্লাহ তাআলার অনুমতি সাপেক্ষে শাফাআত এর স্বীকৃতির কথা কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় এসেছে। নবী (সাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, শাফাআত একমাত্র তাওহীদবাদী নিষ্ঠাবানদের জন্যই নির্দিষ্ট।

মাসআলা মাসায়েল:

১. উল্লেখিত আয়াতসমূহের তাফসীর [পাঁচটি আয়াত]।

২. যে শাফাআতকে অস্বীকার করা হয়েছে তার প্রকৃতি। আর এটা সেটাই যাতে শিরক রয়েছে।

৩. স্বীকৃত শাফাআতের গুণ ও বৈশিষ্ট্য।

৪. সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ শাফাআতের উলেণ্টখ। আর তা হচ্ছে মাকামে মাহমুদ।

৫ . রাসূল (সাঃ) [শাফাআতের পূর্বে] যা করবেন তার বর্ণনা। অর্থাৎ তিনি প্রথমেই শাফাআতের কথা বলবেন না, বরং তিনি সেজদায় পড়ে যাবেন। তাঁকে অনুমতি প্রদান করা হলেই তিনি শাফাআত করতে পারবেন।

৬. শাফাআতের মাধ্যমে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তির উলেণ্টখ।

৭. আল্লাহর সাথে শিরককারীর জন্য কোন শাফাআত গৃহীত হবে না।

[১৮] আল্লাহ তায়ালার বানী: ﴾আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে হেদায়াত করতে পারবেন না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান

দ্বিতীয় দলীল:

সহীহ বুখারীতের ইবনুল মোসাইয়্যাব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন আবু তালিবের মৃত্যু ঘনিয়ে এলো, তখন রাসূল (সাঃ) তার কাছে আসলেন। আবদুল্লাহ বিন আবি উমাইয়্যাহ এবং আবু জাহল আবু তালিবের পাশেই উপস্থিত ছিলো। রাসূল (সাঃ) তাকে বললেন, চাচা, আপনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। এ কালিমা দ্বারা আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য কথা বলবো, তখন তারা দুজন [আবদুল্লাহ ও আবু জাহল] তাকে বললো, তুমি আবদুল মোত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবে? নবী (সাঃ) তাকে কলেমা পড়ার কথা আরেকবার বললেন। তারা জন আবু তালিবের উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত কথা আরেকবার বললো। আবু তালিবের সর্বশেষ অবস্থা ছিল এই যে, সে আবদুল মাত্তালিবের ধর্মের উপরই অটল ছিলো এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে অস্বীকার করেছিলো। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, আপনার ব্যাপারে যতক্ষন পর্যন্ত আমাকে নিষেধ করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকবো। এরপর আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন,মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা নবী এবং ইমানদার ব্যক্তিদের জন্য শোভনীয় কাজ নয়। (সূরা তাওবা- ১১৩) ।আল্লাহ তাআলা আবু তালিবের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল করেন,আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে হেদায়াত করতে পারবেন না। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়াত করেন। (সূরা আল কাসাস- ৫৬)।

মাসআলা মাসায়েল:

১। أنك لا تهدى من أحببت এ আয়াতের তাফসীর।

২। সুরা তাওবার ১১৩ নং আয়াত অর্থাৎ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِين এর তাফসীর।

৩। قل لا إله إلا الله অর্থাৎ আপনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাাহ বলুন রাসূল (সাঃ) এর কথার ব্যাখ্যা। এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা এক শ্রেণীর তথা কথিত জ্ঞানের দাবীদারদের বিপরীত।

৪। রাসূল (সাঃ) মৃত্যুপথ যাত্রী আবু তালিবের ঘরে প্রবেশ করে যখন বললেন, চাচা, আপনি লা-ইলাহা ইল্লল্লাহ বলুন, এ কথার দ্বারা নবী (সাঃ) এর কি উদ্দেশ্য ছিল তা আবু জাহল এবং তার সঙ্গীরা বুঝতে পেরেছিল। আল্লাহ আবু জাহেলের ভাগ্য মন্দ করলেন, সে নিজেও পথভ্রষ্ট থেকে গেলো, অপরকেও গোমরাহীর পরামর্শ দিলো। আল্লাহর চেয়ে ইসলামের মূলনীতি সম্পর্কে আর কে বেশী জানে?

৫। আপন চাচার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে রাসূল সাল- লাল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম এর তীব্র আকাংখ্যা ও প্রাণপন চেষ্টা।

৬। যারা আবদুল মোত্তালিব এবং তার পূর্বসূরীদেরকে মুসলিম হওয়ার দাবী করে, তাদের দাবী খন্ডন।

৭। রাসূল (সাঃ) স্বীয় চাচা আবু তালেবের জন্য মাগফিরাত চাইলেও তার গুনাহ মাফ হয়নি, বরং তার মাগফিরাত চাওয়ার ব্যাপারে নিষেধজ্ঞা এসেছে।

৮। মানুষের উপর খারাপ লোকদের ক্ষতিকর প্রভাব।

৯। পূর্ব পুরুষ এবং পীর-বুজুর্গের প্রতি অন্ধ ভক্তির কুফল।

১০। আবু জাহল কর্তৃক পূর্ব পুরুষদের প্রতি অন্ধ ভক্তির যুক্তি প্রদর্শনের কারণে বাতিল পন্থীর অন্তরে সংশয়।

১১। সর্বশেষ আমলের শুভাশুভ পরিণতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কেননা আবু তালিব যদি শেষ মুহুর্তেও কালিমা পড়তো, তাহলে তার বিরাট উপকার হতো।

১২। গোমরাহীতে নিমজ্জিত লোকদের অন্তরে এ সংশয়ের মধ্যে বিরাট চিন্তার বিষয় নিহিত আছে। কেননা উক্ত ঘটনায় রাসূল (সাঃ) ঈমান আনার কথা বারবার বলার পরও তারা [কাফির মুশরিকরা] তাদের পূর্ব পুরুষদের প্রতি অন্ধ অনুকরণ ও ভাল বাসাকেই যুক্তি হিসেবে পেশ করেছে। তাদের অন্তরে এর [গোমরাহীর তথা কথিত] সুস্পষ্টতা ও [তথা কথিত] শ্রেষ্ঠত্ব থাকার কারণেই অন্ধ অনুকরণকে যথেষ্ট বলে মনে করেছে।

[১৯] নেককার পীর-বুজুর্গ লোকদের ব্যাপারে সীমা লংঘন করা বনী আদমের কুফুরী ও তাদের দ্বীন পরিত্যাগ করার অন্যতম কারণ।

প্রথম দলীল:

মহান আল্লাহর বাণী, يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ

হে আহলে কিতাব, তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে সীমা লংঘন করো না। (সূরা নিসা- ১৭১)

দ্বিতীয় দলীল:

সহীহ হাদীসে ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলার বাণী,

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا.

কাফেররা বললো, তোমরা নিজেদের মাবূদগুলোকে পরিত্যাগ করোনা। বিশেষ করে ওয়াদ, সুআ, ইয়াগুছ, ইয়াঊক এবং নসর কে কখনো পরিত্যাগ করোনা। (নূহঃ ২৩)। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এগুলো হচ্ছে নূহ (আঃ) এর কওমের কতিপয় নেককার ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের নাম, তারা যখন মৃত্যু বরণ করলো, তখন শয়তান তাদের কওমকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বললো, যেসব জায়গায় তাদের মজলিস বসতো সে সব জায়গাগুলোতে তাদের [বুজুর্গ ব্যক্তিদের] মূর্তি স্থাপন করো এবং তাদের সম্মানার্থে তাদের নামেই মুর্তিগুলোর নামকরণ করো। তখন তারা তাই করলো। তাদের জীবদ্দশায় মুর্তির পূজা করা হয়নি ঠিকই; কিন্তু মূর্তি স্থাপন কারীরা যখন মৃত্যু বরণ করলো এবং মুর্তি স্থাপনের ইতিকথা ভুলে গেলো, তখনই মুর্তিগুলোর ইবাদত শুরু হলো।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন, একাধিক আলেম ব্যক্তি বলেছেন, যখন নেককার ও বুজুর্গ ব্যক্তিগণ মৃত্যু বরণ করলেন, তখন তাঁদের কওমের লোকেরা তাঁদের কবরের পাশে ধ্যান-মগ্ন হয়ে বসে থাকতো। এরপর তারা তাঁদের প্রতিকৃতি তৈরী করলো। এভাবে বহুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর তারা তাঁদের ইবাদতে লেগে গেলো।

তৃতীয় দলীল:

ওমর রা. থেকে বর্নিত হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেন,

لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله.

তোমরা আমার মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করোনা যেমনিভাবে প্রশংসা করেছিলো নাসারারা মরিয়ম তনয় ঈসা (আঃ) এর। আমি আল্লাহ তাআলার বান্দা মাত্র। তাই তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং তাঁরই রাসূল বলবে। (বুখারি ও মুসলিম)

চতুর্থ দলীল:

ওমর আরো বলেন, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو

তোমরা বাড়া-বাড়ি ও সীমা অতিক্রমের ব্যাপারে সাবধান থাকো। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো (দ্বীনের ব্যাপারে) সীমা লংঘন করার ফলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

পঞ্চম দলীল:

মুসলিম ইবনে মাসউদ থেকে বর্নিত এক হাদীসে, রাসূল এরশাদ করেছেন,

هلك المتنطعون قالها ثلاثا

দ্বীনের ব্যাপারে সীমা লংঘন কারীরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। একথা তিনি তিনবার বলেছেন।

মাসআলা মাসায়েল :

১. যে ব্যক্তি এ অধ্যায়টি সহ পরবর্তী দুটি অধ্যায় উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, ইসলাম সম্পর্কে মানুষ কতটুকু অজ্ঞ, তার কাছে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার কুদরত এবং মানব অন্তরের আশ্চর্য জনক পরিবর্তন ক্ষমতা লক্ষ্য করতে পারবে।

২। পৃথিবীতে সংঘটিত প্রথম শিরকের সূচনা, যা নেককার ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের প্রতি সংশয় ও সন্দেহ থেকে উৎপত্তি হয়েছে।

৩। সর্বপ্রথম যে জিনিসের মাধ্যমে নবীগণের দ্বীনে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল এবং এর কারণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের সাথে সাথে একথাও জেনে নেয়া যে, আল্লাহ তাআলাই তাদেরকে [দ্বীন কায়েমের জন্য] পাঠিয়েছেন।

৪। শরীয়াত ফিতরাত ও বিদআতকে প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও বেদআত গ্রহণ করার কারণ সম্পর্কে অবগতি লাভ।

৫। উপরোক্ত সকল গোমরাহীর কারণ হচ্ছে, হকের সাথে বাতেলের সংমিশ্রন, এর প্রথমটি হচ্ছে, সালেহীন বা নেককার ও বুজুর্গ লোকদের প্রতি [মাত্রাতিরিক্ত] ভালবাসা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, কতিপয় জ্ঞানী ধার্মিক ব্যক্তিদের এমন কিছু আচরণ, যার উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, কিন্তু পরবর্তীতে কিছু লোক উক্ত কাজের উদ্দেশ্য ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে বেদআত ও শিরকে লিপ্ত হয়।

৬। সূরা নূহের ২৩ নং আয়াতের তাফসীর।

৭। মানুষের অন্তরে হকের প্রতি ঝোক প্রবণতার পরিমাণ কম। কিন্তু বাতিলের প্রতি ঝোক প্রবণতার পরিমাণ অপক্ষোকৃত বেশী।

৮। কোন কোন সালাফে-সালেহীন থেকে বর্ণিত আছে যে, বেদআত হচ্ছে কুফরীর কারণ। তাছাড়া ইবলিস অন্যান্য পাপের চেয়ে এটাকেই বেশী পছন্দ করে। কারণ পাপ থেকে তওবা করা সহজ হলেও বেদআত থেকে তওবা করা সহজ নয়। [কারণ বিদয়াত তো সওয়াবের কাজ মনে করে করা হয় বলে পাপের অনুভূতি থাকে না, তাই তাওবারও প্রয়োজন অনুভুত হয় না]

৯। আমলকারীর নিয়ত যত মহৎই হোক না কেন, বিদআতের পরিণতি কি, তা শয়তান ভাল করেই জানে। এ জন্যই শয়তান আমল কারীকে বিদআতের দিকে নিয়ে যায়।

১০। দ্বীনের ব্যাপারে সীমা লংঘন করা না করার এ নীতি সম্পর্কে এবং সীমা লংঘনের পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

১১। নেক কাজের নিয়তে কবরের পাশে ধ্যান-মগ্ন হওয়ার ক্ষতি সম্পর্কে অবগত হওয়া।

১২। মূর্তি বানানো বা স্থাপনের নিষেধাজ্ঞা এবং তা অপসারণের কল্যাণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

১৩। উপরোল্লিখিত কিসসার অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং এর অতীব প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানা।

১৪। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই যে, বেদআত পন্থীরা তফসীর হাদিসের কিতাব গুলোতে শিরক বিদআতের কথাগুলো পড়েছে এবং আল্লাহর কালামের অর্থও তারা জানতো, শিরক ও বিদআতের ফলে আল্লাহ তাআলা এবং তাদের অন্তরের মাঝখানে বিরাট প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হয়েছিল, তারপরও তারা বিশ্বাস করতো যে, নূহ আ. এর কওমের লোকদের কাজই ছিল শ্রেষ্ঠ ইবাদত। তারা আরো বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা নিষেধ করেছিলেন সেটাই ছিল এমন কুফরী যার ফলে জান-মাল পর্যন্ত বৈধ হয়ে যায়। [অর্থাৎ হত্যা করে ধন-সম্পদ দখল করা যায়]।

[১৫। এটা সুস্পষ্ট যে, তারা শিরক ও বেদআত মিশ্রিত কাজ দ্বারা সুপারিশ ছাড়া আর কিছুই চায়নি।

১৬। তাদের ধারণা এটাই ছিল যে, যেসব পন্ডিত ব্যক্তিরা ছবি মুর্তি তৈরী করেছিল তারাও শাফাআত লাভের আশা পোষণ করতো।

১৭। তোমরা আমার মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করোনা যেমনিভাবে খৃষ্টানরা মরিয়ম তনয়কে করতো। রাসূল (সাঃ) তাঁর এ মহান বাণীর দাওয়াত তিনি পূর্ণাঙ্গ ভাবে পৌঁছিয়েছেন।

১৮। রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যে দ্বীনের ব্যাপারে সীমা লংঘনকারীদের ধ্বংস অনিবার্য।

১৯। এ কথা সুস্পষ্ট যে, ইলমে দ্বীন ভুলে না যাওয়া পর্যন্ত মুর্তি পুজার সূচনা হয়নি। এর দ্বারা ইলমে দ্বীন থাকার মর্যাদা আর না থাকার পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।

২০. ইলমে দ্বীন উঠে যাওয়ার কারণ হচ্ছে আলেমগণের মৃত্যু।

[২০] নেককার বুজুর্গ ব্যক্তির কবরের পাশে ইবাদত করার ব্যাপারে যেখানে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেখানে ঐ নেককার ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ইবাদত কিভাবে জায়েয হতে পারে?

প্রথম দলীল:

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, উম্মে সালামা রা. হাবশায় যে গীর্জা দেখতে পেয়েছিলেন এবং তাতে যে ছবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা রাসূল (সাঃ) এর কাছে উল্লেখ করলে রাসূল (সাঃ) বললেন,

اولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله.

তাদের মধ্যে কোন নেককার বুজুর্গ ব্যক্তির মৃত্যু বরণ করার পর তার কবরের উপর তারা মসজিদ তৈরী করতো এবং মসজিদে ঐ ছবিগুলো অংকন করতো। [অর্থাৎ তুমি সে জাতীয় ছবিগুলোই দেখেছ]। তারা হচ্ছে আলণ্ডাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। তারা দুটি ফেতনাকে একত্রিত করেছে। একটি হচ্ছে কবর পুজার ফেতনা। অপরটি হচ্ছে মূর্তি পূজার ফেতনা। (বুখারি)।

দ্বিতীয় দলীল:

সহীত বুখারি ও মুসলিমে আয়েশা রা. থেকে আরো একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, যখন রাসূল (সাঃ) এর মৃত্যু ঘনিয়ে আসলো, তখন তিনি নিজের মুখমন্ডলকে স্বীয় চাদর দিয়ে ঢেকে ফেলতে লাগলেন। আবার অস্বস্তিবোধ করলে তা চেহারা থেকে সরিয়ে ফেলতেন। এমন অবস্থায়ই তিনি বললেন,

لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد

ইয়াহুদী নাসারাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন। কবরকে ইবাদত খানায় পরিণত করার আশংকা না থাকলে তাঁর কবরকে উন্মুক্ত রাখা হতো। (বুখারি ও মুসলিম)।

তৃতীয় দলীল:

জুনদুব বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে এ কথা বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে আমার খলীল [বন্ধু] হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে আমি আলণ্ঢাহর কাছে মুক্ত। কেননা আল্লাহ তাআলা আমাকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যেমনিভাবে তিনি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আর আমি যদি আমার উম্মত হতে কাউকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে অবশ্যই আবু বকরকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করতাম।

.ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياءهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني أنهاكم عن ذلك

সাবধান, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। সাবধান, তোমরা কবরকে মসজিদে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করছি।রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর জীবনের শেষ মুহুর্তেও এ কাজ [কবরকে মসজিদে পরিণত] করতে নিষেধ করেছেন। আর এ কাজ যারা করেছে (তাঁর কথার ধরন দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে) তাদেরকে তিনি লানত করেছেন। কবরের পাশে মসজিদ নির্মিত না হলেও সেখানে নামায পড়া রাসূল এর এ লানতের অন্তর্ভূক্ত। خشي أن يتخذ مسجدا এ বাণীর দ্বারা এ মর্মার্থই বুঝানো হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম নবীর কবরের পাশে মসজিদ বানানোর মত লোক ছিলেন না। যে স্থানকে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়েছে সে স্থানকেই মসজিদ হিসেবে গণ্য করা হয়। বরং এমন প্রতিটি স্থানের নামই মসজিদ যেখানে নামায আদায় হয়। যেমন রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا

পৃথিবার সব স্থানকেই আমার জন্য মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং পবিত্র করে দেয়া হয়েছে। (মুসলিম)।

চতুর্থ দলীল:

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে মারফু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, জীবন্ত অবস্থায় যাদের উপর দিয়ে কিয়ামত সংঘটিত হবে, আর যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে তারাই হচ্ছে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। (মুসনাদে আহমাদ, আবু হাতিম এ হাদীসটি তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছে)।

মাসআলা মাসায়েল:

১। যে ব্যক্তি নেককার ও বুজুর্গ লোকের কবরের পাশে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য মসজিদ বানায় নিয়ত সহীহ হওয়া সত্বেও তার ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) এর উক্তি।

২। মূর্তির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং কঠোরতা অবলম্বন।

৩। কবরকে মসজিদ না বানানোর বিষয়টি তিনি প্রথমে কিভাবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে তিনি তা বারবার বলেছেন। তারপর কবর পূজা সম্পর্কিত কথাকে তিনি যথেষ্ট মনে করেননি। [যার ফলে মৃত্যুর পূর্বেও এ ব্যাপারে উম্মতকে সাবধান করে দিয়েছেন] অতএব রাসূল (সাঃ) কর্তৃক এ ব্যাপারে অত্যাধিক গুরুত্ব প্রদানের মধ্যেই শিক্ষা ও উপদেশ নিহিত রয়েছে।

৪। নিজ কবরের অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই তাঁর কবরের পাশে এসব কাজ অর্থাৎ কবর পূজাকে নিষেধ করেছেন।

৫। নবীদের কবর পূজা করা বা কবরকে ইবাদত খানায় পরিণত করা ইহুদী নাসারাদের রীতি-নীতি।

৬। এ জাতীয় কাজ যারা করে তাদের উপর রাসূল (সাঃ) এর অভিসম্পাত।

৭। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নবী (সাঃ) এর কবরের ব্যাপারে আমাদেরকে সাবধান করে দেয়া।

৮। তাঁর কবরকে উন্মুক্ত না রাখার কারণ এ হাদীসে সুস্পষ্ট।

৯। কবরকে মসজিদ বানানোর মর্মার্থ।

১০। যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে এবং যাদের উপর দিয়ে কিয়ামত সংঘটিত হবে এ দুধনের লোকের কথা একই সাথে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর একজন মানুষ কোন পথ অবলম্বনে শিরকের দিকে ধাবিত হয় এবং এর পরিণতি কি সেটাও উল্লেখ করেছেন।

১১। রাসূল (সাঃ) তাঁর ইন্তেকালের পাঁচ দিন পূর্বে স্বীয় খুতবায় বিদআতী লোকদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট দুটি দলের জবাব দিয়েছেন। কিছু সংখ্যক জ্ঞানী ব্যক্তিরা এ বিদআতীদেরকে ৭২ দলের বহির্ভূত বলে মনে করেন। এসব বিদআতীরা হচ্ছে, রাফেজী ও জাহমিয়্যা এ রাফেজী দলের কারণেই শিরক এবং কবর পূজা শুরু হয়েছে। সর্বপ্রথম কবরের উপর তারাই মসজিদ নির্মাণ করেছে।

১২। মৃত্যু যন্ত্রণার মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) কে যে পরীক্ষা করা হয়েছে তা জানা যায়।

১৩। খুল্লাত বা বন্ধুত্বের মর্যাদা ও সম্মান রাসূল (সাঃ) কে দেয়া হয়েছে।

১৪। খুল্লাতই হচ্ছে মুহাববত ও ভালবাসার সর্বোচ্চ স্থান।

১৫। আবু বকর ছিদ্দিক রা. সর্ব শ্রেষ্ঠ সাহাবী হওয়ার ঘোষণা।

১৬। তাঁর [আবুবকর রা.] খিলাফতের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান।

[২১] নেককার ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের কবরের ব্যাপারে সীমা লংঘন করলে তা তাকে মূর্তি পূজা তথা গাইরুল্লাহর ইবাদতে পরিণত করে।

প্রথম দলীল:

ইমাম মালেক (রহঃ) মুয়াত্তায় বর্ণনা করেন, রাসূল (সাঃ) দোয়া করেছেন। যথা:

أللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد

হে আল্লাহ আমার কবরকে এমন মূর্তিতে পরিণত করো না যার ইবাদত করা হয়। সেই জাতির উপর আল্লাহর কঠিন গজব নাযিল হয়েছে যারা নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছে।

দ্বিতীয় দলীল:

ইবনে জারীর সুফিয়ান হতে, তিনি মানসূর হতে এবং তিনি মুজাহিদ হতে أفرأيتم اللات والعزى এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, লাত এমন একজন নেককার লোক ছেলেন, যিনি হজ্জ যাত্রীদেরকে ছাতু খাওয়াতেন। তরপর যখন তিনি মৃত্যু বরণ করলেন, তখন লোকেরা তার কবরে ইতেকাফ করতে লাগলো।

তৃতীয় দলীল:

আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা. থেকে আবুল জাওযা একই কথা বর্ণনা করে বলেন, লাত হাজীদেরকে ছাতু খাওয়াতেন।

চতুর্থ দলীল:

ইবনে আববাস থেকে বর্ণিত আছে,

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج (رواه أهل السنن)

রাসূল (সাঃ) কবর যিয়ারত কারিনী (মহিলা) দেরকে এবং যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে আর (কবরে) বাতি জ্বালায় তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। [আহলুস সুনানু এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন]

মাসআলা মাসায়েলঃ

১. أوثان (মূর্তি ও প্রতিমা) এর তাফসীর।

২। ইবাদত এর তাফসীর।

৩। রাসূল (সাঃ) যা সংঘটিত হওয়ার আশংকা করেছেন একমাত্র তা থেকেই আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়েছেন।

৪। নবীদের কবরকে মসজিদ বানানোর বিষয়টিকে মূর্তি পূজার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

৫। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কঠিন গযব নাযিলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৬। এটি এ অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সর্ববৃহৎ মূর্তি লাতের ইবাদতের সূচনা কিভাবে হয়েছে তা জানা গেলো।

৭। নামক মূর্তির স্থানটি মূলতঃ একজন নেককার লোকের কবর।

৮। লাত প্রকৃতপক্ষে কবরস্থ ব্যক্তির নাম। মূর্তির নামকরণের রহস্য ও উলেণ্টখ করা হয়েছে।

৯। কবর জিয়ারত কারিনী (মহিলা) দের প্রতি নবী সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম এর অভিসম্পাত।

১০। যারা কবরে বাতি জ্বালায় তাদের প্রতি ও রাসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সাল- াম এর অভিসাপ।

[২২] তাওহীদের হেফাযত ও শিরকের সকল পথ বন্ধ করার ক্ষেত্রে নবী মুস্তাফা (সাঃ) এর অবদান।

প্রথম দলীল:

মহান আল্লাহর বাণী, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল আগমন করেছেন। (তাওবা: ২৮)।

দ্বিতীয় দলীল:

সাহাবী আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبغلني حيث كنتم.

তোমাদের ঘরগুলোকে তোমরা কবর বানিও না, আর আমার কবরকে ঈদে পরিণত করো না। আমার উপর তোমরা দরূদ পড়ো। কারণ তোমরা যেখানেই থাকোনা কেন, তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছে যায়। (আবু দাউদ)।

তৃতীয় দলীল:

আলী ইবনুল হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একজন লোককে দেখতে পেলেন যে, রাসূল (সাঃ) এর কবরের পাশেএকটি ছিদ্র পথে প্রবেশ করে সেখানে কিছু দোয়া-খায়ের করে চলে যায়। তখন তিনি ঐ লোকটিকে এধরনের কাজ নিষেধ করে দিলেন। তাকে আরো বললেন, আমি কি তোমার কাছে সে হাদীসটি বর্ণনা করবো না, যা আমি আমর পিতার কাছ থেকে শুনেছি এবং তিনি শুনেছেন আমার দাদার কাছ থেকে, আর আমার দাদা শুনেছেন রাসূল (স:) এর কাছ থেকে? রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم. (رواه فى المختارة)

তোমরা আমার কবরকে ঈদে [মেলায়] পরিণত করোনা আর তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করোনা। তোমরা যেখানেই থাকোনা কেন তোমাদের সালাম আমার কাছে পৌছে যায়।

মাসআলা মাসায়েল:

১। সূরা তাওবার لقد جاءكم رسول من أنفسكم আয়াতের তাফসীর।

২। রাসূল (সাঃ) স্বীয় উম্মতকে কবর পূজা তথা শিরকী গুনাহর সীমারেখা থেকে বহুদূরে রাখতে চেয়েছেন।

৩। আমাদের জন্য রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম এর মমত্ববোধ, দয়া, কর৺ণা এবং আমদের ব্যাপারে তার তীব্র আগ্রহের কথা উলেণ্ঢখ করা হয়েছে।

৪। রাসূল (সাঃ) এর যিয়ারত সর্বোত্তম নেক কাজ হওয়া সত্বেও বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁর কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছেন।

৫। অধিক যিয়ারত নিষিদ্ধ করেছেন।

৬। ঘরে নফল ইবাদত করার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

৭। কবরস্থানে নামাজ পড়া যাবে না এটাই সালাফে-সালেহীনের অভিমত।

৮। নবী (সাঃ) এর কবর স্থানে নামায কিংবা দরূদ না পড়ার কারণ হচ্ছে, রাসূল (সাঃ) এর উপর পঠিত দরূদ ও সালাম দূরে অবস্থান করে পড়লেও তাঁর কাছে পৌঁছানো হয়। তাই নৈকট্য লাভের আশায় কবরস্থানে দরূদ পড়ার কোন প্রয়োজন নেই।

৯। আলমে বারযখে রাসূল (সাঃ) এর কাছে তাঁর উম্মাতের আমল দরূদ ও সালামের মধ্যে পেশ করা হয়।

পঞ্চম: 'নিশ্চয়ই শিরক এই উম্মাহর মাঝে পতিত হবে না অথবা আরব ভূখন্ডে পতিত হবে' যে এই কথা বলবে তার খন্ডন।

[২৩] মুসলিম উম্মাহর কিছু সংখ্যক লোক মূর্তি পুজা করবে।

প্রথম দলীল:

মহান আল্লাহর বাণী, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ

আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে? তারা জিবত এবং তাগুত্বকে বিশ্বাস করে। (নিসাঃ৫১)।

দ্বিতীয় দলীল:

মহান আল্লাহর বাণী, قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ.

বলো, [হে মুহাম্মদ] আমি কি সে সব লোকদের কথা জানিয়ে দেবো? যাদের পরিণতি আল্লাহর কাছে [ফাসেক লোকদের পরিণতি] এর চেয়ে খারাপ। তারা এমন লোক যাদেরকে আল্লাহ লানত করেছেন এবং যাদের উপর আল্লাহর গযব নিপতিত হয়েছে। যাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে তিনি বানর ও শুকর বানিয়ে দিয়েছেন। তারা তাগুতের পূজা করেছে। (মায়েদাঃ ৬০)।

তৃতীয় দলীল: মহান আল্লাহর বাণী,

قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا.

যারা তাঁদের ব্যাপারে বিজয়ী হলো তারা বললো, আমরা অবশ্যই তাদের উপর [অর্থাৎ কবরস্থানে] মসজিদ তৈরী করবো। (কাহাফ: ২১)।

চতুর্থ দলীল:

সাহাবী আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত আছে রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوة القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالو يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟

আমি আশংকা করছি তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-নীতি অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করবে [যা আদৌ করা উচিৎ নয়] এমনকি তারা যদি গুঁই সাপের গর্তেও ঢুকে যায়, তোমরাও তাতে ঢুকবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, তারা কি ইহুদী ও খৃষ্টান? জবাবে তিনি বললেন, তারা ছাড়া আর কে? (বুখারি ও মুসলিম)।

পঞ্চম দলীল:

সহীহ মুসলিমে ছাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

وأعطيت الكنزين: الأحمر الأبيض وأن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم، وأن ربي قال : يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة لعامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا

আল্লাহ তাআলা গোটা যমীনকে একত্রিত করে আমার সামনে পেশ করলেন। তখন আমি যমীনের পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত দেখে নিলাম। পৃথিবীর ততটুকু স্থান আমাকে দেখানো হয়েছে আমার উম্মতের শাসন বা রাজত্ব যতটুকু স্থান পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে। লাল ও সাদা দুটি ধন ভান্ডার আমাকে দেয়া হলো আমি আমার রবের কাছে আমার উম্মতের জন্য এ আরজ করলাম, তিনি যেন আমার উম্মতকে গণ দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ধ্বংস না করেন এবং তাদের নিজেদেরকে ব্যতীত অন্য কোন শত্রুকে তাদের উপর বিজয়ী বা ক্ষমতাসীন করে না দেন যার ফলে সে (শত্রু) তাদের সম্পদকে হালাল মনে করবে [লুটে নিবে]। আমার রব আমাকে বললেন, হে মুহাম্মদ আমি যখন কোন বিষয়ে ফয়সালা নিয়ে ফেলি, তখন তার কোন ব্যতিক্রম হয় না। আমি তোমাকে তোমার উম্মতের জন্য এ অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমি তাদের গণ দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ধ্বংস করবো না এবং তাদের নিজেদেরকে ছাড়া যদি সারা বিশ্ব ও তাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয় তবুও এমন কোন শত্রুকে তাদের উপর ক্ষমতাবান করবো না যা তাদের সম্পদকে বৈধ মনে করে লুণ্ঠন করে নিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না তারা একে অপরকে ধ্বংস করবে আর একে অপরকে বন্দী করবে।

বুরক্বানী তাঁর সহীহ হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে উক্ত বর্ণনায় নিম্নোক্ত কথাগুলো অতিরিক্ত এসেছে,

وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى نعبد فئام من أمتي الأوثان، وأنه سيكون فى أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم إنه نبي، وأنا خاتم النبيين لانبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة ل يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالنا

আমি আমার উম্মতের জন্য পথভ্রষ্ট শাসকদের ব্যাপারে বেশী আশংকা বোধ করছি। একবার যদি তাদের উপর তলোয়ার উঠে তবে সে তলোয়ার কেয়ামত পর্যন্ত আর নামবে না। আর ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না আমার একদল উম্মত মুশরিকদের সাথে মিলিত হবে এবং যতক্ষণ না আমার উম্মতের একটি শ্রেণী মূর্তি পূজা করবে। আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী অর্থাৎ ভন্ড নবীর আবির্ভাব হবে। প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে দাবী করবে। অথচ আমিই হচ্ছি সর্বশেষ নবী।

আমার পর কোন নবীর আগমন ঘটবে না। কেয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটি সাহায্য প্রাপ্ত দলের অস্তিত্ব থাকবে যাদেরকে কোন অপমানকারীর অপমান ক্ষতি করতে পারবে না। [অর্থাৎ সত্য পথ থেকে বিরত রাখতে পারবে না]।

হাদীসে উল্লেখিত বিভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যা :

■ এখানে [سنن] তথা, সীন বর্ণে যবর দিয়ে এর অর্থ: পন্থা,রাস্তা । পেশ দিলে হবে: পদ্ধতি,রীতি, । ■ القذة [حذو القذة بالقذة] বলা হয়: তীরের পালক এর উদ্দেশ্য হলো, অনেক মিল বা সাদৃশ্য গ্রহণ করা। অর্থাৎ,পুঙ্খানো পুঙ্খানো ভাবে পূরবর্তীদের পদাংক অনুসরণ করা।

০১: এই উম্মতের কিছু লোক প্রতিমার উপাসনা করবে কেননা এটা হলো পূরবর্তী জাতিদের রীতিনীতি অবশ্যই আমরা তাদের পদাংক অনুসরণ করবো।

০২: আমাদের জন্য আবশ্যক হলো পূরবর্তী জাতিদের রীতিনীতি অবজ্ঞত হওয়া যাতে করে নিষেধাজ্ঞা বস্তু থেকে বিরত থাকতে পারি । আর পূরবর্তীদের অধিকাংশ অভ্যাস কুরআন ও হাদীসে বিদ্যামন রয়েছে।

সুতরাং আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতার ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা যাবে না।

০৩. +++ সঠিক বিধান আসার পরেও সাহাবীদেরকে মহান মনে করাই হলো তাদের রীতি-নীতি অনুসরণ।

["قوله تعالى: "وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون]

০৪: যখনই মানুষ এবং রিসালাতের বিধানের মাঝে সময় দীর্ঘ আসে তখনই জাতি সঠিক পন্থা থেকে দূরে সরে যায়।

■ এখানে زوى এর অর্থ হলো, একত্রিত করা, মিলিত করা।

■ এখানে [الاحمر والابيض] এর অর্থ হলো, স্বর্ণ এবং রূপা অর্থাৎ,কিসরা ও কায়সারের ধনভান্ডার।

■ এখানে [واني سالت ربي لامتي] দ্বারা উদ্দেশ্য হলো,নবী (সাঃ) তিনটি বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে আবেদন করেছিলেন ফলে দুটি গ্রহণ করা হয়েছে আর তৃতীয়টি গ্রহণীয় হয়নি।

০১: ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দ্বারা এই জাতিকে ধ্বংস করা হবে না। অর্থাৎ,সমস্ত জাতির উপর দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি চাপিয়ে দেওয়া হবে না।

০২: কাফেরদেরকে সমস্ত উম্মা ইসলামীর উপর নেতৃত্ব দেওয়া হবে না।

০৩: জাতি নিজেদের মাঝে পরস্পর পরস্পরের যুদ্ধ-বিগ্রহ না করা । সর্বশেষ দাবিতে গিয়ে নবী (সাঃ) কে নিষেধ করা হয়েছে।

■ এখানে [الأئمة المضلين] তথা, ভয়ের আশঙ্কা সীমাবদ্ধ করা হয়েছে শুধুমাত্র পথ ভ্রষ্ট নেতাদের মাঝেই। ইমাম কখনো কল্যাণকামীও হয় :

["قوله تعالى: "وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون]

কখনো আবার অকল্যাণকামীও হয় :

■ এখানে : [وقع عليه السيف لم يرفع] তথা, তৃতীয় খলিফা ওসমান (রাঃ) শহীদ হওয়া থেকে বর্তমান পর্যন্ত যা ঘটতেছে।

■ এখানে [وحتى تعبد فئام من امتي الاوثان] তথা, যতক্ষণ না আমার উম্মতের এক সম্প্রদায় মূর্তিসমূহের

■ এখানে [كذابون ثلاثون] তথা, এটা বলা হয়েছে আধিক্যতার জন্য অথবা সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে।

মাসআলা মাসায়েল:

১। সূরা নিসার ৫১নং আয়াতের তাফসীর। ২। সূরা মায়েদার ৬০ নং আয়াতের তাফসীর। ৩। সূরা কাহাফের ২১ নং আয়াতের তাফসীর।

৪। এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। [আর তা হচ্ছে] এখানে জিবত] এবং তাগুতের] প্রতি ঈমানের অর্থ কি? এটা কি শুধু অন্তরের বিশ্বাসের নাম? নাকি জিবত ও তাগুতের প্রতি ঘৃণা, ক্ষোভ এবং বাতিল বলে জানা সত্বেও এর পূজারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করা বুঝায়?

৫। তাগুত পূজারীদের কথা হচ্ছে, কাফেররা তাদের কুফরী সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও তারা মোমিনদের চেয়ে অধিক সত্য পথের অধিকারী।

৬। আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে যে ধরনের লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে ধরনের বহু সংখ্যক লোক এ উম্মতের মধ্যে অবশ্যই পাওয়া যাবে। [যারা ইহুদী খৃষ্টানদের হুবহু অনুসারী]।

৭। এ রকম সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম এর সুস্পষ্ট ঘোষণা। অর্থাৎ এ উম্মতে মুসলিমার মধ্যে বহু মূর্তি পূজারী লোক পাওয়া যাবে।

৮। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, মুখতারের মত মিথ্যা এবং ভন্ড নবীর আবির্ভাব। মুখতার নামক এ ভন্ডনবী আল্লাহর একত্ববাদ ও মুহাম্মদ (সাঃ) এর রিসালতকে স্বীকার করতো। সে নিজেকে উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তর্ভূক্ত বলেও ঘোষণা করতো সে আরো ঘোষণা দিতো, রাসূল সত্য, কুরআন সত্য এবং মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বশেষ নবী হিসেবে স্বীকৃত। এগুলোর স্বীকৃতি প্রদান সত্বেও তার মধ্যে উপরোক্ত স্বীকৃতির সুস্পষ্ট বিপরীত ও পরিপন্থী কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ভন্ড মুর্খও সাহাবায়ে কেরামের শেষ যুগে আবির্ভূত হয়েছিল এবং বেশ কিছু লোক তার অনুসারীও হয়েছিল।

৯। সু-সংবাদত হচ্ছে এই যে, অতীতের মতো হক সম্পূর্ণরূপে কখনো বিলুপ্ত হবে না বরং একটি দল হকের উপর চিরদিনই প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

১০। এর সবচেয়ে বড় নিদর্শন হচ্ছে, তারা [হক পন্থীরা] সংখ্যায় কম হলেও কোন অপমানকারী ও বিরোধীতাকারী তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

১১। কেয়ামত পর্যন্ত উক্ত শর্ত কার্যকর থাকবে। ১২। এ অধ্যায়ে কতগুলো বড় নিদর্শনের উলেণ্ঢখ রয়েছে।

যথাঃ রাসূল (সাঃ) কর্তৃক সংবাদ পরিবেশন যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিশ্বের পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের সবকিছুই একত্রিত করে দেখিয়েছেন। এ সংবাদ দ্বারা যে অর্থ বুঝিয়েছেন বাস্তবে ঠিক তাই সংঘটিত হয়েছে, যা উত্তর ও দক্ষিণের ব্যাপারে ঘটেনি। তাঁকে দুটি ধন-ভান্ডার প্রদান করা হয়েছে এ সংবাদও তিনি দিয়েছেন।তাঁর উম্মতের ব্যাপারে মাত্র দুটি দোয়া কবুল হওয়ার সংবাদ তিনি দিয়েছেন এবং তৃতীয় দোয়া কবুল না হওয়ার খবরও তিনি জানিয়েছেন।তিনি এ খবরও জানিয়েছেন যে, এ উম্মতের উপরে একবার তলোয়ার উঠলে তা আর খাপে প্রবেশ করবে না। [অর্থাৎ সংঘাত শুরু হলে তা আর থামবে না]।

তিনি আরো জানিয়েছেন যে, উম্মতের লোকেরা একে অপরকে ধ্বংস করবে, একে অপরকে বন্দী করবে। উম্মতের জন্য তিনি ভ্রান্ড় শাসকদের ব্যাপারে শতর্কবাণী উচ্ছারণ করেছেন।এ উম্মতের মধ্য থেকে মিথ্যা ও ভন্ড নবী আবির্ভাবের কথা তিনি জানিয়েছেন। সাহায্য প্রাপ্ত একটি হক পন্থীদল সব সময়ই বিদ্যমান থাকার সংবাদ জানিয়েছেন।উল্লেখিত সব বিষয়ই পরিবেশিত খবর অনুযায়ী হুবহু সংঘটিত হয়েছে। অথচ এমনটি ভবিষ্যতে সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারটি যুক্তি ও বুদ্ধির আওতাধীন নয়।

১৩। একমাত্র পথভ্রষ্ট নেতাদের ব্যাপারেই তিনি শংকিত ছিলেন।

১৪। মূর্তি পূজার মর্মার্থের ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) এর শতর্কবাণী।

ষষ্ঠ: শয়তানের কর্মকান্ডসমূহ (৭টি অধ্যায়)

[২৪] যাদুর বিবরণ

যাদু শিরকী পন্থায় হয়ে থাকে। কেননা শয়তান নিজের স্বার্তে বণী আদমের সেবা করে আর হলো বণী আদম কে পথভ্রষ্ট করা, এবং শিরক ও নাফরমানী কাজে প্রবিষ্ট করা।

প্রথম দলীল:

মহান আল্লাহর বাণী, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ.

তারা অবশ্যই অবগত আছে, যে ব্যক্তি তা [যাদু] ক্রয় করে নিয়েছে, পরকালে তার কোন সুফল পাওনা নেই। (বাকারা: ১০২)।

দ্বিতীয় দলীল:

মহান আল্লাহর বাণী, يؤمنون بالجبت والطاغوت.

তারা জিবত এবং তাগুতকে বিশ্বাস করে। (নিসাঃ ৫১)।

ওমর (রাঃ) আনহু বলেন, জিবত হচ্ছে যাদু আর তাগুত হচ্ছে শয়তান।

জাবির (রাঃ) বলেন, তাগুত হচ্ছে গণক। তাদের উপর শয়তান অবতীর্ণ হতো প্রত্যেক গোত্রের জন্যই একজন করে গণক নির্ধারিত ছিল।

এখানেاشتريه তথা, যাদু শিক্ষা করা।

এখানে الطاغوت তথা, শয়তান, সাদৃশ্য স্বরূপ ব্যাখ্যা করে কেননা তাগুত শয়তান থেকে ব্যাপক।

পরকালে তাদের কি পরিপূর্ণ অংশ নষ্ট হবে নাকি কিছু অংশ? দুটি মত:

০১: কুরআনে বর্ণিত হুমকির আয়াত গুলো যেভাবে আছে সেভাবেই প্রযোজ্য হবে। হুমকির আয়াত গুলো হাল্কা মনে করে এগুলোকে ক্ষমার সাথে মিলানোর আশা করা যাবে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন :

[وما نرسل بالآيات إلا تخويفا]

কেননা আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন নির্দশন প্রেরণ করেন ভয়ভীতির জন্য বান্দার কর্মকান্ডের কারণে।

০২: হুমকির আয়াত গুলো ভীতিপ্রর্দশনের দিকে সম্পৃক্ত করা হবে এবং পরকালের অংশ বিনষ্ট হবে ব্যাখ্যার দ্বারা।

যদি যাদু পরিচালনা করে শয়তানের মাধ্যমে তাহলে পরকালে তার পূর্ণ অংশ বিনষ্ট হবে

আর যদি যাদু করে বিভিন্ন দোয়া ও প্রতিষেধক দিয়ে তাহলে কিছু অংশ বিনষ্ট হবে।

তৃতীয় দলীল:

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

إجتنبوا السبع الموبقات، قالو: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر،وقتل التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.

তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্নক জিনিস থেকে বেঁচে থাকো। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ ঐ ধবংসাত্মক জিনিসগুলো কি? তিনি জবাবে বললেন, তা হলো: ১. আল্লাহর সাথে শিরক করা। ২. যাদু করা। ৩. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা যা আলণ্ডাহ তাআলা হারাম করে দিয়েছেন। ৪. সুদ খাওয়া। ৫. এতিমের সম্পদ আত্নসাৎ করা। ৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা। ৭. সতী সাধ্বী মোমিন মহিলাকে অপবাদ দেয়া।

এখানে اجتنبوا তথা, দূরে নিক্ষেপ কর যে, তুমি এক প্রান্তে অবস্থান করবে আর এগুলো অপর প্রান্তে।

এখানে السبع তথা, এটা নির্দিষ্ট কতককে সীমাবদ্ধ করে না। কেননা এখানে আরো অনেক দংশাক্ত বস্তু রয়েছে।

এখানে أكل الربا তথা, সুদ গৰহণ করা। চাই তা খাবারে বা আসবাবপত্রে অথবা অন্য কোন ক্ষেত্রে সুদ প্রয়োগ করা। সুদ হলো কোন লেনদেনে অতিরিক্ত কিছু প্রদান করা যেখানে সমান দেওয়া আবশ্যক ছিল। এবং কোন লেনদেনে বাকি রাখা যেখানে নগতে

দেওয়া আবশ্যক ছিল। তাহলে সুদ দুই প্রকারে বিভক্ত : ০১: কর্মবৃদ্ধি হারে সুদ। ০২: পরিশোধে বিলম্ব হারে সুদ।

এখানে أكل مال اليتيم তথা, ইয়াতীম বলা হয় এমন ছেলে বা মেয়ে বালেগ হওয়ার পূর্বে যার পিতা মৃত্যুবরণ করেছে।

এখানে التولي يوم الزحف তথা, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা সময় ময়দান থেকে পলায়ন করা।

এখানে قذف المحصنات الغافلات المؤمنات তথা, স্বাধীনা রমণী কে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া।

এখানে قتل النفس التى حرم الله الإ بالحق তথা, ব্যক্তি চার প্রকার। যথা:

০১: ঈমানদার ব্যক্তি।	০২: যিম্মী এমন ব্যক্তি যার মাঝে এবং আমাদের মাঝে কর দেওয়ার মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ।	০৩: المعاهد তথা, মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তি তার মাঝে এবং আমাদের মাঝে এমন চুক্তি যে তারা আমাদের এবং আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লিপ্ত হবো না।	০৪: المستأمن এমন ব্যক্তি যার মাঝে এবং আমাদের মাঝে ব্যবসা বা ইসলাম বুঝার উদ্দেশ্য নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে।

এখানে إلا بالحق তথা, তিনটি কারণ। যথা:

০১: হত্যার বদলে হত্যা।	০২: বিবাহিত ব্যভিচারি।	০৩: ইসলাম র্ধম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যাওয়া।

তিন অবস্থায় যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা বৈধতা রয়েছে:

এক: قوله تعالى: متحر فا لقتال তথা, যেমন কেউ নিজের শক্তি অর্জন এবং অস্ত্র নবায়ন করার জন্য ফিরে গেল। অথবা অন্য দিক থেকে আক্রমণ করার জন্য পিছনে ফিরে গেল।

০২: قوله تعالى: متحيزا الى فئه তথা, নিজ দলের ক্ষতি না করে প্রয়োজনবশত অপরের সাথে মিলিত হওয়া।

০৩: যদি মুসলমানদের তুলনায় কাফের দের সৈন্য অধিক পরিমাণে হয় তখন যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা বৈধতা রয়েছে।

চতুর্থ দলীল:

যুনদুব রা. থেকে মারফু হাদীসে বর্ণিত আছে,

حد الساحر ضربة بالسيف.

যাদু করের শাস্তি হচ্ছে তলোয়ারের আঘাতে গর্দান উড়িয়ে দেয়া [মৃত্যু দন্ড]। (তিরমিজি)।

পঞ্চম দলীল:

সহীহ বুখারীতে বাজালা বিন আবাদাহ থেকে বর্ণিত আছে, ওমর রা. মুসলিম গভর্ণরদের কাছে পাঠানো নির্দেশনামায় লিখেছেন,

أن اقتلو كل ساحر وساحرة

তোমরা প্রত্যেক যাদুকর পুরুষ এবং যাদুকর নারীকে হত্যা করো। বাজালা বলেন, এ নির্দেশের পর আমরা তিনজন যাদুকরকে হত্যা করেছি।

ষষ্ঠ দলীল:

হাফসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসে আছে, তিনি তাঁর অধীনস্ত একজন বান্দী (ক্রীতদাসী) কে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে দাসী তাঁকে যাদু করেছিলো। অতঃপর উক্ত নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়েছে। একই রকম হাদীস জুনদাব থেকে সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ রহ. বলেছেন, নবী (সাঃ) এর তিনজন সাহাবী থেকে একথা সহীহ ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

জাদুকরের হুকুম:

০১: মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব (রহঃ) বলেন: জাদু হচ্ছে কুফরী। আর জাদুকরকে সাধারণ ভাবে হত্যা করা হবে তার তাওবা আল্লাহ তায়ালার নিকট।

০২: ইমাম শাফি রহিমাহুল্লাহ বলেন: শেষ ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ এই মত কে প্রাধান্য দিয়েছেন।

জাদুকরের হুকুম অন্যায় ভাবে আক্রমণকারী হুকুমের ন্যায়। সে মুসলিম হওয়ার কারণে হদ হিসেবে তাকে হত্যা করা হবে।

মাসআলা মাসায়েল:

১। সূরা বাকারার ১০২ নং আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা নিসার ৫১ নং আয়াতের তাফসীর।

৩। জিবত ও তাগুত এর ব্যাখ্যা এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য।

৪। তাগুত কখনো জিন আবার কখনো মানুষ হতে পারে।

৫। ধ্বংসাত্মক সাতটি এমন বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান যে ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

৬। যাদুকরকে কাফের ঘোষণা দিতে হবে।

৭। তাওবার সুযোগ ছাড়াই যাদুকরকে হত্যা করতে হবে।

৮. যদি ওমর রা. এর যুগে যাদু বিদ্যার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে তাঁর পরবর্তী যুগের অবস্থা কি দাঁড়াবে? [অর্থাৎ তাঁর পরবর্তী যুগে যাদু বিদ্যার প্রচলন অবশ্যই আছে।]

[২৫] যাদু এবং যাদুর শ্রেণীভূক্ত বিষয়াবলী।

যাদুর পরিচয় বর্ণনা করার পর তোমার জন্য যাদুর শ্রেণীবিন্যাস বর্ণনা করা হচ্ছে যাতে করে তুমি জানতে পারো জানা জাদুর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে এবং যাতে করে এগুলো থেকে বিরত হতে পারি।

প্রথম দলীল:

কতন বিন কুবীসা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী (সাঃ) কে এ কথা বলতে শুনেছেন,

أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت

নিশ্চয়ই ইয়াফা, তারক এবং তিয়ারাহ হচ্ছে জিবত এর অন্তর্ভূক্ত।

আউফ বলেছেন, ইয়াফা হচ্ছে পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করা। তারক হচ্ছে মাটিতে রেখা টেনে ভাগ্য গণনা করা। হাসান বলেছেন, জিবত হচ্ছে শয়তানের মন্ত্র। এ বর্ণনার সনদ সহীহ (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনু হিববান)।

দ্বিতীয় দলীল:

ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر.

যে ব্যক্তি জ্যোতির্বিদ্যার কিছু অংশ শিখলো সে মূলতঃ যাদুবিদ্যারই কিছু অংশ শিখলো। এ [জ্যোতির্বিদ্যা] যত বাড়বে যাদু বিদ্যাও তত বাড়বে। (আবু দাউদ)।

তৃতীয় দলীল: হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে

من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك: ومن تعلق شيئا وكل إليه

যে ব্যক্তি গিরা লাগায় অতঃপর তাতে ফুঁক দেয় সে মূলতঃ যাদু করে। আর যে ব্যক্তি যাদু করে সে মূলতঃ শিরক করে আর যে ব্যক্তি কোন জিনিস [তাবিজ-কবজ] লটকায় তাকে ঐ জিনিসসের দিকেই সোপর্দ করা হয়। (নাসায়ী)।

চতুর্থ দলীল: আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

ألا هل أنبئكم ما العضة؟ هى النميمة ألقالة بين الناس.

আমি কি তোমাদেরকে যাদু কি-এ সম্পর্কে সংবাদ দেব না? তা হচ্ছে চোগোলখুরী বা কুৎসা রটনা করা অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কথা-লাগানো বা বদনাম ছড়ানো। (মুসলিম)।

যাদুর শ্রেণীভূক্ত আরেকটি বিষয় অনেক মানুষের মধ্যেই পাওয়া যায়, তা হচ্ছে চোগলখুরী বা কুৎসা রটনা করা। মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, প্রিয়জনদের অন্তরে শত্রুতা সৃষ্টি।

পঞ্চম দলীল:

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন, إن من البيان لسحرا

নিশ্চয়ই কোন কোন কথার মধ্যে যাদু আছে। (বুখারি ও মুসলিম)।

১. এখানে العيافة তথা, কর্মের মাধ্যমে কোন গ্রহণ করা। অর্থাৎ,অশুভ লক্ষণ বা শুভ লক্ষণ জন্য পাখি ওড়ানো।

২. এখানে الطرق তথা, যারা গণক এবং জাদুর পন্থায় বালুর উপর রেখা টানে।

৩. এখানে الطيرة তথা, কোন যুগ অথবা সময়কে কেন্দ্র করে শুনে অথবা দেখার মাধ্যমে অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা।

৫. এখানে رنة الشيطان তথা, শয়তানের ওহী, আর এটা হল শয়তানের পক্ষ থেকে ওহী এবং তার শ্রুতলিপি ।

৬. এখানে العضه তথা, কর্তন করা এবং বিচ্ছিন্ন করা। +++ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জাদুরি একটি প্রকার? কেননা এটা বরণের জন্য যে বিচ্ছিন্ন করাটাই হলো প্রত্যেক জাদুকর এবং চোগলখোরের মূল উদ্দেশ্য। আর চুগলখোর হলো জাদুকরের চেয়েও অধিক মারাত্মক।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রকারভেদ:

০১: পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার বিদ্যা তথা, আকাশ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন অবস্থার দ্বারা জমিনে সংঘটিত হওয়া ঘটনাবলীর উপর প্রমাণ পেশ করা।

০২: পরিচালনা বিদ্যা তথা, এই বিদ্যা দিয়ে বিভিন্ন সময় ও দিক এর উপর প্রমাণ পেশ করা এবং ক্বেবলার দিক। এ বিদ্যার দুটি ক্ষেত্র রয়েছে। যথা:

ক: ছোট শিরিক: যখন এ বিশ্বাস করে যে তারকারাজি মাধ্যম অদৃশ্য সম্পর্কে জানার ব্যাপারে এক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার কোন কারণ নির্ধারিত করেননি।

খ: বড় শিরিক: যদি এ বিষয়ে বিশ্বাস করে যে তারকারাজির সত্তাগতভাবে প্রভাব রয়েছে কল্যাণ টেনে আনার অকল্যাণ দূর করার।

ক: বৈধ: আর তা হলো এর দ্বারা সময় এবং স্থান এর উপর দলিল পেশ করা। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী:

[وعلامات وبالنجم هم يهتدون]

খ: ওয়াজিব: যাবি তো আবশ্যকীয় কর্ম পরিপূর্ণ হয় না সে বিষয়টা জানাও আবশ্যক। যেমন কোন ব্যক্তি যদি মরুভূমিতে অথবা কোন খোলা ময়দানে অবস্থান করে এবং কেবলা জানের জন্য ইচ্ছা করে। তখন তার জন্য এটা ওয়াজিব।

এখানে البيان তথা, অধিকতর বিশুদ্ধ বাচনভঙ্গি যা দিয়ে বিবেক এবং বিভিন্ন চিন্তাভাবনাকে বিকৃতি করা যায়। এটা আবার দুই ভাগে বিভক্ত :

ক. প্রশংসনীয়: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সত্যকে সাব্যস্ত করা এবং বাতিল মিথ্যা হিসেবে আখ্যায়িত করা।

খ. নিন্দনীয়: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সত্য কে পরিত্যাগ করা এবং বাতিলকে সাব্যস্ত করা।

যাদুর সাথে বক্তৃতার কি সম্পর্ক রয়েছে? কেননা মিথ্যা মাধুর্যপূর্ণ ভাষা এবং জাদু বাস্তবতার অভ্যন্তরে সম্পর্ক রয়েছে।

মাসআলা মাসায়েল:

১. ইয়াফা, তারক এবং তিয়ারাহ জিবতের অন্ড়র্ভূক্ত।

২। ইয়াফা, তারক, এবং তিয়ারাহ এর তাফসীর।

৩। জ্যোতির্বিদ্যা যাদুর অন্তর্ভুক্ত।

৪। ফুঁক সহ গিরা লাগানো যাদুর অন্তর্ভুক্ত।

৫। কুৎসা রটনা করা যাদুর শামিল।

৬। কিছু কিছু বাগ্মীতাও যাদুর অন্তর্ভূক্ত ।

[২৬] গনক ও তদ্বসংশ্লিষ্ট আলোচনা।

এটাই হলো উত্তম শ্রেণীবিন্যাস জাদুর বর্ণনা এবং জাদুর শ্রেণীবিন্যাস উল্লেখ করার পরে তোমার জন্য উল্লেখ করা হচ্ছে গণক, জ্যোতিষী, দাগ টেনে ভাগ্য গণনা করি এবং তাদের নিকট গমন করা হুকুম গমন পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে।

১। কুতুন বিন কুবাইসা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এ কথা বলতে শুনেছেন,

الجبت من والطيرة والطرق العيافة أن

“নিশ্চয়ই ‘ইয়াফা’, ‘তারক’ এবং ‘তিয়ারাহ’ হচ্ছে ‘জিবত’ এর অন্তর্ভূক্ত।

আউফ বলেছেন, ‘ইয়াফা’ হচ্ছে পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করা। ‘তারক’ হচ্ছে মাটিতে রেখা টেনে ভাগ্য গণনা করা। হাসান বলেছেন, ‘জিবত’ হচ্ছে শয়তানের মন্ত্র। এ বর্ণনার সনদ সহীহ (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনু হিববান)

২। ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

(أبوداود رواه) السحر من شعبة اقتبس فقد النجوم من شعبة اقتبس من

“যে ব্যক্তি জ্যোতির্বিদ্যার কিছু অংশ শিখলো সে মূলতঃ যাদুবিদ্যারই কিছু অংশ শিখলো। এ [জ্যোতির্বিদ্যা] যত বাড়বে যাদু বিদ্যাও তত বাড়বে।” (আবু দাউদ)

৩। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে

إليه وكل شيئا تعلق ومن :أشرك فقد سحر ومن سحر، فقد فيها نفث ثم عقدة عقد من

“যে ব্যক্তি গিরা লাগায় অতঃপর তাতে ফুঁক দেয় সে মূলতঃ যাদু করে। আর যে ব্যক্তি যাদু করে সে মূলতঃ শিরক করে আর যে ব্যক্তি কোন জিনিস [তাবিজ-কবজ] লটকায় তাকে ঐ জিনিসসের দিকেই সোপর্দ করা হয়। (নাসায়ী)

৪। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

(مسلم رواه) الناس بين ألقالة النميمة هى العضة؟ ما أنبئكم هل آلا

“আমি কি তোমাদেরকে যাদু কি-এ সম্পর্কে সংবাদ দেব না? তা হচ্ছে চোগোলখুরী বা কুৎসা রটনা করা অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কথা-লাগানো বা বদনাম ছড়ানো।” (মুসলিম)

যাদুর শ্রেণীভূক্ত আরেকটি বিষয় অনেক মানুষের মধ্যেই পাওয়া যায়, তা হচ্ছে চোগলখুরী বা কুৎসা রটনা করা। মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, প্রিয়জনদের অন্তরে শক্রতা সৃষ্টি।

৫। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, لسحرا البيان من إن

নিশ্চয় কোন কোন কথার মধ্যে যাদু আছে। (বুখারি ও মুসলিম)

প্রথম দলীল:

রাসূল (সাঃ) এর এক স্ত্রী থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

من أتى عرافا فسأله عن شيئ فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما

যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আসল, তারপর তাকে [ভাগ্য সম্পর্কে] কিছু জিজ্ঞাসা করলো, অতঃপর গণকের কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করল, তাহলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামাজ কবুল হবে না। (মুসলিম)।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলীল:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

من أتى كاهنا فصدقه بما يقول كفر بما أنزل على محمد.

যে ব্যাক্তি গণকের কাছে আসলো, অতঃপর গণক যা বললো তা সত্য বলে বিশ্বাস করলো, সে মূলতঃ মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে তা অস্বীকার করলো। (সহীহ বুখারি ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক হাদীসটি সহীহ। আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসায়ী ইবনে মাজা ও হাকিম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

চতুর্থ দলীল:

আবু ইয়ালা ইবনে মাসউদ থেকে অনুরূপ মাউকুফ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এখানে من أتى তথা,গণকের নিকট আগমণ করার উদ্দেশ্যে হলো, তাদের সাথে উঠাবসা অথবা তাদের সাথে সম্পর্ক করা অথবা তাদের কাছে বিভিন্ন ব্যক্তিকে প্রেরণ করা অথবা চিঠিপত্র আদান-প্রদান করা অথবা তাদের বিভিন্ন চ্যানেল প্রত্যক্ষ করা তাদের বিভিন্ন কনফারেন্সে উপস্থিত হওয়া, তাদের পত্রিকা ক্রয় করা বিশেষ করে ঐ পত্রিকাগুলো যেখানে তাদের রাশিচক্র উল্লেখ থাকে, অথবা তারা যা বলে সেগুলো শ্রবণ করা, আর এখানে রয়েছে সবচেয়ে বেশি বিশৃঙ্খলা।

এখানে لم تقبل له صلاة তথা, ব্যক্তির অর্জিত প্রতিদানটা অপরাধে পরিণত হবে । (সত্যায়ন না করে শুধুমাত্র যাওয়ার কারণেই তার সওয়াব রহিত হয়ে যাবে।)

এখানে فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم তথা, আল কুরআন, এবং তাতে রয়েছে। মহান আল্লাহর বাণী,

[قل لايعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله]

সুতরাং যে ব্যক্তি অদৃশ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে গণকের কথাকে সত্যায়ন করবে অথচ সে জানে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত গায়েবের সম্পর্কে কেউ অবগত নয় তাহলে সে কাফের। আর যদি সে অজ্ঞ হয় এবং বিশ্বাস না করে কোরআনে যা আছে তা মিথ্যা তাহলে সে যেন ছোট কুফরী করল। তখন সে জন্য গণকের কথাকে সত্যায়ন করল না বরং যদি সে গণকের কথা মত চলে তাহলে সে লোকের কথাকে বাস্তবায়ন করল হিসেবে গণ্য হবে।

এখানে [عرافا] [গণক], منجم [জ্যোতির্বিদ], এবং رمال [বালির উপর রেখা টেনে ভাগ্য গণনাকারী] এবং এ জাতীয় পদ্ধতিতে যারাই গায়েব সম্পর্কে কিছু জানার দাবী করে তাদেরকেই আররাফ [عراف] বলে।

পঞ্চম দলীল:

ইমরান বিন হুসাইন থেকে মারফু হাদীসে বর্ণিত আছে,

ليس منا من تطير أو تطير له، أوتكهن أو تكهن له أو سحر أو سحرله ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. (رواه البزار بإسناد جيد)

যে ব্যক্তি পাখি উড়িয়ে ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করলো, অথবা যার ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করার জন্য পাখি উড়ানো হল, অথবা যে ব্যক্তি ভাগ্য গণনা করলো, অথবা যার ভাগ্য গণনা করা হলো, অথবা যে ব্যক্তি যাদু করলো অথবা যার জন্য যাদু করা হলো অথবা যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আসলো অতঃপর সে [গণক] যা বললো তা বিশ্বাস করলো সে ব্যক্তি মূলতঃ মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে তা [কুরআন] অস্বীকার করল। (বায্যার)

ষষ্ঠ দলীল:

ইমাম তাবারানীও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে ومن أتى থেকে হাদিসের শেষ পর্যন্ত ইমাম তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত ইবনে আববাসের হাদীসে উল্লেখ নেই।

ইমাম বাগাবী (রহ:) বলেন عراف [গণক] ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে ব্যক্তি চুরি যাওয়া জিনিস এবং কোন জিনিস হারিয়ে যাওয়ার স্থান ইত্যাদি বিষয় অবগত আছে বলে দাবী করে। এক বর্ণনায় আছে যে, এ ধরনের লোককেই গণক বলা হয়। মূলতঃ গণক বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যে ভবিষ্যতের গায়েবী বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দেয় [অর্থাৎ যে ভবিষ্যদ্বানী করে]। আবার কারো মতে যে ব্যক্তি ভবিষ্যতের গোপন খবর বলে দেয়ার দাবী করে তাকেই গণক বলা হয়।কারো মতে যে ব্যক্তি দিলের (গোপন) খবর দেয়ার দাবী করে, সেই গণক।আবুল আববাস ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, كاهن [গণক], منجم [জ্যোতির্বিদ], এবং رمال [বালির উপর রেখা টেনে ভাগ্য গণনাকারী] এবং এ জাতীয় পদ্ধতিতে যারাই গায়েব সম্পর্কে কিছু জানার দাবী করে তাদেরকেই আররাফ [عراف] বলে।

সপ্তম দলীল:

আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেছেন, এক কওমের কিছু লোক আরবী أباجاد লিখে নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি দেয় এবং তা দ্বারা ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করে। পরকালে তাদের জন্য আলণ্ডাহর কাছে কোন ভাল ফল আছে বলে আমি মনে করি না।

এ অধ্যায়ে থেকে কিছু মাসআলা:

১। ইয়াফা, তারক এবং তিয়ারাহ জিবতের অন্তর্ভূক্ত।

২। ইয়াফা, তারক, এবং তিয়ারাহ এর তাফসীর।

৩। জ্যোতির্বিদ্যা যাদুর অন্তর্ভুক্ত।

৪। ফুঁক সহ গিরা লাগানো যাদুর অন্তর্ভুক্ত।

৫। কুৎসা রটনা করা যাদুর শামিল।

৬। কিছু কিছু বাগ্মীতাও যাদুর অন্তর্ভূক্ত।

ভবিষ্যদ্বক্ত তথা (আররাফ) এবং তার অনুরূপ কাউকে জিজ্ঞাসা করার বিধান:

ক. শুধুমাত্র জিজ্ঞাসা করা কাবীরাহ গুনাহ। কেননা রাসূল (সাঃ) বলেন, ঐ ব্যক্তির ৪০ দিন সালাত কবুল হবে না।

খ. জিজ্ঞাসা করা এবং সত্যায়ন করা বড় কুফরী কেননা তা কারণে কুরআন কে অস্বীকার করা হচ্ছে।

গ. যাচাই স্বরূপ জিজ্ঞাসা বৈধ গণকের মিথ্যা থেকে সত্যটা জানার জন্য। কিন্তু গণকের কথা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য যেন না হয়। যাচাইকারী যেন যাচাইয়ের যুগ্য হয়।

ঘ. গণকের অপরগতা ও মিথ্যা প্রকাশ করার জন্য জিজ্ঞাসা করা কাম্য অথবা ওয়াজিব শর্ত হলো জিজ্ঞাসাকারী যুগ্যতাবান হওয়া।

যাদুকরের নিদর্শনাবলী। যথা:

০১: শরীয় যাড়রফূকের বৈধ শর্তসমূহের বীপরিত হওয়া।

০২: গিট দেওয়ার সময় মূখ থেকে থুথু দেওয়া।

০৩: হরফে মুক্বত্বায়াত এবং অস্পষ্ট বাক্য লিপিবদ্ধ করা।

০৪: শব্দতত্ব এবং সংযোজক অব্যয়।

০৫: তারকারাজির (প্রতিক্রিয়া বিদ্যা) দিকে দৃষ্টি দেওয়া।

০৬: করকোষ্ঠী-গণনা এবং পেয়ালা পড়া।

০৭: উদারহণ স্বরূপ মায়ের নাম জিজ্ঞাসা করা।

০৮: অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার দাবি করা।

০৯: অসুস্থ ব্যক্তিকে শরীয়ত বিরোধী কাজ করা আদেশ দেওয়া যেমন সালাত পরিত্যাগ করা অথবা যাবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ না বলা।

১০: বিষয়টা অসুস্থ ব্যক্তির দিকে সম্পৃক্ত করে দেওয়া আল্লাহর দিকে নয়।

১১: এটাই হলো শয়তানের অভিভাবক।

১। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এক স্ত্রী থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,من أتى عرافا فسأله عن شيئ فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما

৩যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আসল, তারপর তাকে [ভাগ্য সম্পর্কে] কিছু জিজ্ঞাসা করলো, অতঃপর গণকের কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করল, তাহলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামাজ কবুল হবে না। (মুসলিম)

২। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. (رواه ابو داود)

(যে ব্যাক্তি গণকের কাছে আসলো, অতঃপর গণক যা বললো তা সত্য বলে বিশ্বাস করলো, সে মূলতঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে তা অস্বীকার করলো। (সহীহ বুখারি ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক হাদীসটি সহীহ। আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসায়ী ইবনে মাজা ও হাকিম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

আবু ইয়ালা ইবনে মাসউদ থেকে অনুরূপ মাউকুফ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৩। ইমরান বিন হুসাইন থেকে মারফু হাদীসে বর্ণিত আছে,

ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. (رواه البزار بإسناد جيد)

৩যে ব্যক্তি পাখি উড়িয়ে ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করলো, অথবা যার ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করার জন্য পাখি উড়ানো হল, অথবা যে ব্যক্তি ভাগ্য গণনা করলো, অথবা যার ভাগ্য গণনা করা হলো, অথবা যে ব্যক্তি যাদু করলো অথবা যার জন্য যাদু করা হলো অথবা যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আসলো অতঃপর সে [গণক] যা বললো তা বিশ্বাস করলো সে ব্যক্তি মূলতঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে তা [কুরআন] অস্বীকার করল। (বায্যার)

[ইমাম তাবারানীও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে ومن أتى থেকে হাদিসের শেষ পর্যন্ত ইমাম তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত ইবনে আববাসের হাদীসে উল্লেখ নেই।

ইমাম বাগাবী (রহঃ) বলেন عراف [গণক] ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে ব্যক্তি চুরি যাওয়া জিনিস এবং কোন জিনিস হারিয়ে যাওয়ার স্থান ইত্যাদি বিষয় অবগত আছে বলে দাবী করে। এক বর্ণনায় আছে যে, এ ধরনের লোককেই গণক বলা হয়। মূলতঃ গণক বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যে ভবিষ্যতের গায়েবী বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দেয় [অর্থাৎ যে ভবিষ্যদ্বানী করে]। আবার কারো মতে যে ব্যক্তি ভবিষ্যতের গোপন খবর বলে দেয়ার দাবী করে তাকেই গণক বলা হয়।

কারো মতে যে ব্যক্তি দিলের (গোপন) খবর দেয়ার দাবী করে, সেই গণক।

আবুল আববাস ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন كاهن [গণক], منجم [জ্যোতির্বিদ], এবং رمال [বালির উপর রেখা টেনে ভাগ্য গণনাকারী] এবং এ জাতীয় পদ্ধতিতে যারাই গায়েব সম্পর্কে কিছু জানার দাবী করে তাদেরকেই আররাফ [عراف] বলে। আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেছেন, এক কওমের কিছু লোক আরবী أباجاد লিখে নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি দেয় এবং তা দ্বারা ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করে। পরকালে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে কোন ভাল ফল আছে বলে আমি মনে করি না।

এ অধ্যায়ে থেকে কিছু মাসআলা:

১। গণনাকারীকে সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং কুরআনের প্রতি ঈমান রাখা, এ দুটি বিষয় একই ব্যক্তির অন্তরে এক সাথে অবস্থান করতে পারে না।

২। ভাগ্য গণনা করা কুফরী হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা।

৩। যার জন্য গণনা করা হয়, তার উল্লেখ।

৪। পাখি উড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষাকারীর উল্লেখ।

৫। যার জন্য যাদু করা হয়, তার উল্লেখ।

৬। ভাগ্য গণনা করার ব্যাপারে যে ব্যক্তি আবাজাদ শিক্ষা করেছে তার উল্লেখ্য।

৭। কাহেন, [كاهن] এবং আররাফ [عراف] এ মধ্যে পার্থক্য।

[২৭] নুশরাহ তথা প্রতিরোধমূলক যাদু।

সম্মানিত রচয়িতা বইটি সুন্দর স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। যেখানে যাদুর পরিচিতি উল্লেখ করার পর পাঠক শ্রেনীর জন্য যাদুর চিকিৎসার পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। আর কোন সন্দেহ নেই যাদুগস্ড় ব্যক্তিকে যাদুর প্রভাব থেকে শরীয় পদ্ধতিতে মুক্ত করার অনেক মর্যাদা রয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা রাখে।

সাহাবী জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নাশরাহ বা প্রতিরোধমূলক যাদু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো। জবাবে তিনি বললেন,

هى من عمل الشيطان. (رواه أحمد و أبوداود)

ঙএটা হচ্ছে শয়তানের কাজ্ব (আহমাদ, আবু দাউদ)

আবু দাউদ বলেন, ইমাম আহমাদ (রহঃ)-কে নাশরাহ [প্রতিরোধমূলক যাদু] সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। জবাবে তিনি বলেছেনঙইবনে মাসউদ (রাঃ) এর [নাশরাহর] সব কিছুই অপছন্দ করতেন্ব

সহীহ বুখারীতে কাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, আমি ইবনুল মুসাইয়্যিবকে বললামঙএকজন মানুষের অসুখ হয়েছে অথবা তাকে তার স্ত্রীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে, এমতাবস্থায় তার এ সমস্যার সমধান করা কিংবা প্রতিরোধমূলক যাদু [নাশরাহ] এর মাধ্যমে চিকিৎসা করা যাবে কি? তিনি বললেনঙএতে কোন দোষ নেই্ব কারণ তারা এর [নাশরাহ] দ্বারা সংশোধন ও কল্যাণ সাধন করতে চায়। যা দ্বারা মানুষের কল্যাণ ও উপকার সাধিত হয় তা নিষিদ্ধ নয়্ব

হাসান (রাঃ) থেকে বর্নিত আছে তিনি বলেন,

لا يحل السحر إلا الساحরঙএকমাত্র যাদুকর ছাড়া অন্য কেউ যাদুকে হালাল মনে করে না্ব

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, النشرة حل السحر عن المسحور

ঙনাশারাহ্ব হচ্ছে যাদুকৃত ব্যক্তি বা বস্তর উপর থেকে যাদুর প্রভাব দূর করা।

নাশরাহ দুধরনের :

প্রথমটি হচ্ছে, যাদুকৃত ব্যক্তি বা বস্তর উপর হতে যাদুর ক্রিয়া নষ্ট করার জন্য অনুরূপ যাদু দ্বারা চিকিৎসা করা। আর এটাই হচ্ছে শয়তানের কাজ। হাসান বসরী (রহঃ) এর বক্তব্য দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে নাশের [যাদুর চিকিৎসক] ও মুনতাশার [যাদুকৃত রোগী] উভয়ই শয়তানের পছন্দনীয় কাজের মাধ্যমে শয়তানের নিকটবর্তী হয়। যার ফলে শয়তান যাদুকৃত রোগীর উপর থেকে তার প্রভাব মিটিয়ে দেয়।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ঝাড়-ফুঁক, বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ,ঔষধ-পত্র প্রয়োগ ও শরীয়ত সম্মত দোয়া ইত্যাদির মাধ্যমে চিকিৎসা করা এ ধরনের চিকিৎসা জায়েয।

প্রথম দলীল:

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ) নাশরাহ বা প্রতিরোধমূলক যাদু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো। জবাবে তিনি বললেন,

هى من عمل الشيطان.

এটা হচ্ছে শয়তানের কাজ। (আহমাদ, আবু দাউদ)।

দ্বিতীয় দলীল:

আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, ইমাম আহমাদ (রহঃ) কে নুশরাহ [প্রতিরোধমূলক যাদু] সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। জবাবে তিনি বলেছেন, ইবনে মাসউদ রাযিয়াল- াহু আনহু এর [নুশরাহর] সব কিছুই অপছন্দ করতেন।

এখানে النشرة তথা, জাহিলি যুগের প্রচলিত কুসংস্কার যা তারা নিজেদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতো।

এখানে من عمل الشيطان তথা, এই কর্মটাকে শয়তানের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা নিকৃষ্ট হওয়ার ফলে এবং তা হতে বিরত থাকার জন্য।

এখানে يكره هذا তথা, পূরবর্তীতের নিকট অপছন্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হারাম।

এখানে يكره هذا كله তথা, প্রতিষেধক মূলক যাদু যা শয়তানের কর্মকান্ড। আর এটা হয়ে থাকে যাদুর মাধ্যমে।

তৃতীয় দলীল:

সহীহ বুখারীতে কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আমি ইবনুল মুসাইয়্যিবকে বললাম, একজন মানুষের অসুখ হয়েছে অথবা তাকে তার স্ত্রীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে, এমতাবস্থায় তার এ সমস্যার সমধান করা কিংবা প্রতিরোধমূলক যাদু [নুশরাহ] এর মাধ্যমে চিকিৎসা করা যাবে কি? তিনি বললেন, এতে কোন দোষ নেই। কারণ তারা এর [নুশরাহ] দ্বারা সংশোধন ও কল্যাণ সাধন করতে চায়। যা দ্বারা মানুষের কল্যাণ ও উপকার সাধিত হয় তা নিষিদ্ধ নয়।

এখানে طب তথা,যাদু এটা জানা বিষয় যাদুও একপ্রকার রোগ নিরাময়। কিন্তু যাদু কেও চিকিৎসা বলা হয় শুভলক্ষণের দিকে লক্ষ্য করে যেমনভাবে দংশিত কে বলা হয় নিরাপদ এবং ব্যর্থকে বলা হয় উদ্ধত।

এখানে ويؤخذ من إمرآته তথা, তাকে আটক রাখা হবে ফলে সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারবে না। তাতে কোন সমস্য হবে না বরং তা এক প্রকার যাদু।

চতুর্থ দলীল:

হাসান (রাঃ) থেকে বর্নিত আছে তিনি বলেন, لا يحل السحر إلا الساحر

একমাত্র যাদুকর ছাড়া অন্য কেউ যাদুকে হালাল মনে করে না।

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, النشرة حل السحر عن المسحور

নুশারাহ হচ্ছে যাদুকৃত ব্যক্তি বা বস্তুর উপর থেকে যাদুর প্রভাব দূর করা। আর নুশরাহ দুধরনের। যথা:

প্রথমটি হচ্ছে, যাদুকৃত ব্যক্তি বা বস্তুর উপর হতে যাদুর ক্রিয়া নষ্ট করার জন্য অনুরূপ যাদু দ্বারা চিকিৎসা করা। আর এটাই হচ্ছে শয়তানের কাজ। হাসান বসরী (রহঃ) এর বক্তব্য দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে নাশের [যাদুর চিকিৎসক] ও মুনতাশার [যাদুকৃত রোগী] উভয়ই শয়তানের পছন্দনীয় কাজের মাধ্যমে শয়তানের নিকটবর্তী হয়। যার ফলে শয়তান যাদুকৃত রোগীর উপর থেকে তার প্রভাব মিটিয়ে দেয়।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ঝাড়-ফুঁক, বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ,ঔষধ-পত্র প্রয়োগ ও শরীয়ত সম্মত দোয়া ইত্যাদির মাধ্যমে চিকিৎসা করা এ ধরনের চিকিৎসা জায়েয।

যে ব্যক্তি বলে জাদুর মাধ্যমে জাদু কে প্রতিহত করা যাবে তার কথা কে কিভাবে রদ করা হবে?

১. এটা হল কুরআন এবং সুন্নাহর বিরোধী এবং সাহাবী এবং সালাফগণ যার ওপর ছিলেন তা বিরোধী।

২. এটা কোরআন এবং হাদীসে বর্ণিত দোয়া দ্বারা চিকিৎসা নেওয়ার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

৩. এদে জাদু কে শক্তিশালী করা হচ্ছে এবং জনসাধারণের কাছে জাদুকরদের শক্তির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে।

৪. এর কারণে কোরআন এবং হাদিস দ্বারা চিকিৎসা নেওয়ার নিশ্চিত থেকে ধারণার দিকে ফিরে যাওয়া হয় আর সেটা হল জাদু দ্বারা চিকিৎসা করা।

৬. যখন জাদুগ্রস্ত ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করবে নিশ্চয়ই তার জন্য রয়েছে হাদীসে বর্ণিত অনুপাতে জান্নাত।

৭. জাদুর মাধ্যমে জাদু মুক্ত করা হলে অসুস্থ ব্যক্তির অসুস্থ আরো বৃদ্ধি পায়।

৮. নবী (সাঃ) যাদু গ্রস্থ হয়েছিলেন তিনি শরীয় বৈধ যাড়ফূক ছাড়া জাদুর মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করেননি।

মাসআলা মাসায়েল:

১. প্রতিশোধমূলক জাদুর প্রতি নিষেধাজ্ঞা।

২. বৈধতা এবং নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যা সন্দেহ দূরবর্তী করে দেয়। অর্থাৎ, প্রত্যেক ওই ব্যক্তির কথাকে ব্যবহার করা হবে যে বলে শরীয় বর্ণিত দোয়ার মাধ্যমে জাদুর প্রভাব মুক্ত করা বৈধ রয়েছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির কথাকে ব্যবহার করা হবে যে বলে জাদুর মাধ্যমে জাদুর প্রভাব প্রতিহত করা নিষেধকে।

28 কুলক্ষণ সম্পর্কীয় বিবরণ

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (ألاعراف:১৩১)

ওমনে রেখো, আল্লাহর কাছেই রয়েছে তাদের কুলক্ষণসমূহের চাবিকাঠি। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা বুঝে না। (আরাফঃ ১৩১)

২। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন .قالو طائركم معكم (يس : ১৯)

ওতারা বললো, তোমাদের দুর্ভাগ্য তোমাদের সাথেই রয়েছে। (ইয়াসিন : ১৯)

৩। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্নিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة ولا صفر، (أخرجاه)

ওদ্বীন ইসলামে সংক্রামক ব্যাধি, কুলক্ষণ বা দুর্ভাগ্য, কথার কুলক্ষণ বলতে কিছুই নেই। (বুখারি ও মুসলিম)

[মুসলিমের হাদীসে নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টিপাত, রাক্ষস বা দৈত্য বলতে কিছুই নেই এ কথাটুকু অতিরিক্ত আছে]

বুখারি ও মুসলিমে আনাস (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

لا عدوى وطيرة ويعجبني الفالও قالوا: مالفال؟ قال الكلمة الطيبة.

ওইসলামে সংক্রামক ব্যাধি আর কুলক্ষণ বলতে কিছুই নেই। তবে ফাল্ আমাকে অবাক করে [অর্থাৎ আমার কাছে ভাল লাগে।] সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ফাল্ কি জিনিস? জবাবে তিনি বললেন, উত্তম কথা। [যে কথা শিরকমুক্ত]

৫। উকবা বিন আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কুলক্ষণ বা দূর্ভাগ্যের বিষয়টি রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে উল্লেখ করা হলো। জবাবে তিনি বললেন, أحسنها الفال، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل:

এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে ফাল। কুলক্ষণ কোন মুসলমানকে স্বীয় কর্তব্য পালনে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না। তোমাদের কেউ যদি অপছন্দনীয় কোন কিছু প্রত্যক্ষ করে তখন সে যেন বলে,

بك، إلا قوة ولا حول ولا أنت إلا السيئات يدفع ولا أنت إلا بالحسنات يأتي لا أللهم

হে আল্লাহ তুমি ছাড়া কেউ কল্যাণ দিতে পারে না। তুমি ছাড়া কেউ অকল্যাণ ও দূরাবস্থা দূর করতে পারে না। ক্ষমতা ও শক্তির আধার একমাত্র তুমিই। (আবু দাউদ)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে মারফু হাদীসে বর্ণিত আছে, পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করা শেরেকী কাজ, পাখি উড়িয়ে লক্ষণ নির্ধারণ করা শেরেকী কাজ, একাজ আমাদের নয়। আল্লাহ তাআলা তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে মুসলিমের দুশ্চিন্তাকে দূর করে দেন। (আবু দাউদ, তিরমিজী)

৭। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, কুলক্ষণ বা দুর্ভাগ্যের ধারণা যে ব্যক্তিকে তার স্বীয় প্রয়োজন, দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে দূরে রাখলো, সে মূলতঃ শিরক করলো। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, এর কাফ্ফারা কি? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা এ দোয়া পড়বে,

(أحمد) غيرك إله ولا طيرك إلا طير ولا خيرك إلا خير لا أللهم

হে আল্লাহ, তোমার মঙ্গল ব্যতীত কোন মঙ্গল নেই। তোমার অকল্যাণ ছাড়া কোন অকল্যাণ নেই। আর তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। (আহমদ)

প্রথম দলীল:

মহান আল্লাহর বাণী, أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

মনে রেখো, আল্লাহর কাছেই রয়েছে তাদের কুলক্ষণসমূহের চাবিকাঠি। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা বুঝে না। (আরাফ: ১৩১)

দ্বিতীয় দলীল: মহান আল্লাহর বাণী, قالو طائركم معكم

তারা বললো, তোমাদের দুর্ভাগ্য তোমাদের সাথেই রয়েছে। (ইয়াসিন : ১৯)।

ষষ্ঠ দলীল:

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে মারফু হাদীসে বর্ণিত আছে, পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করা শেরেকী কাজ, পাখি উড়িয়ে লক্ষণ নির্ধারণ করা শেরেকী কাজ, একাজ আমাদের নয়। আল্লাহ তাআলা তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে মুসলিমের দুশ্চিন্তাকে দূর করে দেন। (আবু দাউদ, তিরমিজী)।

সপ্তম দলীল:

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, কুলক্ষণ বা দুর্ভাগ্যের ধারণা যে ব্যক্তিকে তার স্বীয় প্রয়োজন, দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে দূরে রাখলো, সে মূলতঃ শিরক করলো। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, এর কাফফারা কি? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা এ দোয়া পড়বে,أللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك .

হে আল্লাহ, তোমার মঙ্গল ব্যতীত কোন মঙ্গল নেই। তোমার অকল্যাণ ছাড়া কোন অকল্যাণ নেই। আর তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। (আহমদ)।

অষ্টম দলীল:

ফজল বিন আববাস থেকে বর্ণিত আছে طيرة [তিয়ারাহ] অর্থাৎ কুলক্ষণ হচ্ছে এমন জিনিস যা তোমাকে কোন অন্যায় কাজের দিকে ধাবিত করে অথবা কোন ন্যায় কাজ থেকে তোমাকে বিরত রাখে। (আহমাদ)।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। ألا إنما طائرهم عند الله [জেনে রেখো তাদের দুর্ভাগ্য আলণ্ঢাহর কাছে নিহিত] এবং طائركم معكم [তোমাদের দুর্ভাগ্য তোমাদের সাথেই রয়েছে] এ আয়াত দুটির ব্যাপারে সতর্কীকরণ।

২। সংক্রামক রোগের অস্বীকৃতি।

৩। কুলক্ষণের অস্বীকৃতি।

৪। দুর্ভাগ্যের ব্যাপারে অস্বীকৃতি [অর্থাৎ দুর্ভাগ্য বলতে ইসলামে কোন কিছু নেই]

৫। কুলক্ষণ সফর এর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন [অর্থাৎ কুলক্ষণে সফর মাস বলতে কিছুই নেই। জাহেলী যুগে সফর মাসকে কুলক্ষুণ মনে করা হতো, ইসলাম এ ধারণাকে বাতিল ঘোষণা করেছে।]

৬। ফাল উপরোক্ত নিষিদ্ধ বা অপছন্দনীয় জিনিসের অন্তর্ভূক্ত নয়। বরং এটা মোস্তাহাব।

৭। ফাল এর ব্যাখ্যা।

[২৯] জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা।

ইমাম বুখারি (রহঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে বলেছেন, কাতাদাহ (রাঃ) বলেছেন,"আল্লাহ তাআলা এসব নক্ষত্ররাজিকে তিনটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, আকাশের সৌন্দর্যের জন্য, আঘাতের মাধ্যমে শয়তান বিতাড়নের জন্য এবং [দিক ভ্রান্ত পথিকদের] নিদর্শন হিসেবে পথের দিশা পাওয়ার জন্য। যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্য ছাড়া এর ভিন্ন ব্যাখ্যা দিবে সে ভুল করবে এবং তার ভাগ্য নষ্ট করবে। আর এমন জটিল কাজ তার ঘাড়ে নিবে যে সম্পর্কে তার কোন জ্ঞানই থাকবে না।"

কাতাদাহ (রাঃ) চাঁদের কক্ষ সংক্রান্ত বিদ্যার্জন অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্যা অপছন্দ করতেন। আর উয়াইনা এ বিদ্যার্জনের অনুমতি দেননি। উভয়ের কাছ থেকে হারব (রহঃ) একথা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ এবং ইসহাক (রহঃ) [চাদের] কক্ষপথ জানার অনুমতি দিয়েছেন।

আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে,"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. (رواه أحمد وابن حبان فى صحيحه)

তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না,

১। মাদকাসক্ত ব্যক্তি ২। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী এবং ৩। যাদুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী। (আহমাদ, ইবনু হিববান)

প্রথম দলীল:

ইমাম বুখারি (রহ:) তাঁর সহীহ গ্রন্থে বলেছেন, কাতাদাহ (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা এসব নক্ষত্ররাজিকে তিনটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, আকাশের সৌন্দর্যের জন্য, আঘাতের মাধ্যমে শয়তান বিতাড়নের জন্য এবং [দিক ভ্রান্ত পথিকদের] নিদর্শন হিসেবে পথের দিশা পাওয়ার জন্য। যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্য ছাড়া এর ভিন্ন ব্যাখ্যা দিবে সে ভুল করবে এবং তার ভাগ্য নষ্ট করবে। আর এমন জটিল কাজ তার ঘাড়ে নিবে যে সম্পর্কে তার কোন জ্ঞানই থাকবে না।

দ্বিতীয় দলীল:

কাতাদাহ (রাঃ) চাঁদের কক্ষ সংক্রান্ত বিদ্যার্জন অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্যা অপছন্দ করতেন। আর উয়াইনা এ বিদ্যার্জনের অনুমতি দেননি। উভয়ের কাছ থেকে হারব (রহ:) একথা বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় দলীল:

ইমাম আহমদ এবং ইসহাক (রাঃ) [চাদের] কক্ষপথ জানার অনুমতি দিয়েছেন।

চতুর্থ দলীল:

আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. (رواه أحمد وابن حبان فى صحيحه)

তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। যথা: ১। মাদকাসক্ত ব্যক্তি ২। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী এবং ৩। যাদুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী। (আহমাদ, ইবনু হিববান)।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। নক্ষত্র সৃষ্টির রহস্য।

২। নক্ষত্র সৃষ্টির ভিন্ন উদ্দেশ্য বর্ণনাকারীর সমুচিত জবাব প্রদান।

৩। কক্ষ সংক্রান্ত বিদ্যার্জনের ব্যাপারে মতভেদের উল্লেখ।

৪। যাদু বাতিল জানা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি যাদুর অন্তর্ভুক্ত সামান্য জিনিসেও বিশ্বাস করবে, তার প্রতি কঠোর হুশিয়ারী।

[৩০] নক্ষত্রের ওসীলায় বৃষ্টি কামনা করা।

১। আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেছেন,

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. (الواقعة : ৮২)

“তোমরা [নক্ষত্রের মধ্যে তোমাদের] রিজিক নিহত আছে মনে করে আল্লাহর নেয়ামতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছো” (ওয়াকেয়া . ৮২)

২। আবু মালেক আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر با لأحساب، والطعن فى الأنساب، والإستسقاء بالنجوم، والنياحة وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. (رواه مسلم)

“জাহেলী যুগের চারটি কুস্বভাব আমার উম্মতের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, যা তারা পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে পারবেনা। এক : আভিজাত্যের অহংকার করা। দুই : বংশের বদনাম গাওয়া। তিন : নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি কামনা করা এবং চার : মৃত ব্যাক্তির জন্য বিলাপ করা।

তিনি আরো বলেন “মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ কারিনী তার মৃত্যুর পূর্বে যদি তাওবা না করে, তবে কেয়ামতের দিন তেল চিট-চিটে জামা আর মরিচা ধরা বর্ম পরিধান করে উঠবে” (মুসলিম)

৩। ইমাম বুখারি ও মুসলিম যায়েদ বিন খালেদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন “তিনি বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়াতে আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামাজ পড়লেন। সে রাতে আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন ছিলো” নামাজান্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের দিকে ফিরে বললেন,

هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالو: الله ورسوله أعلم قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.

“তোমরা কি জানো তোমাদের প্রভু কি বলেছেন? লোকেরা বললো “আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন” তিনি বললেন “আল্লাহ বলেছেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি ঈমানদার হিসেবে আবার কেউ কাফের হিসেবে সকাল অতিবাহিত করলো। যে ব্যক্তি বলেছে “আল্লাহর ফজল ও রহমতে বৃষ্টি হয়েছে, সে আমার প্রতি ঈমান এনেছে আর নক্ষত্রকে অস্বীকার করেছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বলেছে “অমুক অমুক নক্ষত্রের ওসীলায় বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমাকে অস্বীকার করেছে আর নক্ষত্রের প্রতি ঈমান এনেছে”

ইমাম বুখারি ও মুসলিম আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) হতে এ অর্থেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে এ কথা আছে যে, কেউ কেউ বলেছেন, “অমুক অমুক নক্ষত্র সত্য প্রমাণিত হয়েছে” তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন,

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ إلى قوله تعالى تُكَذِّبُونَ

“আমি নক্ষত্র রাজির [অস্তমিত হওয়ার] স্থানসমূহের কসম করে বলছি, ... তোমরা মিথ্যাচারিতায় মগ্ন রয়েছো” (ওয়াকিয়া : ৭৫-৮২)

প্রথম দলীল:

মহান আল্লাহর বাণী, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ .

তোমরা [নক্ষত্রের মধ্যে তোমাদের] রিজিক নিহত আছে মনে করে আল্লাহর নেয়ামতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছো। (ওয়াকেয়া . ৮২)।

দ্বিতীয় দলীল:

আবু মালেক আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر با لأحساب، والطعن فى الأنساب، والإستسقاء بالنجوم، والنياحة وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حرب. (رواه مسلم)

জাহেলী যুগের চারটি কুস্বভাব আমার উম্মতের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, যা তারা পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে পারবেনা। এক : আভিজাত্যের অহংকার করা। দুই : বংশের বদনাম গাওয়া। তিন : নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি কামনা করা।চার : মৃত ব্যাক্তির জন্য বিলাপ করা।তিনি আরো বলেন, মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ কারিনী তার মৃত্যুর পূর্বে যদি তাওবা না করে, তবে কেয়ামতের দিন তেল চিট-চিটে জামা আর মরিচা ধরা বর্ম পরিধান করে উঠবে। (মুসলিম)।

তৃতীয় দলীল:

ইমাম বুখারি ও মুসলিম যায়েদ বিন খালেদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূল (সাঃ) হুদাইবিয়াতে আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামাজ পড়লেন। সে রাতে আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন ছিলো। নামাজান্তে রাসূল (সাঃ) লোকদের দিকে ফিরে বললেন,

هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالو: الله ورسوله أعلم قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.

তোমরা কি জানো তোমাদের প্রভু কি বলেছেন? লোকেরা বললো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি ঈমানদার হিসেবে আবার কেউ কাফের হিসেবে সকাল অতিবাহিত করলো। যে ব্যক্তি বলেছে, আল্লাহর ফজল ও রহমতে বৃষ্টি হয়েছে, সে আমার প্রতি ঈমান এনেছে আর নক্ষত্রকে অস্বীকার করেছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের ওসীলায় বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমাকে অস্বীকার করেছে আর নক্ষত্রের প্রতি ঈমান এনেছে।

চতুর্থ দলীল:

ইমাম বুখারি ও মুসলিম আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) হতে এ অর্থেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে এ কথা আছে যে, কেউ কেউ বলেছেন, অমুক অমুক নক্ষত্র সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন, فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ إلى قوله تعالى تُكَذِّبُونَ

আমি নক্ষত্র রাজির [অস্তমিত হওয়ার] স্থানসমূহের কসম করে বলছি, ... তোমরা মিথ্যাচারিতায় মগ্ন রয়েছো। (ওয়াকিয়া : ৭৫-৮২)।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। সূরা ওয়াকেয়ার উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর। ২। জাহেলী যুগের চারটি স্বভাবের উল্লেখ।

৩। উল্লেখিত স্বভাবগুলোর কোন কোনটির কুফরী হওয়া উল্লেখ।

৪। এমন কিছু কুফরী আছে যা মুসলিম মিল্লাত থেকে একে বারে নিঃশ্চিহ্ন হবে না।

৫। বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাসী আবার কেউ অবিশ্বাসী হয়েছে এ বাণীর উপলক্ষ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নেয়ামত [বৃষ্টি] নাযিল হওয়া।

৬। এ ব্যাপারে ঈমানের জন্য মেধা ও বিচক্ষণতা প্রয়োজন। ৭। এ ক্ষেত্রে কুফরী থেকে বাঁচার জন্য বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন।

৮। لقد صدق نوء كذا وكذا [অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাব সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে] এর মর্মার্থ বুঝতে হলে জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োজন।

৯। তোমরা জানো কি তোমাদের রব কি বলেছেন? এ কথা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, কোন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক ছাত্রকে প্রশ্ন করতে পারেন।

১০। মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপকারিণীর জন্য কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ।

মাসআলা মাসায়েল:

১। সূরা ওয়াকেয়ার উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর। ২। জাহেলী যুগের চারটি স্বভাবের উল্লেখ।

৩। উল্লেখিত স্বভাবগুলোর কোন কোনটির কুফরী হওয়া উল্লেখ।

৪। এমন কিছু কুফরী আছে যা মুসলিম মিল্লাত থেকে একে বারে নিঃশ্চিহ্ন হবে না।

৫। বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাসী আবার কেউ অবিশ্বাসী হয়েছে এ বাণীর উপলক্ষ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নেয়ামত [বৃষ্টি] নাযিল হওয়া।

৬। এ ব্যাপারে ঈমানের জন্য মেধা ও বিচক্ষণতা প্রয়োজন।

৭। এ ক্ষেত্রে কুফরী থেকে বাঁচার জন্য বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন।

৮। لقد صدق نوء كذا وكذا [অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাব সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে] এর মর্মার্থ বুঝতে হলে জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োজন।

৯। তোমরা জানো কি তোমাদের রব কি বলেছেন? এ কথা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, কোন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক ছাত্রকে প্রশ্ন করতে পারেন।

১০। মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপকারিণীর জন্য কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ।

[৩১] আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। আয়াতের তাফসীর। সূরা বাকারা-১৬৫।

প্রথম দলীল: মহান আল্লাহর বাণী,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ.

মানুষের মধ্যে এমন মানুষও রয়েছে যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে সদৃশ স্থির করে, আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাদেরকে ভালবাসে। (বাকারা : ১৬৫)।

দ্বিতীয় দলীল:

মহান আল্লাহর বাণী,

قُلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

হে রাসূল, আপনি বলে দিন, যদি তোমাদের মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, তোমাদের স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ঐ ব্যবসা যার লোকসান হওয়াকে তোমরা অপছন্দ করো, তোমাদের পছন্দনীয় বাড়ী-ঘর, তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁরই পথে জিহাদ করার চেয়ে বেশী প্রিয় হয়, তাহলে তোমরা আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।(তাওবা : ২৪)।

তৃতীয় দলীল:

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. (أخرجاه)

তোমাদের মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই। (বুখারি ও মুসলিম)।

চতুর্থ দলীল:

আনাস (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

ثلاث من كن فيه وجدبهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار.

যার মধ্যে তিনটি জিনিস বিদ্যমান আছে সে ব্যক্তি এগুলো দ্বারা ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পেরেছে। যথা:

এক : তার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক প্রিয় হওয়া।

দুই : একমাত্র আল্লাহ তাআলার [সন্তুষ্টি লাভের] জন্য কোন ব্যক্তিকে ভালবাসা।

তিন : আল্লাহ তাআলা তাকে কুফরী থেকে উদ্ধার করার পর পূনরায় কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করা তার কাছে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতই অপছন্দনীয় হওয়া।

অন্য একটি বর্ণনায় আছে لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى অর্থাৎ, কেউ ঈমানের স্বাদ পাবে না যতক্ষণ না .... (হাদিসের শেষ পর্যন্ত।]

পঞ্চম দলীল:

আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসে, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ঘৃণা করে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, আল্লাহর জন্যই শত্রুতা পোষণ করে; সে ব্যক্তি এ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভ করবে। আর এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া ব্যতীত নামায রোজার পরিমাণ যত বেশীই হোক না কেন, কোন বান্দাই ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে না।

আর সাধারণতঃ মানুষের মধ্যে পরস্পারিক ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে পার্থিব স্বার্থ। এ জাতীয় ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের দ্বারা কোন উপকার সাধিত হয় না। (ইবনে জারীর)

ষষ্ঠ দলীল:

আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন وتقطعت بهم الأسباب অর্থাৎ, তাদের সম্পর্ক বিছিন্ন হয়ে যাবে। এ সম্পর্ক হচ্ছে বন্ধুত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক।

ইবাদতের দিক থেকে মুহাব্বাহ তথা ভালোবাসা।

যথা:

মহান আল্লাহর স্বত্বার সাথে সম্পৃক্ত ইবাদত।

الولاية

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য।

বান্দার পক্ষ থেকে মহান আল্লাহর জন্য।

মাসআলা মাসায়েল:

১। সূরা বাকারার ১৬ নং আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা তাওবার ২৪ নং আয়াতের তাফসীর।

৩। রাসূল (সাঃ) এর প্রতি ভালবাসাকে জীবন, পরিবার ও ধন-সম্পদের উপর অগ্রাধিকার দেয়া ওয়াজিব।

৪। কোন কোন বিষয় এমন আছে যা ঈমানের পরিপন্থী হলেও এর দ্বারা ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যাওয়া বুঝায় না। [এমতাবস্থায় তাকে অপূর্ণাঙ্গ মোমিন বলা যেতে পারে]।

৫। ঈমানের একটা স্বাদ আছে। মানুষ কখনো এ স্বাদ অনুভব করতেও পারে, আবার কখনো অনুভব নাও করতে পারে।

৬। অন্তরের এমন চারটি আমল আছে যা ছাড়া আল্লাহর বন্ধুত্ব ও নৈকট্য লাভ করা যায় না, ঈমানের স্বাদ ও অনুভব করা যায় না।

৭। একজন প্রখ্যাত সাহাবী দুনিয়ার এ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব সাধারণত গড়ে উঠে পার্থিব বিষয়ের ভিত্তিতে।

৮। وتقطعت بهم الأسباب এর তাফসীর।

৯। মুশরিকদের মধ্যেও এমন লোক রয়েছে যারা আল্লহকে খুব ভালবাসে [কিন্তু শিরকের কারণে এ ভালবাসা অর্থহীন।]

১০। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে এবং ঐ শরীককে আল্লাহকে ভালবাসার মতই ভালবাসে সে শিরকে আকবার অর্থাৎ বড় ধরনের শিরক করলো।

[৩২] আল্লাহর ভয়। আয়াতের তাফসীর। ইমরান- ১৭৫।

প্রথম দলীল: মহান আল্লাহর বাণী,

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

এরা হলো শয়তান, যারা তোমাদেরকে তার বন্ধুদের (কাফের বেঈমান) দ্বারা ভয় দেখায়। তোমরা যদি প্রকৃত মোমেন হয়ে থাকো। তাহলে তাদেরকে [শয়তানের সহচারদেরকে] ভয় করো না বরং আমাকে ভয় করো (আল ইমরান . ১৭৫)।

দ্বিতীয় দলীল:

মহান আল্লাহর বাণী,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ.

আল্লাহর মসজিদগুলোকে একমাত্র তারাই আবাদ করতে পারে যারা আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। (তাওবা : ১৮)।

তৃতীয় দলীল:

মহান আল্লাহ বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ.

মানুষের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে যারা বলে, আমরা আল্লহর উপর ঈমান এনেছি। এরপর যখন আল্লাহর পথে তারা দুঃখ কষ্ট পায় তখন মানুষের চাপানো দুঃখ কষ্টের পরীক্ষাকে তারা আল্লাহর আযাবের সমতূল্য মনে করে।(আনকাবূত : ১০)

চতুর্থ দলীল:

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে মারফু হাদীসে বর্ণিত আছে, ঈমানের দুর্বলতা হচ্ছে আল্লাহ তাআলাকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করা, আল্লাহর রিযিক ভোগ করে মানুষের গুণগান করা, তোমাকে আল্লাহ যা দান করেননি তার ব্যাপারে মানুষের বদনাম করা। কোন লোভীর লোভ আল্লাহর রিযিক টেনে আনতে পারে না। আবার কোন ঘৃণা কারীর ঘৃণা আল্লাহর রিযিক বন্ধ করতে পারে না।

পঞ্চম দলীল:

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الله عليه وأسخط عليه الناس. (رواه ابن حبان فی صحيحه)

যে ব্যক্তি মানুষকে নারাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়, তার উপর আল্লাহর সন্তুষ্ট থাকেন, আর মানুষকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেন।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহকে নারাজ করে মানুষের সন্তুষ্টি চায়, তার উপর আল্লাহও অসন্তুষ্ট হন এবং মানুষকেও তার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেন। (ইবনে হিববান)

মাসআলা মাসায়েল:

১। সূরা আল-ইমরানের ১৭৫ নং আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা তাওবার ১৮ নং আয়াতের তাফসীর।

৩। সূরা আনকাবুতের ১০ নং আয়াতের তাফসীর।

৪। ঈমান শক্তিশালী হওয়া আবার দূর্বল হওয়া সংক্রান্ড় কথা।

১৩৯-১৪১

[৩৩] তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর ভরসা।

প্রথম দলীল: মহান আল্লাহর বাণী,

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাকো, তাহলে একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করো। (মায়েদা : ২৩)।

দ্বিতীয় দলীল: মহান আল্লাহর বাণী

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ.

একমাত্র তারাই মোমিন যাদের সামনে আল্লাহর কথা স্মরণ করা হলে তাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হয়। (আনফাল ২)।

চতুর্থ দলীল:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট। (সূরা তালাক . ৩)।

পঞ্চম দলীল:

ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, حسبنا الله ونعم الوكيل

এ কথা ইবরাহীম (আঃ) তখন বলেছিলেন, যখন তাঁকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো। আর মুহাম্মদ (স:) একথা বলেছিলেন তখন, যখন তাঁকে বলা হলো,

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا.

লোকেরা আপনাদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী বাহিনী জড়ো করেছে। অতএব তাদেরকে ভয় করুন। তখন তাঁদের ঈমান আরো বৃদ্ধি গেলো। (আল-ইমরান: ১৭৩)।

মাসআলা মাসায়েল:

১। আল্লাহর উপর ভরসা ফরজ।

২। আল্লাহর উপর ভরসা করা ঈমানের শর্ত।

৩। সূরা আনফালের ২নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৪। আয়াতটির তাফসীর, শেষাংশেই রয়েছে।

৫। সূরা তালাকের ৩ নং আয়াতের তাফসীর।

৬। حسبنا الله و نعم الوكيل কথাটি ইবরাহীম (আঃ) ও মুহাম্মদ (সাঃ) বিপদের সময় বলার কারণে এর গুরুত্ব ও মর্যাদা।

[৩৪] সূরা আরাফ ৯৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

প্রথম দলীল : মহান আল্লাহর বাণী,

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ.

তারা কি আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত [নির্ভয়] হয়ে গেছে? বস্ত্ততঃ আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার ব্যাপারে একমাত্র হতভাগ্য ক্ষতিগ্রস্ত ছাড়া অন্য কেউ ভয়-হীন হতে পারে না। (আরাফঃ ৯৯)।

দ্বিতীয় দলীল: মহান আল্লাহর বাণী,

وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ.

একমাত্র পথভ্রষ্ট লোকেরা ছাড়া স্বীয় রবের রহমত থেকে আর কে নিরাশ হতে পারে? (সূরা হিজর : ৫৬)।

তৃতীয় দলীল:

ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে বর্নিত আছে যে, রাসূল (সাঃ) কে কবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাবে বলেছেন, কবীরা গুনাহ হচ্ছে .

ألشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله.

আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করা।

চতুর্থ দলীল:

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন,

أكبر الكبائر : الإشراك بالله، والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. (رواه عبد الرزاق)

সবচেয় বড় গুনাহ হচ্ছে : আল্লাহর শাস্তি হতে নিজেকে নিরাপদ মনে করা, আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া এবং আল- াহর করুণা থেকে নিজেকে বঞ্চিত মনে করা।

মাসআলা মাসায়েল:

১। সূরা আরাফের ৯৯নং আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা হিজরের ৫৬ নং আয়াতের তাফসীর।

৩। আল্লাহর পাকড়াও থেকে ভয়হীন ব্যক্তির জন্য কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন।

[৩৫] তাকদীরের [ফায়সালার] উপর ধৈর্য ধারণ করা ঈমানের অঙ্গ।

প্রথম দলীল: মহান আল্লাহর বাণী,

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ.

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান আনে, তার অন্তরকে তিনি হেদায়াত দান করেন। তাগাবুনঃ ১১)।

আলকামা (রাঃ) বলেছেন, ঐ ব্যক্তিই মোমিন, যে ব্যক্তি বিপদ আসলে মনে করে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। এর ফলে সে বিপদগ্রস্থ হয়েও সন্তুষ্ট থাকে এবং বিপদকে খুব সহজেই স্বীকার করে নেয়।

দ্বিতীয় দলীল:

সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্নিত আছে, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

মানুষের মধ্যে এমন দুটি [খারাপ] স্বভাব রয়েছে যার দ্বারা তাদের কুফরী প্রকাশ পায়। একটি হচ্ছে, বংশ উল্লেখ করে খোটা দেয়া, আর একটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা।

তৃতীয় দলীল:

إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة فى الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة

আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর কোন বান্দার মঙ্গল করতে চান, তখন তাড়াতাড়িকরে দুনিয়াতেই তার [অপরাধের] শাস্তি দিয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে তিনি যখন তাঁর কোন বান্দার অমঙ্গল করতে চান, তখন দুনিয়াতে তার পাপের শাস্তি দেয়া থেকে বিরত থাকনে, যেন কেয়ামতের দিন তাকে পুরো শাস্তি দিতে পারেন।

চতুর্থ দলীল :

রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

إن عظم الجزاء مع عظم البلاء

পরীক্ষা যত কঠিন হয়, পুরস্কার তত বড় হয। আল্লাহ তাআলা যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন, তখন সে জাতিকে তিনি পরীক্ষা করেন। এতে যে ব্যক্তি সন্তুষ্টি থাকে, তার উপর আল্লাহ ও সন্তুষ্ট থাকেন। আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়, তার প্রতি আল্লাহও অসন্তুষ্ট থাকেন। (তিরমিজি)

মাসআলা মাসায়েল:

১। সূরা তাগাবুন এর ১১ নং আয়াতের তাফসীর। ২। বিপদে ধৈর্য ধারণ ও আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা ঈমানের অঙ্গ।

৩। কারো বংশের প্রতি অপবাদ দেয়া বা দুর্নাম করা কুফরীর শামিল।

৪। যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে, গাল- চাপড়ায়, জামার আস্ড়িন ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহেলী যুগের কোন রীতি নীতির প্রতি আহবান জানায়, তার প্রতি কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন। ৫। বান্দার মঙ্গলের প্রতি আল্লাহর ইচ্ছার নিদর্শন।

৬। বান্দার প্রতি আল্লাহর অমঙ্গলেচ্ছার নিদর্শন। ৭। বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালবাসার নিদর্শন। ৮। আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া হারাম।

৯। বিপদে আলণ্ডাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকার সওয়াব।

[৩৬] রিয়া (লৌকিকতা) প্রসঙ্গে আলোচনা।

প্রথম দলীল: মহান আল্লাহর বাণী, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ.

[হে মুহাম্মদ], আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার নিকট এ মর্মে অহী পাঠানো হয় যে, তোমাদের ইলাহই একক ইলাহ। (কাহাফ: ১১০)।

দ্বিতীয় দলীল:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে মারফু হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. (رواه مسلم)

আমি অংশীদারদের শিরক (অর্থাৎ অংশিদারিত্ব) থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি কোন কাজ করে ঐ কাজে আমার সাথে অন্য কাউকে শরিক করে, আমি [ঐ] ব্যক্তিকে এবং শিরককে [অংশীদারকে ও অংশিদারিত্বকে] প্রত্যাখ্যান করি। (মুসলিম)

তৃতীয় দলীল: আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে অন্য এক মারফু হাদীসে বর্ণিত আছে,

ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى، قال : الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، لما يرى من نظر رجل. (رواه أحمد)

আমি কি তোমাদের এমন বিষয়ে সংবাদ দেব না? যে বিষয়টি আমার কাছে মসীহ দাজ্জালের চেয়েও ভয়ঙ্কর? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তা হচ্ছে শিরকে খফী বা গুপ্ত শিরক। । [আর এর উদাহরণ হচ্ছে] একজন মানুষ দাঁড়িয়ে শুধু এ জন্যই তার নামাজকে খুব সুন্দরভাবে আদায় করে যে, কোন মানুষ তার নামাজ দেখছে [বলে সে মনে করছে]। (আহমাদ)

মাসআলা মাসায়েল:

১। সূরা কাহাফের ১১০ নং আয়াতের তাফসীর।

২। নেক আমল প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে মারাত্নক ত্রুটি হচ্ছে উক্ত নেক কাজ করতে গিয়ে আল্লাহ ছাড়াও অন্যকে খুশী করার নিয়ত।

৩। এর [অর্থাৎ শিরক মিশ্রিত নেক আমল প্রত্যাখ্যাত হওয়ার] অনিবার্য কারণ হচ্ছে, আল্লাহর কারো মুখাপেক্ষী না হওয়া। [এ জন্য গাইরুল্লাহ মিশ্রিত কোন আমল তাঁর প্রয়োজন নেই।]

৪। আরো একটি কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার সাথে যাদেরকে শরিক করা হয়, তাদের সকলের চেয়ে আল্লাহ বহুগুণে উত্তম।

৫। রাসূল (সাঃ) এর অনতরের রিয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের উপর ভয় ও আশংকা।

৬। রাসূল (সাঃ) রিয়ার ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন যে, একজন মানুষ মূলত নামাজ আদায় করবে আল্লাহরই জন্যে। তবে নামাজকে সুন্দরভাবে আদায় করবে শুধু এজন্য যে, সে মনে করে কোন মানুষ তার নামাজ দেখছে।

[৩৭] নিরর্থক দুনিয়াবী স্বার্থে কোন কাজ করা শিরক।

প্রথম দলীল: মহান আল্লাহর বলেন,

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُون. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

যারা শুধু দুনিয়ার জীবন এবং এর চাকচিক্য কামনা করে, আমি তাদের সব কাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে থাকি।

(হুদ : ১৫-১৬)

দ্বিতীয় দলীল:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে রাসূল (স:) এরশাদ করেছেন,

تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عيد الخميلة إن أعطى رضي وإن لم يعط سخط، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه فى سبيل الله أشعث راسه، مغبرة فدماه إن كان فى الحراسة، كان فى الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة, إن استأذن لم يؤذن له, وإن شفع لم يشفع.

দীনার ও দেরহাম অর্থাৎ টাকা-পয়সার পূজারীরা ধ্বংস হোক। রেশম পূজারী [পোষাক- বিলাসী] ধ্বংস হোক। তাকে দিতে পারলেই খুশী হয়, না দিতে পারলে রাগান্বিত হয়। সে ধ্বংস হোক, তার আরো খারাপ হোক, কাঁটা-ফুটলে সে তা খুলতে সক্ষম না হয় [অর্থাৎ সে বিপদ থেকে উদ্ধার না পাক।] সে বান্দা সৌভাগ্যের অধিকারী যে আল্লাহর রাস্তায় তার ঘোড়ার লাগাম ধরে রেখেছে, মাথার চুলগুলোকে এলো-মেলো করেছে আর পদযুগলকে করেছে ধূলিমলিন। তাকে পাহারার দায়িত্ব দিলে সে পাহারাতেই লেগে থাকে। সেনাদলের শেষ ভাগে তাকে নিয়োজিত করলে সে শেষ ভাগেই লেগে থাকে। সে অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেয়া হয় না। তার ব্যাপারে সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গৃহীত হয় না।

মাসআলা মাসায়েল:

১। আখেরাতের আমল দ্বারা মানুষের দুনিয়া হাসিলের ইচ্ছা।

২। সূরা হুদের ১৫ ও ১৬ নং আয়াতের তাফসীর।

৩। একজন মুসিলমকে দিনার- দেরহাম ও পোষাকের বিলাসী হিসেবে আখ্যায়িত করা।

৪। উপরোক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা হচ্ছে, বান্দাহকে দিতে পারলেই খুশী হয়, না দিতে পারলে অসন্তুষ্ট হয়। এ ধরনের লোক দুনিয়াদার।

৫। দুনিয়াদারকে আল্লাহর নবী এ বদদোয়া করেছেন, সে ধ্বংস হোক, সে অপমানিত হোক বা অপদস্ত হোক।

৬। দুনিয়াদারকে এ বলেও বদদোয়া করেছেন, তার গায়ে কাঁটা ফুটুক এবং তা সে খুলতে না পারুক

৭। হাদীসে বর্ণিত গুণাবলীতে গুণান্বিত মুজাহিদের প্রশংসা করা হয়েছে। সে সৌভাগ্যের অধিকারী বলে জানান হয়েছে।

৩৮ - যে ব্যাক্তি আল্লাহর হালালকৃত জিনিস হারাম এবং হারামকৃত জিনিসকে হালাল করার ব্যাপারে [অন্ধভাবে], আলেম, বজুর্গ ও নেতাদের আনুগত্য করলো, সে মূলত তাদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করল

১। আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন,

(يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون : قال أبو بكر وعمر)

তোমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হওয়ার সময় প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। কারণ, আমি বলছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। অথচ তোমরা বলছো, আবুবকর এবং ওমর (রাঃ) বলেছেন।

২। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাঃ) বলেছেন ঐ সব লোকদের ব্যাপারে আমার কাছে খুবই অবাক লাগে, যারা হাদিসের সনদ ও সিহহাত [বিশুদ্ধতা] অর্থাৎ হাদিসের পরম্পরা ও সহীহ হওয়ার বিষয়টি জানার পরও সুফইয়ান সওরীর মতামতকে গ্রহণ করে। অথচ আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (النور:٦٣)

যারা তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা করে, তাদের এ ভয় করা উচিৎ যে, তাদের উপর কোন কঠিন পরীক্ষা কিংবা কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এসে পড়ে। (নূর . ৮৩)

তুমি কি জানো ফিতনা কি? ফিতনা হচ্ছে শিরক। সম্ভবত তাঁর কোন কথা অন্তরে বক্রতার সৃষ্টি করলে এর ফলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

৩। আদী বিন হাতেম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله (التوبة)

তারা [ইয়াহুদী ও খৃষ্টান জাতির লোকেরা] আল্লাহর পরিবর্তে তাদের ধর্মীয় নেতা ও পুরোহিতদেরকে রব হিসেবে বরণ করে নিয়েছিল। (তাওবা . ৩১) তখন আমি নবীজিকে বললাম, আমরাতো তাদের ইবাদত করি না। তিনি বললেন, আচ্ছা আল্লাহর হালাল ঘোষিত জিনিসকে তারা হারাম বললে, তোমরা কি তা হারাম হিসেবে গ্রহণ করো না? আবার আল্লাহর হারাম ঘোষিত জিনিসকে তারা হালাল বললেন, তোমরা কি তা হালাল হিসেবে গ্রহণ করো না? তখন আমি বললাম, হ্যা, তিনি তখন বললেন, এটাই তাদের ইবাদত (করার মধ্যে গণ্য।) (আহমাদ ও তিরমিজী)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়,

১। সূরা নূরের ৬৩ নং আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা তাওবার ৩১ নং আয়াতের তাফসীর।

৩। আদী বিন হাতেম ইবাদতের যে অর্থ অস্বীকার করেছেন, সে ব্যাপারে সতর্কীকরণ।

৪। ইবনে আববাস (রাঃ) কর্তৃক আবু বকর এবং ওমর (রাঃ) এর দৃষ্টান্ড় আর ইমাম আহমাদ (রাঃ) কর্তৃক সুফইয়ান সওরীর দৃষ্টান্ড় পেশ করা।

৫। অবস্থার পরিবর্তন মানুষকে এমন [গোমরাহীর] পর্যায়ে উপনীত করে, যার ফলে পন্ডিত ও পীর বুজুর্গের পূজা করাটাই তাদের কাছে সর্বোত্তম ইবাদতে পরিণত হয়। আর এরই নাম দেয়া হয় বেলায়াত। আহবার তথা পন্ডিত ব্যক্তিদের ইবাদত হচ্ছে, তাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। অতঃপর অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়ে এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর ইবাদত করলো, সে সালেহ বা পূণ্যবান হিসেবে গণ্য হচ্ছে। পক্ষান্ড়রে দ্বিতীয় অর্থে যে ইবাদত করলো অর্থাৎ আল্লাহর জন্য ইবাদত করলো, সেই জাহেল বা মূর্খ হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

৩৯ - সূরা নিসার ৬০ নং আয়াতের তাফসীর এবং তাগুতের মর্মার্থ বুঝার ক্ষেত্রে সহযোগিতা।

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. (ألنساء: ٦٠)

আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা আপনার উপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছে বলে দাবী করে? তারা বিচার ফয়সালার জন্য তাগুত [খোদাদ্রোহী শক্তি] এর কাছে যায়, অথচ তা অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর শয়তান তাদেরকে চরম গোমরাহীতে নিমজ্জিত করতে চায়। (নিসা . ৬০)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ .(البقرة: ١١)

তাদেরকে যখন বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরাইতে শান্তিকামী। (বাকারা . ১১)

৩। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র এরশাদ করেছেন,

(وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا) (الأعراف: ٥٦

পৃথিবীতে শান্তিপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তোমর বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। (আরাফ . ৫৬)

৪। আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেছেন,

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (المائدة: ٥٠)

তারা কি বর্বর যুগের আইন চায় (মায়েদা . ৫০)

৫। আব্দুল্লাহ বিন ওমর থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به

তোমাদের কেউ ঈমানাদর হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমার আনীত আদর্শের অধীন হয়।(ইমাম নববী হাদীসটিকে সহী বলেছেন)

৬। ইমাম শা’বী (রহ:) বলেছেন, একজন মুনাফিক এবং একজন ইহুদীর মধ্যে (একটি ব্যাপারে) ঝগড়া ছিলো। ইহুদী বললো, ‘আমরা এর বিচার- ফয়সালার জন্য মুহাম্মদ (স:) এর কাছে যাবো, কেননা মুহাম্মদ (স:) ঘুষ গ্রহণ করেন না, এটা তার জানা ছিলো। আর মুনাফিক বললো, ফায়সালার জন্য আমরা ইহুদী বিচারকের কাছে যাবো, কেননা ইয়াহুদীরা ঘুষ খায়, এ কথা তার জানা ছিলো। পরিশেষে তারা উভয়েই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, তারা এর বিচার ও ফয়সালার জন্য জোহাইনা গোত্রের এক গণকের কাছে যাবে। তখন এ আয়াত নাযিল হয় .

ألم تر إلى الذين يزعمون...... الأية

আরেকটি বর্ণনা মতে জানা যায়, ঝগড়া- বিবাদে লিপ্ত দু’জন লোকের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। তাদের একজন বলেছিলো, মীমাংসার জন্য আমরা নবী (স:) এর কাছে যাবো, অপরজন বলেছিলো, কা’ব বিন আশরাফের কাছে যাবো।’ পরিশেষে তারা উভয়ে বিষয়টি মীমাংসার জন্য ওমর রা. এর কাছে সোপর্দ করলো। তারপর তাদের একজন ঘটনাটি তাঁর কাছে উল্লেখ করলো। সে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিচার ফয়সালার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারলো না, তাকে লক্ষ্য করে ওমর রা. বললেন, ঘটনাটি কি সত্যিই এরকম? সে বললো, হ্যা, তখন তিনি তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করে ফেললেন।”

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়.

১। সূরা নিসার ৬০ নং আয়াতের তাফসীর এবং তাগুতের মর্মার্থ বুঝার ক্ষেত্রে সহযোগিতা।

২। সূরা বাকারার ১১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৩। সূরা আরাফের ৫৬ নং আয়াতের তাফসীর।

৪। সূরা মায়েদার (أفحكم الجاهلية يبغون) এর তাফসীর।

৫। এ অধ্যায়ের প্রথম আয়াত

ألم تر إلى الذين يزعمون ..... الأية

নাযিল হওয়ার সম্পর্কে শা’বী রহ. এর বক্তব্য।

৬। সত্যিকারের ঈমান এবং মিথ্যা ঈমানের ব্যাখ্যা।

৭। মুনাফিকের সাথে ওমর রা. এর ব্যবহার সংক্রান্ত ঘটনা।

৮। প্রবৃত্তি যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূল স. এর আনীত আদর্শের অনুগত হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত কারো ঈমান পূর্ণাঙ্গ না হওয়ার বিষয়।

৪০ আল্লাহর আসমা ও সিফাত' [নাম ও গুণাবলী] অস্বীকারকারীর পরিণাম:

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

(وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ)

এবং তারা রহমান [আল্লাহর গুণবাচক নাম] কে অস্বীকার করে, (রা'দ: ৩০)

২। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদীসে আলী রা. বলেন,

حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله

লোকদেরকে এমন কথা বলো, যা দ্বারা তারা [[আল্লাহ ও রাসূল সম্পর্কে সঠিক কথা জানতে পারে। তোমরা কি চাও যে, [আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হোক.

৩। ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে রাসূল (স:) এর থেকে একটি হাদীস শুনে এক ব্যক্তি আল্লাহর গুণকে অস্বীকার করার জন্য একদম ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো তখন

তিনি বললেন, এরা এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি করে করলো? তারা মুহকামের [বা সুস্পষ্ট] আয়াত ও হাদিসের ক্ষেত্রে নমনীয়তা দেখালো, আর মুতাশাবাহ [অস্পষ্ট আয়াত ও হাদিসের ক্ষেত্রে] ধ্বংসাত্মক পথ অবলম্বন করলো।

কুরাইশরা যখন রাসূল (স:) এর কাছে [আল্লাহর গুণবাচক নাম রাহমানের] উল্লেখ করতে শুনতে পেলো, তখন তারা রাহমান' গুণটিকে অস্বীকার করলো এ প্রসঙ্গেই (وهم يكفرون بالرحمن) আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

এ অধ্যায় থেকেনিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১ আল্লাহর কোন নাম ও গুণ অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে ঈমান না থাকা।

২। সূরা রাদের এর তাফসীর।

৩। যে কথা শ্রোতার বোধগম্য নয়, তা পরিহার করা

৪। অস্বীকারকারীর অনিচ্ছা সত্তেও যেসব কথা আল্লাহর ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার দিকে নিয়ে যায়, এর কারণ কি? তার উল্লেখ।

৫। ইবনে আববাস (রা.) এর বক্তব্য হচ্ছে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর কোন একটি অস্বীকারকারীর ধ্বংস অনিবার্য।

৪১ - আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করার পরিণাম

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন

يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ (النحل:৮৩)

''তারা আল্লাহর নেয়ামত চিনে, অতঃপর তা অস্বীকার করে।'' (নাহল : ৮৩)

এর মর্মার্থ বুঝাতে মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, কোন মানুষের এ কথা বলা ' এ সম্পদ আমার, যা আমার পূর্ব পুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।' আ'উন ইবনে আবদিল্লাহ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তির এ কথা বলা, অমুক ব্যক্তি না হলে এমনটি হতোনা।' ইবনে কুতাইবা এর ব্যাখ্যায় বলেন, মুশরিকরা বলে, এটা হয়েছে আমাদের ইলাহদের সুপারিশের বদৌলতে।''

আবু আববাস যায়েদ ইবনে খালেদের হাদীসে- যাতে একথা আছে আল্লাহ বলেন,

أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر

''আমার কোন বান্দার ভোরে নিদ্রা ভঙ্গ হয় মোমিন অবস্থায়, আবার কারো ভোর হয় কাফির অবস্থায়''- উল্লেখ করে বলেন, এ ধরনের অনেক বক্তব্য কুরআন ও সুন্নায় উল্লেখ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি নেয়ামত দানের বিষয়টি গাইরুল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে, আল্লাহর তার নিন্দা করেন।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন সালাফে- সালেহীন বলেন, বিষয়টি মুশরিকদের এ কথার মতোই, অঘটন থেকে বাঁচার কারণ হচ্ছে অনুকুল বাতাস, আর মাঝির বিচক্ষণতা' এ ধরনের আরো অনেক কথা রয়েছে যা সাধারণ মানুষের মুখে বহুল প্রচলিত।

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। নেয়ামত সংক্রান্ত জ্ঞান এবং তা অস্বীকার করার ব্যাখ্যা।

২। জেনে- শুনে আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকারের বিষয়টি মানুষের মুখে বহুল প্রচলিত।

৩। মানুষের মুখে বহুল পরিচলিত এসব কথা আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করারই শামিল।

৪। অন্তরে দুটি বিপরীতধর্মী বিষয়ের সমাবেশ।

৪২ - আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরিক না করা

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة:২২)

অতএব জেনে শুনে তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না।''

২। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আববাস রা. বলেন أنداد [আন্দাদ] হচ্ছে এমন শিরক যা অন্ধকার রাত্রে নির্মল কাল পাথরের উপর পিপিলিকার পদচারণার চেয়েও সুক্ষ্ম। এর উদাহরণ হচ্ছে, তোমার এ কথা বলা, আল্লাহর কসম এবং হে অমুক, তোমার জীবনের কসম, আমার জীবনের কসম।' যদি ছোট্ট কুকুরটি না থাকতো, তাহলে অবশ্যই আমাদের ঘরে চোর প্রবেশ করতো।' হাঁসটি যদি ঘরে না থাকতো, তাহলে অবশ্যই চোর আসতো।' কোন ব্যক্তি তার সাথীকে এ কথা বলা,

আল্লাহ তাআলা এবং তুমি যা ইচ্ছা করেছো।' কোন ব্যক্তির এ কথা বলা, আল্লাহ এবং অমুক ব্যক্তি যদি না থাকে, তাহলে অমুক ব্যক্তিকে এ কাজে রেখো না।' এগুলো সবই শিরক। (ইবনে আবি হাতেম)

৩। ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও এরশাদ করেছেন,

(من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (رواه الترمذى وحسنه وصححه الحاكم

যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে শপথ করলো, সে কুফরী অথবা শিরক করলো।" (তিরমিজি)

৪। ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন,

لأن أخلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا

আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম করা আমার কাছে গাইরুল্লাহর নামে সত্য কসম করার চেয়ে বেশী পছন্দনীয়। হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

(لا تقولوا: ماشاء الله وشاء فلان ولكن قولوأ ماشاء الله ثم شاء فلان (رواه أبوداد

আল্লাহ এবং অমুক ব্যক্তি যা চেয়েছেন' এ কথা তোমরা বলো না। বরং এ কথা বলো, আল্লাহ যা চেয়েছেন অতঃপর অমুক ব্যক্তি যা চেয়েছে' (আবু দাউদ)

ইবরাহীম নখয়ী থেকে এ কথা বর্নিত আছে যে, أعوذبالله وبك অর্থাৎ 'আমি আল্লাহ এবং আপনার কাছে আশ্রয় চাই' এ কথা বলা তিনি অপছন্দ করতেন। আর أعوذ بالله ثم بك অর্থাৎ 'আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই অতঃপর আপনার কাছে আশ্রয় চাই।' এ কথা বলা তিনি জায়েম মনে করতেন। তিনি আরো বলেন, لولا الله ثم فلان ' যদি আল্লাহ অতঃপর অমুক না হয় একথা বলে, কিন্তু لولا الله وفلان অর্থাৎ যদি আল্লাহ এবং অমুক না হয় এ কথা বলো না।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। আল্লাহর সাথে শরিক করা সংক্রান্ড় সূরা বাকারার উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর।

২। শিরকে আকবার অর্থাৎ বড় শিরকের ব্যাপারে নাযিলকৃত আয়াতকে সাহাবায়ে কেরাম ছোট শিরকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে তাফসীর করেছেন।

৩। গাইরুল্লাহর নামে কসম করা শিরক।

৪। গাইরুল্লাহর নামে সত্য কসম করা, আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম করার চেয়েও জঘন্য গুনাহ।

৫। বাক্যস্থিত و এবং ثم এর মধ্যে পার্থক্য।

৪৩ - আল্লাহর নামে কসম করে সন্তুষ্ট না থাকার পরিণাম

১। ইবনে ওমর রা. থেকে বর্নিত আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له با لله فليرض وم لم يرض فليس من الله. (رواه ابن ماجه بسند حسن)

তোমরা তোমাদের বাপ- দাদার নামে কসম করো না, যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে কসম করে, তার উচিৎ কসমকে বাস্তবায়িত করা। আর যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে আল্লাহর নামে কসম করা হলো, তার উচিৎ উক্ত কসমে সন্তুষ্ট থাকা। আল্লাহর কসমে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হলো না, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কল্যাণের কোন আশা নেই।" (ইবনে মাজা)

১। বাপ-দাদার নামে কসম করার উপর নিষেধাজ্ঞা।

২। যার জন্য আল্লাহর নামে কসম করা হলো, তার প্রতি [কসমের বিষয়ে] সন্তুষ্ট থাকার নির্দেশ।

৩। আল্লাহর নামে কসম করার পর, যে উহাতে সন্তুষ্ট থাকে না, তার প্রতি ভয় প্রদর্শন ও হুশিয়ারি উচ্চারণ।

৪৪ আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন' বলা

১- কুতাইলা হতে বর্ণিত আছে, একজন ইহুদী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বললো, আপনারাও আল্লাহর সাথে শিরক করে থাকেন।কারণ আপনারা বলে থাকেন, ماشاء الله وشئت আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন। আপনারা আরো বলে থাকেন والكعبة অর্থাৎ কাবার কসম। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মুসলমানদের মধ্যে যারা কসম বা হলফ করতে চায়, তারা যেন বলে ورب الكعبة ' কাবার রবের কসম আর যেন ماشاء الله ثم شئت আল্লাহ যা চেয়েছেন অতঃপর আপনি যা চেয়েছেন একথা বলে। (নাসায়ী)

২। ইবনে আববাস রা. হতে আরো একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উদ্দেশ্যে বললো, ماشاء الله وشئت [আপনি এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন] তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন

أجعلتنى لله ندا তুমি কি আল্লাহর সাথে আমাকে শরিক করে ফেলেছো আসলে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন, তা একক ভাবেই করেছেন।

৩। আয়েশা রা. এর মায়ের দিক দিয়ে ভাই, তোফায়েল থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, আমি কয়েকজন ইয়াহুদীর কাছে এসেছি। আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা অবশ্যই একটা ভাল জাতি, যদি তোমরা ওযাইরকে আল্লাহর পুত্র না বলতে। তারা বললো, তোমরাও অবশ্যই একটি ভাল জাতি যদি তোমরা ما شاء الله وشاء محمد [আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মদ যা ইচ্ছা করেছেন] এ কথা না বলতে! অতঃপর নাসারাদের কিছু লোকের কাছে আমি গেলাম এবং বললাম, 'ঈসা আ. আল্লাহর পুত্র এ কথা না বললে তোমরা একটি উত্তম জাতি হতে। তারা বললো, তোমরাও ভাল জাতি হতে, যদি তোমরা এ কথা না বলতে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মদ যা ইচ্ছা করেছেন ' সকালে এ (স্বপ্নের) খবর যাকে পেলাম তাকে দিলাম। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এলাম এবং তাকে আমার স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি বললেন, 'এ স্বপ্নের কথা কি আর কাউকে বলেছো? বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং গুণ বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন,তোফায়েল একটা স্বপ্ন দেখেছে, যার খবর তোমাদের মধ্যে যাকে বলার বলেছে। তোমরা এমন কথাই বলেছো, যা বলতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আর আমিও তোমাদেরকে এভাবে বলতে নিষেধ করছি। অতএব তোমরা ما شاء الله وشاء محمد অর্থাৎ 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মদ স. যা ইচ্ছা করেছেন' একথা বলো না বরং তোমরা বলো, ما شاء الله وحده অর্থাৎ 'একক আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন।"

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। ছোট শিরক সম্পর্কে ইহুদীরাও অবগত আছে।

২। কুপ্রবৃত্তি সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধি থাকা।

৩। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উক্তি أجعلتنى لله ندا 'তুমি কি আমাকে আল্লাহর শরিক বানিয়েছো?' [অর্থাৎ ما شاء الله وشئت এ কথা বললেই যদি শিরক হয়] তাহলে সে ব্যক্তি অবস্থা কি দাঁড়ায়, যে ব্যক্তি বলে, يا أكرم الخلق ما لي من ألوذبه سواك হে সৃষ্টির সেরা, আপনি ছাড়া আমার আশ্রয়দাতা কেউ নেই এবং [এ কবিতাংশের] পরবর্তী দুটি লাইন। [অর্থাৎ উপরোক্ত কথা বললে অবশ্যই বড় ধরনের শিরকী গুনাহ হবে।]

৪। নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী يمنعنى كذا وكذا দ্বারা বুঝা যায় যে, এটা শিরকে আকবার [বড় শিরক] এর অন্ড়র্ভূক্ত নয়।

৫। নেক স্বপ্ন অহীর শ্রেণীর্ভূক্ত।

৬। স্বপ্ন শরিয়তের কোন কোন বিধান জারির কারণ হতে পারে।

৪৫ - যে ব্যক্তি যমানাকে গালি দেয় সে আল্লাহকে কষ্ট দেয়

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

(وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ (الجاثية: ২৪

''অবিশ্বাসীরা বলে, ' শুধু দুনিয়ার জীবনই আমাদের জীবন। আমরা এখানেই মরি ও বাঁচি। যমানা ব্যতীত অন্য কিছুই আমাদেরকে ধ্বংস করতে পারে না।'' (জাসিয়া : ২৪)

২। সহীহ হাদীসে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,

.يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار

لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر

তোমরা যমানাকে গালি দিওনা। কারণ, আল্লাহই হচ্ছেন যমানা।''

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়.

১। কাল বা যমানাকে গালি দেয়া নিষেধ।

২। যমানাকে গালি দেয়া আল্লাহকে কষ্ট দেয়ারই নামান্ড়র।

৩। فإن الله هو الدهر ' আল্লাহই হচ্ছেন যমানা' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এর বাণীর মধ্যে গভীর চিন্ড়ার বিষয় নিহিত আছে।

৪। বান্দার অন্ড়রে আল্লাহকে গালি দেয়ার ইচ্ছা না থাকলেও অসাবধনতা বশতঃ মনের অগোচরে তাঁকে গালি দিয়ে ফেলতে পারে।

৪৬ - কাযীউল কুযাত [মহা বিচারক] প্রভৃতি নামকরণ প্রসংগে

১। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله.

আল্লাহ তাআলার কাছে ঐ ব্যক্তির নাম সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যার নামকরণ করা হয় রাজাধিরাজ বা প্রভূর প্রভূ। আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রভূ নেই। (বুখারি)

সুফিয়ান সওরী বলেছেন, 'রাজাধিরাজ কথাটি 'শাহানশাহ এর মতই একটি নাম। আরো একটি বর্ণনা মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছন-

أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبيه

কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং খারাপ ব্যক্তি হচ্ছে [যার নামকরণ করা হচ্ছে রাজাধিরাজ]। উল্লেখিত হাদীসে أخنع শব্দের অর্থ হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়.

১। 'রাজাধিরাজ নামকরণের প্রতি নিষেধাজ্ঞা।

২। রাজাধিরাজ এর অর্থ সুফিয়ান সওরী কর্তৃক বর্ণিত শাহানশাহ এর অর্থের অনুরূপ।

৩। বর্ণিত ব্যাপারে এবং এ জাতীয় বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা। এক্ষেত্রে অন্তরে কি নিয়ত আছে তা বিবেচ্য নয়।

৪। বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা সবই আল্লাহর উদ্দেশ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪৭ - আল্লাহর সম্মানার্থে [শিরকী] নামের পরিবর্তন

১। আবু শুরাইহ হতে বর্ণিত আছে এক সময় তার কুনিয়াত ছিল আবুল হাকাম [জ্ঞানের পিতা] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

إن الله هو الحكم وإليه الحكم

আল্লাহ তাআলাই হচ্ছে জ্ঞান সত্তা এবং তিনিই জ্ঞানের আধার তখন আবু শুরাইহ বললেন, আমার কওমের লোকেরা যখন কোন বিষয়ে মতবিরোধ করে, তখন ফয়সালার জন্য আমার কাছে চলে আসে। তারপর আমি তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেই। এতে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হয়ে যায়।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা শুনে বললেন, এটা কতইনা ভাল! তোমার কি সন্তানাদি আছে? আমি বললাম, শুরাইহ মুসলিম এবং 'আবদুল্লাহ নামের তিনটি ছেলে আছে। তিনি বললেন, 'তাদের মধ্যে সবার বড় কে? আমি বললাম শুরাইহ। তিনি বললেন অতএব তুমি আবু শুরাইহ [শুরাইহের পিতা] (আবু দাউদ)।

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। আল্লাহর আসমা ও সিফাত অর্থাৎ নাম ও গুণাবলীর সম্মান করা; যদিও এর অর্থ বান্দার উদ্দেশ্য না হয়।

২। আল্লাহর নাম ও সিফাতের সম্মানার্থে নাম পরিবর্তন করা।

৩। কুনিয়াতের জন্য বড় সন্তানের নাম পছন্দ করা।

৪৮ - আল্লাহর যিকির, কুরআন এবং রাসূল সম্পর্কিত কোন বিষয় নিয়ে খেল- তামাশা করা প্রসংগে

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ (التوبة :৬৫

আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আমরা খেল- তামাশা করছিলাম।(ফুসসিলাত . ৫০)

২। ইবনে ওমর, মুহাম্মদ বিন কাব, যায়েদ বিন আসলাম এবং কাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, [তাদের একের কথা অপরের কথার মধ্যে সামঞ্জস্য আছে] তাবুক যুদ্ধে একজন লোক বললো, এ ক্বারীদের [কুরআন পাঠকারীর] মত এত অধিক পেটুক, কথায় এত অধিক মিথ্যুক এবং যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর সাক্ষাতে এত অধিক ভীরু আর কোন লোক দেখিনি। অর্থাৎ লোকটি তার কথা দ্বারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর ক্বারী সাহাবায়ে কেরামের দিকে ইঙ্গিত করেছিলো। আওফ বিন মালেক লোকটিকে বললেন, তুমি মিথ্যা কথা বলেছো। কারণ, তুমি মুনাফিক।

আমি অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ খবর জানাবো। আওফ তখন এ খবর জানানোর জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে চলে গেলেন। গিয়ে দেখলেন কুরআন তাঁর চেয়েও অগ্রগামী [অর্থাৎ আওফ পৌছার পূর্বেই অহীর মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাপারটি জেনে ফেলেছেন] এ ফাঁকে মুনাফিক লোকটি তার উটে চড়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে চলে আসলো। তারপর সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, চলার পথে আমরা অন্যান্য পথচারীদের মত পরস্পরের হাসি, রং- তামাশা করছিলাম' যাতে করে আমাদের পথ চলার কষ্ট লাঘব হয়। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, এর উটের গদির রশির সাথে লেগে আমি যেন তার দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। পাথর তার পায়ের উপর পড়ছিলো, আর সে বলছিলো, 'আমরা হাসি ঠাট্টা করছিলাম।' তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون

তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত [কুরআন] এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিলে?

তিনি তার দিকে [মুনাফিকের দিকে] দৃষ্টিও দেননি। এর অতিরিক্ত কোন কথাও বলেননি।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে একথা অনুধাবন করা যে, আল্লাহ, কুরআন ও রাসূলের সাথে যারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করে তারা কাফের।

২। এ ঘটনা সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীর ঐ ব্যক্তির জন্য যে, এ ধরনের কাজ করে অর্থাৎ আল্লাহ, কুরআন ও রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে।

৩। চোগলখুরী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে নসীহতের মধ্যে পার্থক্য।

৪। এমন ওযরও রয়েছে যা গ্রহণ করা উচিৎ নয়।

৪৯ - সূরা ফুসসিলাতের ৫০ নং আয়াতের তাফসীর ও আশ্চর্য ধরনের কিসসা এবং তাতে নিহিত উপদেশাবলী

১। আল্লাহ তাআলার বাণী .

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي (فصلت:৫০)

দুঃখ- দুর্দশার পর যদি আমি মানুষকে আমার রহমতের আস্বাদ গ্রহণ করাই, তাহলে সে অবশ্যই বলে, এ নেয়ামত আমারই জন্য হয়েছে। (ফুসসিলাত . ৫০) বিখ্যাত মুফাসসির মুজাহিদ বলেন, ' ইহা আমরই জন্য এর অর্থ হচ্ছে, আমার নেক আমলের বদৌলতেই এ নেয়ামত দান করা হয়েছে, আমিই এর হকদার।ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, সে এ কথা বলতে চায়, 'নেয়ামত আমার আমলের কারণেই এসেছে অর্থাৎ এর প্রকৃত হকদার আমিই।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন,

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي (القصص : ৭৮)

''সে বলে, 'নিশ্চয়ই এ নেয়ামত আমার ইলম ও জ্ঞানের জন্য আমাকে দেয়া হয়েছে।'' (কাসাসঃ৭৮)

কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, 'উপার্জনের রকমারী পন্থা সম্পর্কিত জ্ঞান থাকার কারণে আমি এ নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছি।' অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেন 'আল্লাহ তাআলার ইলম মোতাবেক আমি এর [নেয়ামতের] হকদার। আমার মর্যাদার বদৌলতেই এ নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছি।'

মুজাহিদের এ কথার অর্থই উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

২। আবু হুরাইয়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছেন,

ثلاثة من بنى إسرائيل : أبرص وأقرع و أعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأرض ... إلى آخر الحديث.

''বর্ণিত ইসরাইল বংশে তিনজন লোক ছিল . যাদের একজন ছিল কুষ্টরোগী, আরেকজন টাক পড়া, অপরজন ছিল অন্ধ। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তখন তাদের কাছে তিনি ফেরেস্তা পাঠালেন। কুষ্টরোগীর কাছে ফেরেস্তা এসে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কি? সে বললো, 'সুন্দর চেহারা এবং সুন্দর ত্বক [শরীরের চামড়া]। আর যে রোগের কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে তা থেকে মুক্তি আমার কাম্য। তখন ফেরেস্তা তার শরীরে হাত বুলিয়ে দিলো। এতে তার রোগ দূর হয়ে গেলো তাকে সুন্দর রং আর

সুন্দর ত্বক দেয়া হলো। তারপর ফেরেস্তা তাকে জিজ্ঞেস করলো, ''তোমার প্রিয় সম্পদ কি? সে বললো, ''উট অথবা গরু''। [ইসহাক অর্থাৎ হাদীস বর্ণনাকারী উট কিংবা গরু এ দু'য়ের মধ্যে সন্দেহ করছেন] তখন তাকে দশটি গর্ভবতী উট দেয়া হলো। ফিরিস্তা তার জন্য দোয়া করে বললো আল্লাহ এ সম্পদে তোমাকে বরকত দান করুন।''

তারপর ফেরেস্তা টাক পড়া লোকটির কাছে গিয়ে বললো, ''তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কি?'' লোকটি বললো, ''আমার প্রিয় জিনিস হচ্ছে সুন্দর চুল। আর লোকজন আমাকে যার জন্য ঘৃণা করে তা থেকে মুক্ত হতে চাই।'' ফেরেস্তা তখন তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। এতে তার মাথার টাক দূর হয়ে গেলো। তাকে সুন্দর চুল দেয়া হলো। অতঃপর ফেরেস্তা তাকে জিজ্ঞেস করলো, ''কোন সম্পদ তোমার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়? সে বললো, ''উট অথবা গরু।'' তখন তাকে গর্ভবতী গাভী দেয়া হলো। ফেরেস্তা তার জন্য দোয়া করে বললো আল্লাহ এ সম্পদে তোমাকে বরকত দান করুন। ''

তারপর ফেরেস্তা অন্ধ লোকটির কাছে এসে বললো, ''তোমার কাছে সবচেয় প্রিয় বস্তু কি?'' লোকটি বললো আল্লাহ যেন আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। যার ফলে আমি লোকজনকে দেখতে পাবো, এটাই আমার প্রিয় জিনিস।'' ফেরেস্তা তখন তার চোখে হাত বুলিয়ে দিলো। এতে লোকটির দৃষ্টিশক্তি আল্লাহ তাআলা ফিরেয়ে দিলেন। ফেরেস্তা তাকে বললো, ''কি সম্পদ তোমার কাছে প্রিয়? সে বললো, ''ছাগল আমার বেশী প্রিয়।'' তখন তাকে একটি গর্ভবতী

ছাগল দেয়া হলো। তারপর ছাগল বংশ বৃদ্ধি করতে লাগলো। এমনিভাবে উট ও গরু বংশ বৃদ্ধি করতে লাগলো। অবশেষে অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, একজনের উট দ্বারা মাঠ ভরে গেলো, আরেকজনের গরু দ্বারা মাঠ পূর্ণ হয়ে গেলো এবং আরেকজনের ছাগল দ্বারা মাঠ ভর্তি হয়ে গেলো।

এমতাবস্থায় একদিন ফেরেস্তা তার স্বীয় বিশেষ আকৃতিতে কুষ্ঠ রোগীর কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, ''আমি একজন মিসকিন।'' আমার সফরের সম্বল শেষ হয়ে গেছে [আমি খুবই বিপদগ্রস্ত] আমার গন্ড্রব্যে পৌছার জন্য প্রথমে আল্লাহর তারপর আপনার সাহায্য দরকার। যে আল্লাহ আপনাকে এত সুন্দর রং এবং সুন্দর ত্বক দান করেছেন, তাঁর নামে আমি আপনার কাছে একটা উট সাহায্য চাই, যাতে আমি নিজ গন্ড্রব্যস্থানে পৌঁছতে পারি। তখন লোকটি বললো, 'দেখুন, আমার অনেক দায়-দায়িত্ব আছে, হকদার আছে।' ফেরেস্তা বললো, 'আমার মনে হয়, আমি আপনাকে চিনি।' আপনি কি কুষ্ঠ রোগী ছিলেন না? আপনি খুব গরীব ছিলেন? লোকজন আপনাকে খুব ঘৃণা করতো। তারপর আল্লাহ আপনাকে এ সম্পদ দান করেছেন। তখন লোকটি বললো, 'এ সম্পদ আমার পূর্ব পুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। ফেরেস্তা তখন বললো, ''তুমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকো তাহলে আল্লাহ যেন তোমাকে পূর্বের অবস্থা ফিরিয়ে দেন।''

তারপর ফেরেস্তা মাথায় টাক- পড়া লোকটির কাছে গেল এবং ইতিপূর্বে কুষ্ঠরোগীর সাথে যে ধরনের কথা বলেছিলো, তার [টাক পড়া লোকটির] সাথেও সে ধরনের কথা বললো। প্রতি উত্তরে কুষ্ঠরোগী যে ধরনের জবাব দিযেছিলে, এ লোকটিও সেই একই ধরনের জবাব দিলো। তখন ফেরেস্তাও আগের মতই বললো, 'যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তাহলে আল্লাহ তাআলা যেন তোমাকে তোমার পূর্বের অবস্থা ফিরিয়ে দেন।' অতঃপর ফেরেস্তা স্বীয় আকৃতিতে অন্ধ লোকটির কাছে গিয়ে বললো, 'আমি এক গরীব মুসাফির। আমার পথের সম্বল নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। প্রথম আল্লাহর তারপর আপনার সাহায্য কামনা করছি। যিনি আপনার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন, তাঁর নামে একটি 'ছাগল' আপনার কাছে সাহায্য চাই, যাতে আমার সফরে নিজ গন্তব্যস্থানে পৌছতে পারি।' তখন লোকটি বললো, 'আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ তাআলা আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আপনার যা খুশি নিয়ে যান, আর যা খুশি রেখে যান। আল্লাহর কসম, আল্লাহর নামে আপনি আজ যা নিয়ে যাবেন, তার বিন্দুমাত্র আমি বাধা দেব না।' তখন ফেরেস্তা বললো, 'আপনার মাল আপনি রাখুন। আপনাদেরকে শুধুমাত্র পরীক্ষা করা হলো। আপনার আচরণে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন, আপনার সঙ্গীদ্বয়ের আচরণে অসন্তুষ্ট হয়েছেন।'' (বুখারি ও মুসলিম)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। সূরা ফুসসিলাতের ৫০ নং আয়াতের তাফসীর।

২। ليقولن هذا لى এর অর্থ।

৩। أوتيته على علم عندى এর অর্থ।

৪। আশ্চর্য ধরনের কিসসা এবং তাতে নিহিত উপদেশাবলী।

৫০ - যেসব নামের মধ্যে গাইরুল্লাহর ইবাদতের অর্থ নিহিত রয়েছে সে নাম রাখা হারাম।

১। আল্লাহ তাআলার বাণী .

(فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا) (الأعراف: ১৯০

''অতঃপর আল্লাহ যখন উভয়কে একটি সুস্থ ও নিখুঁত সন্তান দান করলেন, তখন তারা তাঁর দানের ব্যাপারে অন্যকে তাঁর শরিক গণ্য করতে শুরু করলো।'' (আ'রাফ . ১৯০)

ইবনে হযম (রহ:) বলেন, উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, এমন প্রত্যেক নামই হারাম, যা দ্বারা গাইরুল্লাহর ইবাদত করার অর্থ বুঝায়। যেমন, আবদু ওমর, আবদুল কা'বা এবং এ জাতীয় অন্যান্য নাম। তবে আবদুল মোত্তালিব এর ব্যতিক্রম। ইবনে আববাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আদম আ. যখন বিবি হাওয়ার সাথে মিলিত হলেন, তখন হাওয়া গর্ভবতী হলেন। এমতাবস্থায় শয়তান আদম ও হাওয়ার কাছে এসে বললো, 'আমি তোমাদের সেই বন্ধু ও সাথী, যে নাকী তোমাদের জান্নাত থেকে বের

করেছে। তোমরা অবশ্যই আমার আনুগত্য করো, নতুবা গর্ভস্থ সন্তানের মাথায় উটের শিং গজিয়ে দিবো, তখন সন্ড়ান তোমার পেট কেটে বের করতে হবে। আমি অবশ্যই একাজ করে ছাড়বো।''

শয়তান এভাবে তাদেরকে ভয় দেখাচ্ছিল। শয়তান বললো, তোমরা তোমাদের সন্তানের নাম 'আব্দুল হারিছ' রেখো। তখন তাঁরা শয়তানের আনুগত্য করতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর তাদের একটি মৃত সন্তান ভূমিষ্ট হলো। আবারো বিবি হাওয়া গর্ভবতী হলেন। শয়তানও পুনরায় তাঁদের কাছে এসে পূর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিলো। এর ফলে তাঁদের অন্তরে সন্তানের প্রতি ভালবাসা তীব্র হয়ে দেখা দিলো। তখন তাঁরা সন্তানের নাম 'আবদুল হারিস' রাখলেন। এভাবেই তাঁরা আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের মধ্যে তাঁর সাথে শরিক করে ফেললেন। এটাই হচ্ছে جعلا له شركاء فيما آتاهما এ আয়াতের তাৎপর্য (ইবনে আবি হাতিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

কাতাদাহ থেকে সহীহ সনদে অপর একটি হাদীসে বর্নিত আছে, তিনি বলেন, তাঁরা আল্লাহর সাথে শরিক করেছিলেন আনুগত্যের ক্ষেত্রে ইবাদতের ক্ষেত্রে নয়।'

মুজাহিদ থেকে সহীহ সনদে لئن آتينا صالحا এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্নিত আছে, তিনি বলেন, সন্তানটি মানুষ না হওয়ার আশংকা তাঁরা [পিতা-মাতা] করেছিলেন। '

[হাসান, সাঈদ প্রমুখের কাছ থেকে এর অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে।]

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। যেসব নামের মধ্যে গাইরুল্লাহর ইবাদতের অর্থ নিহিত রয়েছে সে নাম রাখা হারাম।

২। সূরা আ'রাফের ১৯০ নং আয়াতের তাফসীর।

৩। আলোচিত অধ্যায়ে বর্ণিত শিরক হচ্ছে শুধুমাত্র নাম রাখার জন্য। এর দ্বারা হাকীকত [অর্থাৎ শিরক করা] উদ্দেশ্য ছিল না।

৪। আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ কন্যা সন্ড়ান লাভ করা একজন মানুষের জন্য নেয়ামতের বিষয়।

৫। আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে শিরক এবং ইবাদতের মধ্যে শিরকের ব্যাপারে সালাফে-সালেহীন পার্থক্য

নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

৫১ - আল্লাহ তাআলার আসমায়ে হুসনা [বা সুন্দরতম নামসমূহ]

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

(وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ (الأعراف: ১৮০

''আল্লাহর সুন্দর সুন্দর অনেক নাম রয়েছে। তোমরা এসব নামে তাঁকে

ডাকো। আর যারা তাঁর নামগুলোকে বিকৃত করে তাদেরকে পরিহার করে চলো।'' (আ'রাফ . ১৮০)

২। ইবনে আবি হাতিম ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, يلحدون فى أسمائه [তারা তাঁর নামগুলো বিকৃত করে] এর অর্থ হচ্ছে তারা শিরক করে।

৩। ইবনে আববাস রা. থেকে আরো বর্ণিত আছে, মুশরিকরা 'ইলাহ' থেকে 'লাত' আর 'আজীজ' থেকে 'উযযা' নামকরণ করছে।

৪। আ'মাস থেকে বর্ণিত আছে, মুশরিকরা আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে এমন কিছু [শিরকী বিষয়] ঢুকিয়েছে যার অস্তিত্ব আদৌ তাতে নেই।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। আল্লাহর নামসমূহ যথাযথ স্বীকৃতি

২। আল্লাহর নামসমূহ সুন্দরতম হওয়া।

৩। সুন্দর ও পবিত্র নামে আল্লাহকে ডাকার নির্দেশ।

৪। যেসব মূর্খ ও বেইমান লোকেরা আল্লাহর পবিত্র নামের বিরুদ্ধাচারণ করে তাদেরকে পরিহার করে চলা।

৫। আল্লাহর নামে বিকৃতি ঘটানোর ব্যাখ্যা।

৫২ - ''আসসালামু আলাল্লাহ [আল্লাহর] উপর শান্তি বর্ষিত হোক] বলা যাবে না

১। সহীহ বুখারীতে ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে নামাযে মগ্ন ছিলাম। তখন আমরা বললাম,

السلام على الله من عباده، السلام على فلان فلان

''আল্লাহর উপর তাঁর বান্দাদের পক্ষ থেকে শান্তি হোক, অমুক অমুকের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।'' তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

لا تقولوا : السلام على الله، فإن الله هو السلام

''আল্লাহর উপর শান্তি হোক, এমন কথা তোমরা বলো না। কেননা আল্লাহ নিজেই 'সালাম' [শান্তি]''

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। 'সালাম' এর ব্যাখ্যা।

২। 'সালাম' হচ্ছে সম্মানজনক সম্ভাষণ।

৩। এ ['সালাম'] সম্ভাষণ আল্লাহর ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।

৪। আল্লাহর ব্যাপারে 'সালাম' প্রযোজ্য না হওয়ার কারণ।

৫। বান্দাহগণকে এমন সম্ভাষণ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যা আল্লাহর জন্য সমীচীন ও শোভনীয়।

৫৩ - 'হে আল্লাহ তোমার মর্জি হলে আমাকে মাফ করো' প্রসঙ্গে

১। সহীহ হাদীসে আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন ,

لا يقل أحدكم اللهم اغفر لى إن شئت اللهم ارحمنى إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له.

''তোমাদের মধ্যে কেউ যেন একথা না বলে, 'হে আল্লাহ, তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে মাফ করে দাও, 'হে আল্লাহ, তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে করুণা করো'। বরং দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে। কেননা আল্লাহর উপর জবরদস্তী করার মত কেউ নেই।'' (বুখারি)

২। সহী মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে,

وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيئ أعطاه

''আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার উৎসাহ উদ্দীপনাকে বৃদ্ধি করা উচিৎ। কেননা আল্লাহ বান্দাকে যাই দান করেন না কেন তার কোনটাই তাঁর কাছে বড় কিংবা কঠিন কিছুই নয়।''

৫৪ - আমার দাস- দাসী বলা নিষিদ্ধ।

১। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে রাসূল (স:) এরশাদ করেছেন,

لا يقل أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، وليقل: سيدى ومولاى، ولا يقل أحدكم عبدى وأمتى، وليقل : فتاى وفتاتى و غلامى.

'' তোমাদের কেউ যেন না বলে, 'তোমার প্রভুকে খাইয়ে দাও' 'তোমার প্রভুকে অজু করাও'। বরং সে যেন বলে, 'আমার নেতা' 'আমার মনিব'। তোমাদের কেউ যেন না বলে 'আমার দাস' 'আমার দাসী'। বরং সে যেন বলে, 'আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার চাকর।''

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। আমার দাস- দাসী বলা নিষিদ্ধ।

২। কোন গোলাম যেন তার মনিবকে না বলে, 'আমার প্রভু'। এ কথাও যেন না বলে, 'তোমার রবকে আহার করাও'।

৩। প্রথম শিক্ষণীয় বিষয় হলো, 'আমার ছেলে' 'আমার মেয়ে' 'আমার চাকর' বলতে হবে।

৪। দ্বিতীয় শিক্ষণীয় বিষয় হলো, 'আমার নেতা,' 'আমার মনিব' বলতে হবে।

৫। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি শতর্কতা অবলম্বন। আর তা হচ্ছে, শব্দ ব্যবহার ও প্রয়োগের মধ্যেও তাওহীদের শিক্ষা বাস্তবায়ন করা।

৫৫ - আল্লাহর ওয়াস্তে আশ্রয় প্রার্থনাকারীকে আশ্রয় দান।

আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য চাইলে বিমুখ না করা

১। ইবনে ওমর রা. থেকে বর্নিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছে,

من سأل بالله فأعطوه، ومن أستعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. (رواه أبوداود والنسائى بسند صحيح)

''যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে চায় তাকে দান করো। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাকে আশ্রয় দাও। যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে ডাকে, তার ডাকে সাড়া দাও। যে ব্যক্তি তোমাদের জন্য ভাল কাজ করে, তার যথোপযুক্ত প্রতিদান দাও। তার প্রতিদানের জন্য যদি তোমরা কিছুই না পাও, তাহলে তার জন্য এমন দোয়া করো, যার ফলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তোমরা তার প্রতিদান দিতে পেরেছো। '' (আবু দাউদ, নাসায়ী)

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। আল্লাহর ওয়াস্তে আশ্রয় প্রার্থনাকারীকে আশ্রয় দান।

২। আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য প্রার্থনাকারীকে সাহায্য প্রদান।

৩। [নেক কাজের] আহবানে সাড়া দেয়া।

৪। ভাল কাজের প্রতিদান দেয়া।

৫। ভাল কাজের প্রতিদানে অক্ষম হলে উপকার সাধনকারীর জন্য দোয়া করা।

৬। এমন খালেসভাবে উপকার সাধনকারীর জন্য দোয়া করা, যাতে মনে হয়, যথোপযুক্ত প্রতিদান দেয়া হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী حتى تروا أنكم قد كافأتموه দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে।

৫৬ - বিওয়াজহিল্লাহ বলে একমাত্র জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করা যায় না।

১। জাবের রা. থেকে বর্নিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

(لا يسأل بوجه الله إلا الجنة (رواه أبوداؤد

বিওয়াজহিল্লাহ [আল্লাহর চেহারার ওসীলা] দ্বারা একমাত্র জান্নাত ছাড়া অন্য কিছুই চাওয়া যায় না।'' (আবু দাউদ)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্থাৎ জান্নাত ব্যতীত বিওয়াজহিল্লাহ দ্বারা অন্য কিছু চাওয়া যায় না।

২।আল্লাহর চেহারা নামক সিফাত বা গুনের স্বীকৃতি।

৫৭ - [বাক্যের মধ্যে ‘যদি’ ব্যবহার সংক্রান্ড় আলোচনা]

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

(يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا (آل عمران ১৫৪

‘‘তারা বলে, ‘যদি’ এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কিছু থাকতো, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না’’ (আল ইমরান . ১৫৪)

২। আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেছেন,

(الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا (آل عمران: ১৬৮

‘‘যারা ঘরে বসে থেকে [যুদ্ধে না গিয়ে তারেদ [যোদ্ধা] ভাইদেরকে বলে, আমাদের কথা মতো যদি তারা চলতো। তবে তারা নিহত হতো না। (আল-ইমরান . ১৬৮)

৩। সহীহ বুখারীতে আয়েশা রা. হবে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

أحرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شئ فلا تقل لو أننى فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان

‘‘যে জিনিস তোমার উপকার সাধন করবে, তার ব্যাপারে আগ্রহী হও এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও, আর কখনো অক্ষমতা প্রকাশ করো না। যদি তোমার উপর কোন বিপদ এসে পড়ে, তবে এ কথা বলো না, ‘যদি

আমি এরকম করতাম, তাহলে অবশ্যই এমন হতো’। বরং তুমি এ কথা বলো, ‘আল্লাহ যা তাকদীরে রেখেছেন এবং যা ইচ্ছা করেছেন তাই হয়েছে। কেননা ‘যদি’ কথাটি শয়তানের জন্য কুমন্ত্রণার পথ খুলে দেয়।’’ (বুখারি)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। সূরা আল- ইমরানের ১৫৪ নং আয়াত এবং ৬৮ নং আয়াতের উল্লেণ্ডখিত অংশের তাফসীর।

২। কোন বিপদাপদ হলে ‘যদি’ প্রয়োগ করে কথা বলার উপর সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা।

৩। শয়তানের [কুমন্ত্রণামূলক] কাজের সুযোগ তৈরীর কারণ।

৪। উত্তম কথার প্রতি দিক নির্দেশনা।]

৫। উপকারী ও কল্যাণজনক বিষয়ে আগ্রহী হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করা।

৬। এর বিপরীত অর্থাৎ ভাল কাজে অপারগতা ও অক্ষমতা প্রদর্শণের উপর নিষেধাজ্ঞা।

৫৮ - বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ

১। উবাই ইবনে কা’ব রা. থেকে বর্ণিত আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

لا تسبوا الريح، فإذا رايتم ما تكرهون فقولوا:

‘‘তোমরা বাতাসকে গালি দিও না। তোমরা যদি বাতাসের মধ্যে তোমাদের অপছন্দনীয় কিছু প্রত্যক্ষ করো তখন তোমরা বলো,

أللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذبك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. (صحيح الترمذى)

''হে আল্লাহ এ বাতাসের যা কল্যাণকর, এতে যে মঙ্গল নিহিত আছে এবং যতটুকু কল্যাণ করার জন্য সে অদিষ্ট হয়েছে ততটুকু কল্যাণ ও মঙ্গল আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করি। আর এ বাতাসের যা অনিষ্টকর, তাতে যে অমঙ্গল লুকায়িত আছে, এবং যতটুকু অনিষ্ট সাধনের ব্যাপারে সে

আদিষ্ট হয়েছে তা [অমঙ্গল ও অনিষ্ঠতা] থেকে আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই। [তিরমিজি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ।

২। মানুষ যখন কোন অপছন্দনীয় জিনিস দেখবে তখন কল্যাণকর কথার মাধ্যমে দিক নির্দেশনা দান করবে।

৩। বাতাস আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট, একথার দিক নির্দেশনা।

৪। বাতাস কখনো কল্যাণ সাধনের জন্য আবার কখনো অকল্যাণ করার জন্য আদিষ্ট হয়।

৫৯ - ১। সূরা আল- ইমরানের ১৫৪ নং আয়াতের তাফসীর ও সূরা ''ফাতাহ'' এর ৬ নং আয়াতের তাফসীর।

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

(يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ (آل عمران: ১৫৪

''তারা জাহেলী যুগের ধারণার মত আল্লাহ সম্পর্কে অবাস্তব ধারণা পোষণ করে। তারা বলে, 'আমাদের জন্য কি কিছু করণীয় আছে? [হে রাসূল] আপনি বলে দিন, 'সব বিষয়ই আল্লাহর ইখতিয়ারভূক্ত।'' [আল-ইমরান . ১৫৪]

২। আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেছেন,

الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ (الفتح: ৬)

''তারা [মুনাফিকরা] আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে, তারা নিজেরাই খারাপ ও দোষের আবর্তে নিপতিত।'' (আল-ফাতাহ . ৬]

প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনুল কাইয়্যিম বলেছেন, ظن এর ব্যাখ্যা এটাই করা হয়েছে যে, মুনাফিকদের ধারণা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেন না। তাঁর বিষয়টি অচিরেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। ব্যাখ্যায় আরো বলা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যে সব বিপদাপদ এসেছে তা আদৌ আল্লাহর ফয়সালা, তাকদীর এবং হিকমত মোতাবেক হয়নি।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আরও বলা হয়েছে যে, মানুফিকরা আল্লাহর হিকমত, তাকদীর, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ণাঙ্গ রিসালত এবং সকল দ্বীনের উপর আল্লাহর দীন তথা ইসলামের বিজয়কে অস্বীকার করেছে। আর এটাই হচ্ছে সেই খারাপ ধারণা যা সূরা 'ফাতহে' উল্লেখিত মুনাফিক ও মুশরিকরা পোষণ করতো। এ ধারণা খারাপ হওয়ার কারণ এটাই যে, আল্লাহ তাআলার সুমহান মর্যাদার জন্য ইহা শোভনীয় ছিল না। তাঁর হিকমত প্রশংসা এবং সত্য ওয়াদার জন্যও উক্ত ধারণা ছিল বেমানান, অসৌজন্যমুলক।

যে ব্যক্তি মনে করে যে, আল্লাহ তাআলা বাতিলকে হকের উপর এতটুকু বিজয় দান করেন, যাতে হক অস্ড়িত্বহীন হয়ে পড়ে, অথবা যে ব্যক্তি আল্লাহর ফয়সালা, তাকদীরের নিয়মকে অস্বীকার করে, অথবা তাকদীর যে আল্লাহর হক মহা কৌশল এবং প্রশংসার দাবীদার এ কথা অস্বীকার করে, সাথে সাথে এ দাবীও করে যে, এসব আল্লাহ তাআলার নিছক অর্থহীন ইচ্ছামাত্র; তার এ ধারণা কাফেরদের ধারণা বৈ কিছু নয়। তাই জাহান্নামের কঠিন শাস্ড়ি এ সব কাফেরদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে।

অধিকাংশ লোকই নিজেদের [সাথে সংশ্লিষ্ট] বিষয়ে এবং অন্যান্য লোকদের বেলায় আল্লাহ তাআলার ফয়সালার ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা তাঁর আসমা ও সিফাত [নাম ও গুণাবলী] এবং তাঁর হিকমত ও প্রশংসা সম্পর্কে অবগত রয়েছে, কেবলমাত্র সেই আল্লাহর প্রতি এ খারাপ ধারণা থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

যে ব্যক্তি প্রজ্ঞা সম্পন্ন, বুদ্ধিমান এবং নিজের জন্য কল্যাণকামী, তার উচিৎ এ আলোচনা দ্বারা বিষয়টির অপরিসীম গুত্ব অনুধাবন করা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি স্বীয় রব সম্পর্কে খারাপ ধারণা করে, তার উচিৎ নিজ বদ-ধারণার জন্য আল্লাহর নিকট তওবা করা।

আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণকারী কোন ব্যক্তিকে যদি তুমি পরীক্ষা করো, তাহলে দেখতে পাবে তার মধ্যে রয়েছে তাকদীরের প্রতি হিংসাত্মক বিরোধীতা এবং দোষারোপ করার মানসিকতা। তারা বলে, বিষয়টি এমন হওয়া উচিৎ ছিলো। এ ব্যাপারে কেউ বেশী, কেউ কম বলে থাকে তুমি তোমার নিজেকে পরীক্ষা করে দেখো, তুমি কি এ খারাপ ধারণা থেকে মুক্ত? কবির ভাষায় .

মুক্ত যদি থাকো তুমি এ খারাবী থেকে,

বেঁচে গেলে তুমি এক মহা বিপদ থেকে।

আর যদি নাহি পারো ত্যাগিতে এ রীতি,

বাঁচার তরে তোমার লাগি নাইকো কোন গতি।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। সূরা আল- ইমরানের ১৫৪ নং আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা ''ফাতাহ'' এর ৬ নং আয়াতের তাফসীর।

৩। আলোচিত বিষয়ের প্রকার সীমাবদ্ধ নয়।

৪। যে ব্যক্তি আল্লাহর আসমা ও সিফাত, [নাম ও গুণাবলী] এবং নিজের জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত রয়েছে, কেবলমাত্র সেই আল্লাহর প্রতি কু-ধারণা পোষণ করা থেকে বাঁচতে পারে।

৬০ - তাকদীর অস্বীকারকারীদের পরিণতি

১। ইবনে ওমর রা. বলেছেন,

.والذى نفس ابن عمر بيده لوكان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه فى سبيل الله ما قبله الله منه

''সেই সত্তার কসম, যার হাতে ইবনে ওমরের জীবন, তাদের (তাকদীর অস্বীকারীদের) কারো কাছে যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও থাকে, অতঃপর তা আল্লাহর রাস্ড়ায় দান করে দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা উক্ত দান কবুল করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাকদীরের প্রতি ঈমান আনে''। অতঃপর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী দ্বারা নিজ বক্তব্যের পক্ষে দলীল পেশ করেন,

الإيمان أن نومن بالله وملائكته وكتبه و رسله واليوم الأخر و تؤمن بالقدر خيره وشره. (رواه مسلم(

''ঈমান হচ্ছে এই যে, তুমি আল্লাহ তাআলা, তাঁর সমুদয় ফিরিস্তা, তাঁর যাবতীয় [আসমানী] কিতাব, তাঁর সমস্ত রাসূল এবং আখেরাতের প্রতি

ঈমান আনয়ন করবে সাথে সাথে তাকদীর এবং এর ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে।'' (মুসলিম)

২। উবাদা বিন সামেত রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তার ছেলেকে বললেন, ''হে বৎস, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি এ কথা বিশ্বাস করবে, 'তোমার জীবনে যা ঘটেছে তা ঘটারই ছিল। আর তোমার জীবনে যা ঘটেনি তা কোনদিন তোমার জীবনে ঘটার ছিলোনা।'' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি এ কথা বলতে শুনেছি,

.إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، فقال : رب ماذا اكتب؟ قال : أكتب مقادير كل شئ حتى تقوم الساعة

''সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা যা সৃষ্টি কলেন তা হচ্ছে 'কলম'। সৃষ্টির পরই তিনি কলমকে বললেন, ''লিখ''। কলম বললো, 'হে আমার রব, 'আমি কি লিখবো?' তিনি বললেন, 'কেয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ সব জিনিসের তাকদীর লিপিবদ্ধ করো।'' হে বৎস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি,

من مات على غير هذا فليس منى

''যে ব্যক্তি [তাকদীরের উপর] বিশ্বাস ব্যতীত মৃত্যু বরণ করলো, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।''

অন্য একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে,

.إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له أكتب فجرى فى تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة

''আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করলেন তা হচ্ছে 'কলম'। এরপরই তিনি কলমকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'লিখ'। কেয়ামত পর্যন্ যা সংঘটিত হবে, সে মুহূর্তে থেকে কলম তা লিখতে শুরু করে দিল। (আহমদ)

৩। ইবনে ওয়াহাবের একটি বর্ণনা মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار

''যে ব্যক্তি তাকদীর এবং তাকদীরের ভাল- মন্দ বিশ্বাস করে না, তাকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের আগুনে জ্বালাবেন করবেন।''

ইবনুদ্দাইলামী থেকে বর্ণিত আছে, কাতাদাহ রা. বলেন, 'আমি ইবনে কা'ব এর কাছে আসলাম। তারপর বললাম, 'তাকদীরের ব্যাপারে আমার মনে কিছু কথা আছে। আপনি আমাকে তাকদীর সম্পর্কে কিছু উপদেশমূলক কথা বলুন। এর ফলে হয়তো আল্লাহ তাআলা আমার অন্ড়র থেকে উক্ত জমাট বাধা কাদা দূর করে দিবেন। তখন তিনি বললেন, 'তুমি যদি উহুদ [পাহাড়] পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর রাস্ড়ায় দান করো, আল্লাহ তোমার এ দান ততক্ষণ পর্যন্ কবুল করবেন না, যতক্ষণ না তুমি তাকদীরকে বিশ্বাস করবে। আর এ কথা জেনে রাখো, তোমার জীবনে যা ঘটেছে তা ঘটতে কখনো ব্যতিক্রম হতো না। আর তোমার জীবনে যা সম্পর্কিত এ বিশ্বাস পোষণ না করে মৃত্যু বরণ করো, তা হলে অবশ্যই জাহান্নামী হবে'। তিনি বলেন, অতঃপর আমি আবদুলণ্টাহ ইবনে মাসউদ, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান এবং যায়েদ বিন ছাবিত রা. এর নিকট গেলাম। তাঁদের প্রত্যেকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এরকম হাদীসই বর্ণনা করেছেন।'' (হাকিম)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয় গুলো জানা যায় .

১। তাকদীরের প্রতি ঈমান আনা ফরজ এর বর্ণনা।

২। তাকদীরের প্রতি কিভাবে ঈমান আনতে হবে, এর বর্ণনা।

৩। তাকদীরের প্রতি যার ঈমান নেই তার আমল বাতিল।

৪। যে ব্যক্তি তাকদীরের প্রতি ঈমান আনেনা সে ঈমানের স্বাদ অনুধাবন করতে অক্ষম।

৫। সর্বাগ্রে যা সৃষ্টি হয়েছে তার উল্লেখ।

৬। কেয়ামত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে, সৃষ্টির পর থেকেই কলম তা লিখতে শুরু করেছে।

৭। যে ব্যক্তি তাকদীর বিশ্বাস করে না তার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দায়িত্বমুক্ত।

৮। সালাফে সালেহীনের রীতি ছিল, কোন বিষয়ের সংশয় নিরসনের জন্য জ্ঞানী ও বিজ্ঞজনকে প্রশ্ন করা।

৯। উলামায়ে কেরাম এমন ভাবে প্রশ্ন কারীকে জবাব দিতেন যা দ্বারা সন্দেহ দূর হয়ে যেতো। জবাবের নিয়ম এই যে, তাঁরা নিজেদের কথাকে শুধুমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর [কথা ও কাজের] দিকে সম্পৃক্ত করতেন।

৬১ - ছবি অঙ্কনকারী বা চিত্র শিল্পীদের পরিণাম

১। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

(قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا ذرة، او ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. (أخرجاه

''আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে ব্যক্তি আমার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করতে চায়। তাদের শক্তি থাকলে তারা একটা অনু সৃষ্টি করুক অথবা একটি খাদ্যের দানা সৃষ্টি করুক অথবা একটি গমের দানা তৈরী করুক।'' (বুখারি ও মুসলিম)

২। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

(أشد الناس عذابا يوما القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. (البخارى و مسلم

''কেয়ামতের দিন সবচেয়ে শাস্তি পাবে তারাই যারা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির মতো ছবি বা চিত্র অঙ্কন করে।'' (বুখারি ও মুসলিম)

৩। ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

(كل مصور فى النار يجعل له بكل صورها نفس يعذب بها فى جهنم. (رواه مسلم

''প্রত্যেক চিত্র অঙ্কনকারীই জাহান্নামী। চিত্রকর যতটি [প্রাণীর] চিত্র এঁকেছে ততটি প্রাণ তাকে দেয়া হবে। এর মাধ্যমে তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে।'' (মুসলিম)

৪। ইবনে আববাস রা. থেকে 'মারফু' হাদীসে বর্ণিত আছে,

(من صور صورة فى الدنيا كلف أن ينفع فيها الروح وليس ينافخ. (رواه البخارى ومسلم

‘‘যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন [প্রাণীর] চিত্র অঙ্কন করবে, কিয়ামতের দিন তাকে ঐ চিত্রে আত্মা দেয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। অথচ সে আত্মা দিতে সক্ষম হবে না।’’ (বুখারি ও মুসলিম)

৫। আবুল হাইয়াজ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আলী রা. আমাকে বললেন, ‘আমি কি তোমাকে এমন কাজে পাঠাবোনা, যে কাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? সে কাজটি হচ্ছে, ‘তুমি কোন চিত্রকে ধ্বংস না করে ছাড়বে না। আর কোন উচু কবরকে [মাটির] সমান না করে ছাড়বে না।, (মুসলিম)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। চিত্রকরদের ব্যাপারে খুব কঠোরতা অবলম্বন।

২। কঠোরতা অবলম্বনের কারণ সম্পর্কে মানুষকে সাবধান করে দেয়া। এখানে কঠোরতা অবলম্বনের কারণ হচ্ছে, আল্লাহর সাথে আদব রক্ষা না করা। এর প্রমাণ আল্লাহ বাণীঃ

ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى

৩। সৃষ্টি করার ব্যাপারে আল্লাহর কুদরত বা সৃজনশীল ক্ষমতা। অপরদিকে সৃষ্টির ব্যাপারে বান্দার অক্ষমতা। তাই আল্লাহ চিত্রকরদেরকে বলেছেন, ‘তোমাদের ক্ষমতা থাকলে তোমরা একটা অনু অথবা একটা দানা কিংবা গমের দানা তৈরী করে নিয়ে এসো।’

৪। চিত্রকরের সবচেয়ে কঠিন শাস্তিহ হওয়ার সুস্পষ্ট ঘোষণা।

৫। চিত্রকর যতটা [প্রাণীর] ছবি আকবে, শাস্তি ভোগ করার জন্য ততটা প্রাণ তাকে দেয়া হবে। এবং এর দ্বারাই জাহান্নামে তাঁকে শাস্ড়ি দেয়া হবে।

৬। অঙ্কিত ছবিতে রূহ বা আত্মা দেয়ার জন্য চিত্রকরকে বাধ্য করা হবে।

৭। [প্রাণীর] ছবি পাওয়া গেলেই তা ধ্বংস করার নির্দেশ।

৬২ - অধিক কসম সম্পর্কে শরিয়তের বিধান

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ (المائدة: ৮৯)

‘‘তোমাদের শপথসমূহকে তোমরা হেফাজত করো’’। (মায়েদা : ৮৯)

২। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি,

(الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. أخرجاه)

‘‘[অধিক] শপথ, সম্পদ বিনষ্ট কারী এবং উর্পন ধ্বংশ কারী।’’ (বুখারি ও মুসলিম)

৩। সালমান রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: اشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته. لايشترى إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه. (رواه الطبرانى بسند صحيح)

''তিন শ্রেণীর লোকদের সাথে আল্লাহ তাআলা [কেয়ামতের দিন] কথা বলবেন না, তাদেরকে [গুনাহ মাফের মাধ্যমে] পবিত্র করবেন না, বরং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্ড়ি। তারা হচ্ছে, বৃদ্ধ জিনাকারী, অহংকারী গরীব, আর যে ব্যক্তি তার ব্যবসায়ী পণ্যকে খোদা বানিয়েছে অর্থাৎ কসম করা ব্যতী সে পণ্য ক্রয়ও করে না, কসম করা ব্যতীত পণ্য বিক্রয়ও করেনা।'' (তাবরানী)

৩। ইমরান বিন হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

خير أمتى قرنى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم قال عمران: فلا ادرى أذكر بعد مرتين او ثلاثا؟ ثم أن بعد كم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر منهم السمن.

''আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে আমার যুগ, তারপর উত্তম হচ্ছে তাদের পরবর্তীতে যারা আসবে তারা। তারপর উত্তম হচ্ছে তাদের পরবর্তীতে যারা আসবে তারা। ইমরান বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরে দু'যুগের কথা বলেছেন নাকি তিন যুগের কথা বলেছেন তা আমি বলতে পারছিনা। অতঃপর তিনি [রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বলেন, 'তোমাদের পরে এমন কওম আসবে যারা সাক্ষ্য দিবে, কিন্তু তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য হবে না। তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে, আমানত রক্ষা করবে না। তারা মান্নত করবে, কিন্তু তা পূর্ণ করবে না। আর তাদের শরীরে চর্বি দেখা দিবে।'' (বুখারি)

৪। ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্নিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল- াম এরশাদ করেছেন,

خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم يجيئ قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة.

''সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে আমার যুগের মানুষ। এরপর উত্তম হলো এর পরবর্তীতে আগমনকারী লোকেরা। তারপর উত্তম হলো যারা তাদের পরবর্তীতে আসবে তারা। অতঃপর এমন এক জাতির আগমন ঘটবে যাদের কারো সাক্ষ্য কসমের আগেই হয়ে যাবে, আবার কসম সাক্ষ্যের আগেই হয়ে যাবে।'' [অর্থাৎ কসম ও সাক্ষের মধ্যে কোন মিল থাকবে না। কসম ও সাক্ষ্য উভয়টাই মিথ্যা হবে।]

ইবরাহীম নখয়ী বলেন, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন মিথ্যা সাক্ষ্যের জন্য আমাদের অভিভাবকগণ শাস্তি দিতেন।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়

১। ঈমান রক্ষা করার জন্য উপদেশ দান।

২। মিথ্যা কসম বানিজ্যিক পণ্যের ক্ষতি টেনে আনে, কামাই রোজগারের বরকত নষ্ট করে।

৩। যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম ছাড়া ক্রয় বিক্রয় করেনা তার প্রতি কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ।

৪। স্বল্প কারণেও গুনাহ বিরাট আকার ধারণ করতে পারে, এ ব্যাপারে হুশিয়ারী উচ্চারণ।

৫। বিনা প্রয়োজনে কসম কারীদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন।

৬। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তিন অথবা চার যুগ বা কালের লোকদের প্রশংসা জ্ঞাপন এবং এর পরবর্তীতে যা ঘটবে তার উল্লেখ।

৭। মিথ্যা সাক্ষ্য ও ওয়াদার জন্য সালাফে সালেহীন কর্তৃক ছোটদেরকে শাস্তি প্রদান।

৬৩ - আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জিম্মাদারী সম্পর্কিত বিবরণ

১। আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেছেন,

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا (النحل: ৯১)

''আল্লাহর নামে যখন তোমরা কোন শক্ত ওয়াদা করো তখন তা পুরা করো এবং দৃঢ়তার সাথে কোন কসম করলে তা ভঙ্গ করোনা। (নাহর: ৯১)

২। বুরাইদাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোট হোক, বড়হোক [কোন যুদ্ধে] যখন সেনাবাহিনীতে কাউকে আমীর বা সেনাপতি নিযুক্ত করতেন, তখন তাকে 'তাকওয়ার' উপদেশ দিতেন এবং তার সাথে যে সব মুসলমান থাকতো তাদেরকেও উত্তম উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেন,

أغزوا باسم الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولاتقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث حضال : أو خلال: فايتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الاسلام، (فان أجابوك فاقبل منهم ، ثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين... إلى آخر الحديث. (رواه مسلم

''তোমরা আল্লাহর নামে যুদ্ধ করো। যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। তোমরা যুদ্ধ করো, কিন্তু বাড়াবাড়ি করোনা, বিশ্বাস ঘাতকতা করোনা। তোমরা শত্রুর নাক-কান কেটোনা বা অঙ্গ বিকৃত করোনা। তুমি যখন তোমার মুশরিক শত্রুদের মোকাবেলা করবে, তখন তিনিটি বিষয়ের দিকে তাদেরকে আহবান জানাবে। যে কোন একটি বিষয়ে তারা তোমার আহবানে সাড়া দিলে তা গ্রহণ করে নিও, আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে দিও। অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করো। যদি তারা তোমার আহবানে সাড়া দেয়, তাহলে তাদেরকে গ্রহণ করে নিও। এরপর তাদেরকে তাদের বাড়ী-ঘর ছেড়ে দারুল মুহাজিরীনে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য হিজরত করার জন্য আহবান জানাও। হিজরত করলে তাদেরকে একথা জানিয়ে দাও, 'মুহাজিরদের জন্য যে অধিকার রয়েছে, তাদেরও সে অধিকার আছে, সাথে সাথে মোহাজিরদের যা করণীয় তাদেরও তাই করণীয়। আর যদি তারা হিজরতের মাধ্যমে স্থান পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে, তাহলে তাদেরকে বলে দিও যে, তারা গ্রাম্য সাধারণ মুসলিম বেদুঈনদের মর্যাদা পাবে। তাদের উপর আল্লাহর হুকুম আহকাম [বিধি- নিষেধ] জারি হবে। তবে 'গনিমত' বা যুদ্ধ-লব্ধ অতিরিক্ত সম্পদের ভাগ তারা মুসলমানদের সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ ব্যতীত পাবে না। এটাও যদি তারা অস্বীকার করে তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, 'তারা কর দিতে সম্মত কিনা। যদি কর দিতে সম্মত হয়, তবে তা গ্রহণ করো, আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করো। কিন্তু যদি কর দিতে তারা অস্বীকার করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।

তুমি যদি কোন দুর্গের লোকদেরকে অবরোধ করো, আর দূর্গের লোকেরা যদি তখন চায় যে, তুমি তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জিম্মায় রেখে দাও, তবে তুমি কিন্তু তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জিম্মায় রেখোনা বরং তোমার এবং তোমার সঙ্গী সাথীদের জিম্মায় রেখে দিও। কারণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জিম্মাদারী রক্ষা করার চেয়ে তোমার এবং তোমার- সাথীদের জিম্মাদারী রক্ষা করা অনেক সহজ। তুমি যদি কোন দূর্গের অধিবাসীদেরকে অবরোধ করো। আর তুমি আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে তাদের কথায় সম্মতি দিওনা। বরং তোমার নিজের ফয়সালাতে দিও। কারণ তুমি জাননা তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালার ক্ষেত্রে তুমি সঠিক ভূমিকা নিতে পারবে কিনা।'' (মুসলিম)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। আল্লাহর জিম্মা, নবীর জিম্মা এবং মোমিনদের জিম্মার মধ্যে পার্থক্য।

২। দু'টি বিষয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম বিপদজনক বিষয়টি গ্রহণ করার প্রতি দিক নির্দেশনা।

৩। আল্লাহর নামে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা।

৪। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

৬। আল্লাহর হুকুম এবং আলেমদের হুকুমের মধ্যে পার্থক্য।

৭। সাহাবী কর্তৃক প্রয়োজনের সময় এমন বিচার ফয়সালা হয়ে যাওয়া যা আল্লাহর সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা তাও তিনি জানেন না।

৬৪ - আল্লাহর ইচ্ছাধীন বিষয়ে কসম করার পরিণতি

১। জুনদুব বিন আব্দুলাহ রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

قال رجل والله لايغفر الله لفلان وقال الله عزوجل من ذا الدى يتألى على أن لا أغفر لفلان؟ إنى قد غفرت له وأحبطت عملك. (رواه مسلم)

''এক ব্যক্তি বললো, ''আল্লাহর কসম, অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তখন আল্লাহর তাআলা বললেন, 'আমি অমুককে ক্ষমা করবোনা' একথা বলে দেয়ার আস্পর্ধা কার আছে? আমি তাকেই ক্ষমা করে দিলাম। আর তোমার [কসম কারীর] আমল বাতিল করে দিলাম।'' (মুসলিম)

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, ''যে ব্যক্তি কসম করে উল্লেখিত কথা বলেছিলো, সে ছিলো একজন আবেদ। আবু হুরায়রা বলেন ঐ ব্যক্তি একটি মাত্র কথার মাধ্যমে তাঁর দুনিয়া এবং আখেরাত উভয়টাই বরবাদ করে ফেলেছে।

আলোচিত অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। আল্লাহর ইচ্ছাধীন বিষয়ে মাতবররী করার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা। [অর্থাৎ মাতবররী না করা]

২। আমাদের কারো জাহান্নাম তার জুতায় ফিতার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী।

৩। জান্নাতও অনুরূপ নিকটবর্তী।

৪। এ অধ্যায়ে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, একজন লোক মাত্র একটি কথার মাধ্যমে তার দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ করে ফেলেছে।

৫। কোন কোন সময় মানুষকে এমন সামান্য কারণেও মাফ করে দেয়া হয়, যা তার কাছে সবচেয়ে অপছন্দের বিষয়।

৬৫ - সৃষ্টির কাছে আল্লাহর সুপারিশ করা যায় না

১। জুবাইর বিন মুতয়িম রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আরব বেদুঈন এসে বললো, ' হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের জীবন ওষ্ঠাগত, পরিবার পরিজন ক্ষুধার্ত, সম্পদ ধ্বংস প্রাপ্ত। অতএব আপনি আপনার রবের কাছে বৃষ্টির প্রার্থনা করুন। আমরা আপনার কাছে আল্লাহর সুপারিশ করছি, আর আল্লাহর কাছে আপনার সুপারিশ করছি'। এভাবে তিনি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করতে লাগলেন যে তাঁর এবং সাহাবায়ে কেরামের চেহারায় রাগতবাব প্রতিভাত হচ্ছিল। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম বললেন,

ويحك أتدرى ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذالك أنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه.

''তোমার ধ্বংস হোক, আল্লাহর মর্যাদা কত বড়, তা কি তুমি জানো? তুমি যা মনে করছো আল্লাহর মর্যাদা ও শান এর চেয়ে অনেক বেশী। কোন সৃষ্টির কাছেই আল্লাহর সুপারিশ করা যায় না।'' (আবু দাউদ)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়

১। 'আপনার কাছে আল্লাহর সুপারিশ করছি'نستشفع بالله عليك

এ কথা যে ব্যক্তি বলেছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক সে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

২। সৃষ্টির কাছে আল্লাহর সুপারিশের কথায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের চেহারায় লক্ষণীয় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল।

৩। نستشفع بك على الله [আমরা আল্লাহর কাছে আপনার সুপারিশ কামনা করছি] এ কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথ্যাখ্যান করেননি।

৪। ''সুবহানাল্লাহ' এর তাফসীরের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন।

৫। মুসলমানগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর কাছে বৃষ্টি চাওয়ার জন্য আবেদন করতেন।

৬৬ - রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তাওহীদ সংরক্ষণ এবং শিরকের মূলোৎপাটন

১। আবদুল- াহ বিন আশশিখখির রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বনী আমেরের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট গেলাম। আমরা তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, أنت سيدنا [আপনি আমাদের প্রভু] তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ألسيد الله [আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন প্রভু]। আমরা বললাম, 'আমাদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আমাদের মধ্যে সর্বাধিক দানশীল ও ধৈর্যশীল।' এরপর তিনি বললেন,

قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان

''তোমরা তোমাদের বলে যাও। শয়তান যেন তোমাদের উপর সওয়ার না হতে পারে।'' (আবু দাওদ)

২। আনাস রা. থেকে বর্ণিতছে, কতিপয় লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে বললো, ''হে আল্লাহর রাসূল, কে আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি, এবং আমাদের প্রভূ তনয়'' তখন তিনি বললেন,

يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان- أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفقونى فوق منزلتى التى أنزلنى الله عز وجل

হে লোক সকল, তোমরা তোমাদের কথা বলে যাও। শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ড় ও প্রতারিত করতে না পারে। আমি হচ্ছি মুহাম্মদ, আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসূল। আল্লাহ তাআলা আমাকে যে মর্যাদার স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন, তোমরা এর উর্ধ্বে আমাকে স্থান দিবে এটা আমি পছন্দ করি না। (নাসায়ী)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। দ্বীনের ব্যাপারে সীমা লংঘন না করার জন্য মানুষের প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ।

২। 'আপনি আমাদের প্রভূ বা মনিব' বলে সম্বোধন করা হলে জবাবে তার কি বলা উচিৎ, এ ব্যাপারে জ্ঞান লাভ।

৩। লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে কিছু কথা বলার পর তিনি বলেছিলেন, ''শয়তান যে তোমাদের উপর চড়াও না হয়।'' অথচ তারা তাঁর ব্যাপারে হক কথাই বলেছিল। এর তাৎপর্য অনুধান করা।

৪। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী ما أحب أن ترفعونى فوق منـزلتى অর্থাৎ তোমরা আমাকে স্বীয় মর্যাদার উপরে স্থান দাও এটা আমি পছন্দ করিনা। একথার তাৎপর্য উপলব্ধি করা।

৬৭ - মানুষ আল্লাহ তাআলার পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা নিরূপনে অক্ষম

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

(وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (الزمر: ৬৮

''তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা নিরুপন করতে পারেনি। কেয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোতে থাকবে।'' (ঝুমার : ৬৭)

২। ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একজন ইহুদী পন্ডিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললো, 'হে মুহাম্মদ, আমরা [তাওরাত কিতাবে] দেখতে পাই যে, আল্লাহ তাআলা সমস্ড় আকাশ মন্ডলীকে এক আঙ্গুলে, সমস্ড় যমীনকে এক আঙ্গুলে, বৃক্ষরাজিকে এক আঙ্গুলে, পানি এক আঙ্গুলে ভূতলের সমস্ত জিনিসকে এক আঙ্গুলে এবং সমস্ত সৃষ্টি জগতকে এক আঙ্গুলে রেখে বলবেন, আমিই সম্রাট।'

এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদী পন্ডিতের কথার সমর্থনে এমন ভাবে হেসে দিলেন যে তাঁর দন্ত মোবারক দেখা যাচ্ছিল। অতপর তিনি

وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة

এ আয়াতটুকু পড়লেন।

সহীহ মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত আছে, পাহাড়- পর্বত এবং বৃক্ষরাজি এক হাতে থাকবে তারপর এগুলোকে ঝাকুনি দিয়ে তিনি বলবেন, 'আমি রাজাধিরাজ, আমিই আল্লাহ।'

সহীহ বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, সমস্ড় আকাশ মন্ডলীকে এক আঙ্গুলে রাখবেন। পানি এবং ভূতলে যা কিছু আছে তা এক আঙ্গুলে রাখবেন। আরেক আঙ্গুলে রাখবেন সমস্ড় সৃষ্টি। (বুখারী ও মুসলিম)

ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত মারফু হাদীসে আছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সমস্ড় আকাশমন্ডলীকে ভাঁজ করবেন। অতঃপর সাত তবক যমীনকে ভাঁজ করবেন এবং এগুলোকে বাম হাতে নিবেন। তারপর বলবেন, ''আমি হচ্ছি রাজাধিরাজ। অত্যাচারীরা কোথায়? অংহকারীরা কোথায়? (মুসলিম)

৩। ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সাত তবক আসমান ও যমীন আল্লাহ তাআলার হাতের তালুতে ঠিক যেন তোমাদের কারো হাতে এটা সরিষার দানার মত।

৪। ইবনে যায়েদ বলেন, ''আমার পিতা আমাকে বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

ما السموات السبع فى الكرسى إلا كدراهم سبعة القيت فى ترس

''কুরসীর মধ্যে সপ্তাকাশের অবস্থান ঠিক যেন, একটি ঢালের মধ্যে নিক্ষিপ্ত সাতটি দিরহামের [মুদ্রার] মত।'' তিনি বলেন, 'আবুযর রা. বলেছেন, 'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি,

ما الكرسى فى العرش إلا كحلقه من حديد القيت بين ظهرى فلاة من الأرض. ''আরশের মধ্যে কুরসীর অবস্থান হচ্ছে ঠিক ভূপৃষ্ঠের কোন উন্মুক্ত স্থানে পড়ে থাকা একটি আংটির মত।

৫। ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘দুনিয়ার আকাশ এবং এর পরবর্তী আকামের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ’ বছরের পথ। আর এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের। এমনিভাবে সপ্তমাকাশের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ। একই ভাবে কুরসী এবং পানির মাঝখানে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের। আরশ হচ্ছে পানির উপরে। আর আল্লাহ তাআলা সমাসীন রয়েছেন আরশের উপর। তোমাদের আমলের কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই। (ইবনে মাহদী হাম্মাদ বিন সালামা হতে তিনি আসেম হতে, তিনি যিরর হ'তে, এবং যিরর আবদুল্লাহ হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

(অনুরূপ হাদীস মাসউদী আসেম হতে তিনি আবি ওয়ায়েল হতে, এবং তিনি আবদুলণ্ঢাহ হতে বর্ণনা করেছেন।)

৬। আববাস বিন আবদুল মোত্তালিব রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

هل تدرون كم بين السماء والارض.؟ قلنا : الله ورسوله أعلم، قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة، من كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة، وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين اسفله والله تعالى فوق ذالك، وليس يخفى عليه شيئ من أعمال بتى آدم. (أخرجه ওوأعلاه كما بين السماء والارض أبوداود وغيره)

‘‘তোমরা কি জানো, আসমান ও যমীনের মধ্যে দূরত্ব কত?’’ আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভাল জানেন। তিনি বললেন, ‘‘আসমান ও যমীনের মাঝে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ। এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ’ বছরের পথ।প্রতিটি আকাশের ঘনত্বও (পুরু ও মোটা) পাঁচশ’ বছরের পথ। সপ্তমাকাশ ও আরশের মধ্যখানে রয়েছে একটি সাগর। যার উপরিভাগ ও তলদেশের মাঝে দূরত্ব হচ্ছে আকাশ ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। আল্লাহ তাআলা এর উপরে সমাসীন রয়েছেন। আদম সন্ড়ানের কোন কর্মকান্ডই তাঁর অজানা নয়।’’ (আবু দাউদ)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। والارض جميعا قبضته এর তাফসীর

২। এ অধ্যায়ে আলোচিত জ্ঞান ও এতদসংশিণ্টষ্ট জ্ঞানের চর্চা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগের ইহুদীদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিলো। তারা এ জ্ঞানকে অস্বীকার ও করতোনা।

৩। ইহুদী পন্ডিত ব্যক্তি যখন কেয়ামতের দিনে আল্লাহর ক্ষমতা সংক্রান্ড় কথা বললো, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথাকে সত্যায়িত করলেন এবং এর সমর্থনে কোরআনের আয়াতও নাযিল হলো।

৪। ইহুদী পন্ডিত কর্তৃক আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কিত মহাজ্ঞানের কথা উল্লেখ করা হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাসির উদ্রেক হওয়ার রহস্য।

৫। আল্লাহ তাআলার দু'হস্ড় মোবারকের সুস্পষ্ট উল্লেখ্য। আকাশ মন্ডলী তাঁর ডান হাতে, আর সমগ্র যমীন তাঁর অপর হাতে নিবদ্ধ থাকবে।

৬। অপর হাতকে বাম হাত বলে নাম করণ করার সুস্পষ্ট ঘোষণা।

৭। কেয়ামতের দিন অত্যাচারী এবং অহংকারীদের প্রতি আল্লাহর শাস্তির উল্লেখ।

৮। আকাশের তুলনায় আরশের বিশালতার উল্লেণ্ঢখ।

৯। ‘‘তোমাদের কারো হাতে একটা সরিষা দানার মত’’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ কথার তাৎপর্য।

১০। কুরসীর তুলনায় আরশের বিশালতার উল্লেখ।

১১। কুরসী এবং পানি থেকে আরশ সম্পূর্ণ আলাদা।

১২।প্রতিটি আকাশের মধ্যে দূরত্ব ও ব্যবধানের উল্লেখ।

১৩। সপ্তমাকাশ ও কুরসীর মধ্যে ব্যবধান।

১৪। কুরসী এবং পানির মধ্যে দূরত্ব।

১৫। আরশের অবস্থান পানির উপর।

১৬। আল্লাহ তাআলা আরশের উপরে সমাসীন।

১৭। আকাশ ও যমীনের দূরত্বের উল্লেখ।

১৮।প্রতিটি আকাশের ঘনত্ব (পুরো) পাঁচশ বছরের পথ।

১৯। আকাশ মন্ডলীর উপরে যে সমুদ্র রয়েছে তার উর্ধ্ব দেশ ও তলদেশের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ' বছরের পথ।

والحمد لله رب العلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

৫। উপরোল্লিখিত তিনটি বিষয় ঈমানের দুর্বলতার আলামত।

৬। এখলাসের সাথে একমাত্র আল্লাহকে ভয় করা ফরজের অন্তর্ভুক্ত।

৭। অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় পরিত্যাগকারীর জন্য শাস্তির উল্লেখ।

৮। আল্লাহকে যে ভয় করে তার জন্য সওয়াবের উল্লেখ।

التقسيم والتقعيد للقول المفيد

بقلم الفقير إلى عفو ربه

هيثم بن محمد سرحان

المدرس بمعهد الحرم بالمسجد النبوي الشريف سابقًا

والمشرف على موقع التأصيل العلمي

http//attasseel-alelmi.net

http//sarhaan.net

غفر الله له ولوالديه ولمن أعانه على إخراج هذا الكتاب

وقف لله تعالى

مشروع طباعة الكتب السلفية (١٠٠)